জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper : www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১৬৪ ● ৯ নভেম্বর, ২০২৫ ● ২২ কার্তিক ১৪৩২ ● রবিবার ● দাম - ৪ টাকা ● ২০ পাতা ● Vol. 21, Issue - 164 ● JAGO BANGLA ● SUNDAY ● 9 NOVEMBER, 2025 ● 20 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

ক্ষুদ্র অধিবেশন

সংসদে এবারের শীতকালীন অধিবেশন মাত্র ১৯ দিনের। শুরু হবে ১ ডিসেম্বর, চলবে ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই অধিবেশনে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিল পেশ হতে পারে

বইছে উত্তুরে হাওয়া

উত্তর-পশ্চিমের শীতল হাওয়া বইতে শুরু করেছে। স্বাভাবিকের নিচে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। আগামী দু’-তিনদিনে ৩-৪ ডিগ্রি তাপমাত্রা কমতে পারে। দার্জিলিং-কালিম্পংয়ে সামান্য বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা

বাংলার মহিলা সিভিকের সোনা জয় এশিয়া মাস্টার্সে

এসএসসির রেজাল্ট জানতে চালু হল নতুন ওয়েবসাইট

বঙ্গভূষণ ■ ডিএসপির চাকরি ■ সোনার চেন দিল রাজ্য সরকার

সিএবির উপহার সোনার ব্যাট-বল এবং ৩৪ লাখ টাকার চেক

বাংলার গর্ব রিচা : মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : সোনার মেয়েকে ঐতিহাসিক সংবর্ধনা দিল বাংলা। বাংলা তথা দেশের সোনার মেয়ে রিচা ঘোষকে চোখধাঁধানো সংবর্ধনা দিল সিএবি ও রাজ্য সরকার। এই জমকালো অনুষ্ঠান শুধু সংবর্ধনায় আটকে রইল না। বরং হয়ে উঠল প্রতিবাদ ও শপথের মঞ্চও। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় আইসিসি সভাপতি পদে নেই কেন? এই প্রশ্ন যেমন তুললেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়! একইসঙ্গে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বলে দিলেন, রিচাকে আগামীতে মহিলা ক্রিকেট দলের ‘ক্যাপ্টেন’ হিসেবে দেখতে চাই। বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এই কথাকে সমর্থন করে বললেন, আমি শুধু বলব রিচাকে ‘ফার্স্ট পজিশনে’ দেখতে চাই। আর কিছু বলব না। সব মিলিয়ে এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এমন সব মুহূর্ত তৈরি হল, যা বহুকাল মনে রাখবে ইডেন

একদিন আইসিসি প্রেসিডেন্ট হবেই সৌরভ : মুখ্যমন্ত্রী

গার্ডেনস। মনে রাখবে বাংলা। বিশেষ করে কোনও মহিলা খেলোয়াড়কে ঘিরে যে আবেগের বিস্ফোরণ গত কয়েকদিন ধরে হয়ে চলেছে, বিশ্বকাপজয়ী রিচা ঘোষেরই এসব স্বপ্ন মনে হচ্ছে।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্য সরকারের তরফে ভারতীয় বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য রিচা ঘোষকে দিলেন বঙ্গভূষণ, রাজ্য পুলিশের ডিএসপি পদে চাকরির নিয়োগপত্র এবং সোনার চেন। আর সিএবি দিল সোনার ব্যাট-বল। সঙ্গে ৩৪ লক্ষ টাকার চেক (বিশ্বকাপ ফাইনালে ৩৪ রান করেছিলেন রিচা) শনিবারের ইডেন গার্ডেন্সে তার নানা ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে আরও (এরপর ১১ পাতায়)

সোনার মেয়েকে ইডেনে সংবর্ধনা। বাবা-মায়ের সঙ্গে রিচাকে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী। রয়েছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, অরূপ বিশ্বাস, ঝুলন গোস্বামী।

দিনের কবিতা

‘জাগোবাংলা’য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— ‘দিনের কবিতা’। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

মুক্তি

ঝরছে রক্ত
বাড়ছে মৃত্যু
কাড়ছো জীবন
দুঃখ ভুবন
সন্ত্রাসী প্লাবন।।

সংকটে শ্রাবণ
কান্নাতে ভাদ্র
জ্বলছে চিতা
শোকের রৌদ্র
রক্তাক্ত দংশন।।

চলছে গর্জন
বুলেট অর্জন
ছুটছে কামান
জ্বলছে শয়তান
বন্ধন-ক্রন্দন।।

কিসের অন্বেষণে
আজ মৃত্যু আমন্ত্রণে
ভাবছি অনুমানে
কুহেলিকা সমীরণে
মুক্ত করো শ্রাবণ।।

৩৯ বছর আগে ম্যাচের সেরা হয়েছিলেন ‘দিদি’

প্রতিবেদন : ইডেনে চলছে বিশ্বজয়ী রিচার সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। সঞ্চালকের মুখে মুখ্যমন্ত্রীর অতীতের গল্প। এক-আধ বছর আগেকার নয়, প্রায় ৩৯ আগেকার ঘটনা। সেবার মাঠের সেরা খেলোয়াড় হয়েছিলেন আজকের মুখ্যমন্ত্রী। সেই পুরনো ছবি হঠাৎ ভাইরাল। ঘুরে বেড়াচ্ছে সমাজমাধ্যমে।

কী হয়েছিল? সময়টা সম্ভবত ১৯৮৬। লোকসভা ও রাজ্যসভার সদস্যদের মধ্যে প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। পুরুষ-মহিলা সব সাংসদই খেলেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পি আর কুমারমঙ্গলমের নেতৃত্বে লোকসভার টিম মাঠে নেমেছিল। যে টিমের অন্যতম সদস্য ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিপক্ষে ছিলেন রাজ্যসভার সদস্যরা। সেই খেলাতেই অসাধারণ পারফর্ম করে ম্যাচের সেরা হয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সমাজমাধ্যমে ভাইরাল সেই ছবিতে দেখা যাচ্ছে (এরপর ১১ পাতায়)

‘সার’ আতঙ্কে মৃত্যু, পাশে তৃণমূল

প্রতিবেদন : এসআইআরের আতঙ্কে রাজ্যে মৃতের সংখ্যা বাড়ছে। দু’জন এখনও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই পরিস্থিতিতে আত্মঘাতীদের পরিবারের পাশে দাঁড়াতে বিশেষ টিম তৈরি করে দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই টিমে রয়েছেন রাজ্যস্তরের নেতা থেকে শুরু করে জনপ্রতিনিধিরা।

শনিবারই দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মেনে এই দলের সদস্যরা এসআইআরের বলি হওয়া পরিবারগুলির কাছে গেলেন। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করলেন। মৃতদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন প্রতিনিয়ত। দলীয় নির্দেশ অনুসারে সকল প্রকার সহায়তা প্রদান করবেন তাঁদের। অভিষেক বিশেষ টিম গড়ে দেওয়ার পর শনিবারই (এরপর ১১ পাতায়)

স্বজনহারাদের বাড়িতে দল, সমবেদনা

মৃত কাকলি সরকারের বাড়িতে শশী পাঁজা, পার্থ ভৌমিক, সামিরুল ইসলাম, তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য, রাজ চক্রবর্তী-সহ দলীয় নেতৃত্ব।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

নানা রকম

তারিখ অভিধান

২০১১ হরগোবিন্দ খোরানা (১৯২২-২০১১) এদিন আমেরিকার ম্যাসাচুসেটসে প্রয়াত হন। মার্কিন নাগরিকত্ব গ্রহণ করলেও হরগোবিন্দ ছিলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত। তিনি অবিভক্ত ভারতের পাঞ্জাবে রায়পুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিউক্লিক অ্যাসিডগুলোর মধ্যে নিউক্লিওটাইডের ক্রম সংক্রান্ত গবেষণার জন্য ১৯৬৮তে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। এই নিউক্লিওটাইড কোষের জিনগত সংকেত বহন করে ও কোষে প্রোটিন সংশ্লেষ নিয়ন্ত্রণ করে।

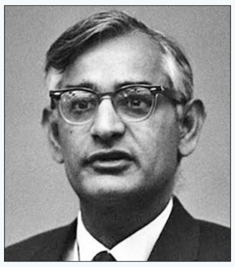

২০০০ উত্তরাখণ্ড ভারতের এক নতুন রাজ্য হিসাবে জন্ম নিল। উত্তরপ্রদেশ ভেঙে এই রাজ্যটি গঠন করা হয়। এই রাজ্যে বহু মন্দির ও তীর্থস্থান আছে বলে এটিকে 'দেবভূমি' বা 'দেবতাদের দেশ' বলা হয়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য এই রাজ্য বিখ্যাত। রাজধানী দেরাদুন। তৈরির সময় রাজ্যটির নাম রাখা হয় উত্তরাঞ্চল। পরে সেটি বদলে নতুন নাম দেওয়া হয় উত্তরাখণ্ড।

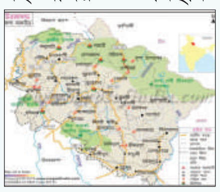

১৯৮৫ গ্যারি কাসপারভ এদিন কনিষ্ঠতম দাবাড়ু হিসেবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হন। মাত্র ২২ বছর বয়সেই আন্তোলি কারপভকে পরাস্ত করে তিনি এই খেতাব জেতেন। এর পর ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত তিনিই ছিলেন অবিসংবাদিত বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়ন।

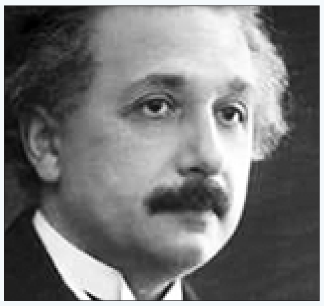

১৯২২ আলবার্ট আইনস্টাইন এদিন পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ফোটো আলোক-তড়িৎ ক্রিয়ার ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য এই পুরস্কার তিনি পান। এটি আসলে ১৯২১-এর পুরস্কার। কিন্তু পদার্থ বিজ্ঞানে পুরস্কার প্রাপকের নাম জানাতে নোবেল কমিটি এক বছর দেরি করেছিল।

২০০৫ কে আর নারায়ণন (১৯২০-২০০৫) এদিন প্রয়াত হন। পুরো নাম কোচেরিল রমন নারায়ণন। ভারতের দশম রাষ্ট্রপতি ছিলেন। বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রদূত হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। নেহরু তাঁকে 'দেশের সেরা কূটনীতিক' হিসেবে অভিহিত করেছিলেন। ইন্দিরা গান্ধীর অনুরোধে রাজনীতিতে প্রবেশ। লোকসভায় পরপর তিনটি সাধারণ নির্বাচন জেতেন এবং প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর মন্ত্রিসভায় প্রতিমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনিই ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি যিনি রাষ্ট্রপতি পদে থাকাকালীন ১৯৯৮-এর সাধারণ নির্বাচনে ভোট দিয়েছিলেন।

১৯৮৯ বার্লিন প্রাচীর ভেঙে ফেলার কাজ এদিন শুরু হল। প্রাচীরটি সুদীর্ঘ ২৮ বছর ধরে পূর্ব জার্মানি ও পশ্চিম বার্লিনের মধ্যবর্তী সীমানা পাঁচিল হিসেবে অবস্থিত ছিল। ইতিহাস বলছে, ১৯৮৯-র ৯ নভেম্বর মোটেও পাঁচিলটা পুরো ভাঙা যায়নি। লোকে পাঁচিলের গায়ে গাঁইতি, শাবল চালিয়েছিল। ইটের টুকরো পূর্বতন কমিউনিস্ট পূর্ব জার্মানির স্মারক হিসেবে নিলামে বিক্রি হয়। পরের বছর ১৩ জুন থেকে সরকারি ভাবে দেওয়াল ভাঙা শুরু হয়, দুই জার্মানির মুদ্রাব্যবস্থা এক হতেও সময় লেগেছিল।

১৯৩৮ ক্রিস্টালাঞ্চ বা ভাঙা কাচের রাত শুরু হয় এদিন। সমগ্র জার্মানি ও অস্ট্রিয়ায় নাৎসি বাহিনী ইহুদি বিরোধী তাণ্ডব চালায়। ইহুদিদের বাড়িঘর, দোকানপাট, ধর্মস্থান, সব ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। এক রাতে মেরে ফেলা হয় কমপক্ষে ৯১ জন ইহুদিকে।

৮ নভেম্বর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২০৬০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২১২০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১১৫২০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১৪৮৬০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১৪৮৭০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৯.৭৩	৮৮.১৩
ইউরো	১০৪.১৫	১০২.০৫
পাউন্ড	১১৮.৬৬	১১৫.৮৪

নজরকাড়া ইনস্টা

অপরাজিতা আঢ্য

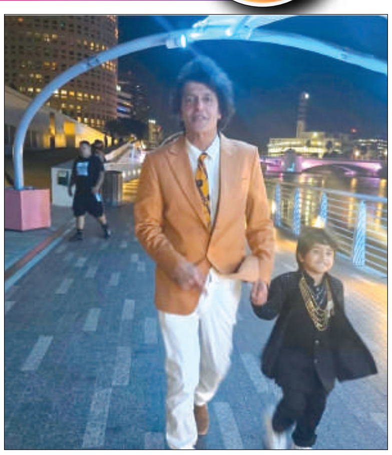

চাঙ্কী পাণ্ডে

কর্মসূচি

রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়া আশাকর্মীরাই সমাজের প্রকৃত সম্পদ, এই বার্তা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরফে রাজ্যের আশাকর্মীদের জন্য পাঠানো শুভেচ্ছাবার্তা শনিবার বড়জোড়ার আশাকর্মীদের হাতে তুলে দেন বিধায়ক অলক মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে ছিলেন বাঁকুড়া জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ, বড়জোড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি-সহ অন্যরা।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৫৫১

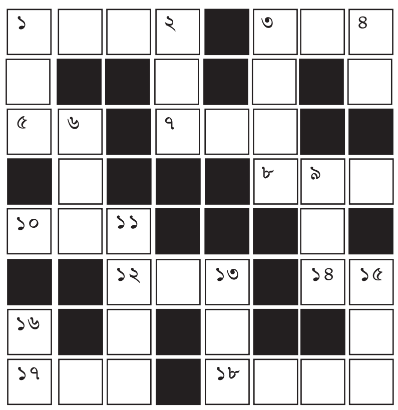

পাশাপাশি : ১. সচেতনভাবে ৩. কথন, উক্তি ৫. চিহ্ন ৭. শিব, মহাদেব ৮. বিবাহের টোপর ১০. মাগনা, নিখরচা ১২. ধূসর ১৪. শিশুর পালিকা, ধাত্রী ১৭. চৈতন্যস্বরূপ জ্ঞানময় আত্মা, ব্রহ্ম ১৮. ছোটদের গ্রামীণ খেলাবিশেষ।

উপর-নিচ : ১. প্রচুর, অত্যাধিক ২. নীহারিকাপুঞ্জ ৩. পার্থক্য, তফাত ৪. লোহার লাঠি ৬. অবস্থা, দশা ৯. অমাত্য প্রভৃতির সাধুতার পরীক্ষা ১১. অনবরত ১৩. অত্যন্ত কৃশকায় ও লাবণ্যহীন ১৫. সম্মান, কদর ১৬. তালিকা।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫৫০ : পাশাপাশি : ১. জীবিকানির্বাহ ৬.কচ ৮. মাইরি ৯. খচমচ ১০. প্রবচন ১২. আটক ১৩. শত ১৫. রথীমহারথী। **উপর-নিচ:** ২. বিহারি ৩. নির্নিমিখ ৪. হক ৫. সীমান্তপ্রদেশ ৭. চকচককরা ১১. নরোত্তম ১২. আকার ১৪. তর।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
● সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
● Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

শুক্রবার রাতে মেটিয়াবুরুজের পাহাড়পুর রোডের বাড়িতে একাকী বৃদ্ধের মুখে ঘুমের ওষুধ স্প্রে করে দুঃসাহসিক চুরি। সোনার গয়না, ঠাকুরের রুপোর মুকুট-সহ নগদ ৮০ হাজার টাকা লুঠ হয়েছে বলে অভিযোগ

বাংলা-বিদ্বেষী বিজেপিকে উৎখাতের ডাক তৃণমূলের

মানব না রবীন্দ্রনাথের অপমান

■ জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি। রবীন্দ্রনাথের ছবি হাতে বিজেপির অবমাননাকর মন্তব্যের প্রতিবাদ ডাঃ শশী পাঁজা ও বিবেক গুপ্তার। বামদিকে কবিগুরুর মূর্তিতে শ্রদ্ধা। শনিবার।

প্রতিবেদন : বিজেপির রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাংলা-বিদ্বেষ! তাই বাংলাকে কলুষিত করতে এখন বাংলার বিশ্ববন্দিত মনীষীদেরও ছাড়ছে না বিজেপি। কেন্দ্রের বাংলাবিরোধী দলের নেতা-মন্ত্রীরা এখন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কলুষিত করতে উঠেপড়ে লেগেছে। শনিবার রবি ঠাকুরের এই অপমানের প্রতিবাদে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে বিশ্বকবিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে একজোটে ক্ষোভে ফেটে পড়ল তৃণমূল কংগ্রেস। দলের তরফে কবিগুরুকে স্মরণ করে গণতান্ত্রিক পথে বাংলাবিরোধী বিজেপিকে উৎখাত করার শপথ নিলেন রাজ্যের মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা ও বিধায়ক বিবেক গুপ্তা-সহ তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা। বিজেপির এই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নোংরা রাজনীতির বিরুদ্ধে তৃণমূলের সাফ বক্তব্য, বাংলার মনীষীদের যেভাবে অনবরত অপমান করে চলেছেন বিজেপির নেতারা, আমরা তাতে ব্যথিত। কবিগুরুর এই অপমান মানবে না তৃণমূল! মেনে নেবে না বাংলার মানুষও!

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে এদিন বিশ্বকবির মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে শ্রদ্ধা জানান মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা ও বিধায়ক বিবেক গুপ্ত। ডাঃ শশী পাঁজা বলেন, ভারতীয় জনতা পার্টির নেতারা যেভাবে বাংলার মনীষীদের অপমান করেছে, তাতে আমরা ব্যথিত-মর্মাহত! কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে বিজেপির নেতারা যে অবমাননাকর মন্তব্য করেছেন, তার তীব্র নিন্দা করছি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রেরণা। তাঁর নামে অবমাননাকর মন্তব্য আমরা মেনে নেব না। বিজেপি বাংলার মেরুদণ্ড ভাঙার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। তার প্রতিবাদে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে আমরা একজোট হয়েছি। ভারতবর্ষের জাতীয় সঙ্গীত লিখেছেন যে মানুষটা, যাঁর লেখা গান দুই দেশের রাষ্ট্র সঙ্গীত হয়েছে, ইংরেজদের থেকে পাওয়া নাইটহুড উপাধি যিনি জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, দেশের প্রথম নোবেলজয়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেশপ্রেম নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন বিজেপি অশিক্ষিত নেতারা! যাদের কোনও যোগ্যতা নেই, পড়াশোনা নেই; বিজেপির সেই নেতারা এখন রবি ঠাকুরকে অপমান করছে! বাংলাকে বদনাম করতে সারাদেশে একটা ন্যারেটিভ তৈরির চেষ্টা করছে। আর রবি ঠাকুরের এই অপমানের পরও বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কর্নাটকের সাংসদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নিল না। তাঁদের এই নীরবতা প্রমাণ করে, বিজেপির কাছে রবি ঠাকুরকে অপমানের অনুতাপ নেই। এটাই বিজেপির আসল চরিত্র।

ফল জানতে নয়া সাইট এসএসসি-র

প্রতিবেদন : ফলাফল দেখতে গিয়ে সমস্যার মুখে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির চাকরিপ্রার্থীরা। সমস্যার সমাধানে রাতারাতি নতুন ওয়েবসাইট খুলল স্কুল সার্ভিস কমিশন। wbsschelpdesk.com-ওয়েবসাইটে গিয়ে নিজেদের যাবতীয় নথি দিলেই বেরিয়ে আসছে ফলাফল। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের ফলাফল শুক্রবার রাতে প্রকাশ করেছে এসএসসি। কিন্তু দেখা গিয়েছে ফল দেখতে গিয়েই ওয়েবসাইট ক্র্যাশ করে গিয়েছিল। এরপরেই চিন্তায় পড়েন চাকরিপ্রার্থীরা। তবে

কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্যার সমাধান করে এসএসসি। নতুন ওয়েবসাইট খোলা হয় কমিশনের তরফে।

কমিশন জানিয়েছে, এসএসসির প্রধান কার্যালয়ে উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীদের ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন হবে। ইন্টারভিউ নেওয়া হবে এসএসসির আঞ্চলিক অফিসগুলিতে। ইন্টারভিউ পর্ব শেষ হওয়ার পর সুপারিশপত্র পাঠানো হবে মধ্যশিক্ষা পর্ষদে।

মাধ্যমিক-প্রাথমিক শিক্ষক সেলের নতুন কমিটি প্রকাশ

প্রতিবেদন : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশিকা মেনে মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষক সেলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতি এবং জেলা সভাপতিদের নামের তালিকা প্রকাশ করল অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস। পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষক সেলের রাজ্য সভাপতি হলেন প্রীতমকুমার হালদার। প্রাথমিক শিক্ষক সেলের রাজ্য সভাপতি হয়েছেন মইদুল ইসলাম মোল্লা। সেই সঙ্গে মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষক সেলের জেলা সভাপতি ও সহ-সভাপতিদের নামের তালিকাও প্রকাশ করা হয়। ঘোষণা করা হয় রাজ্য কমিটির সদস্যদের নামের তালিকাও।

■ কেন্দ্রের এসআইআর চক্রান্তের প্রতিবাদে উত্তর ২৪ পরগনার রহড়া বাজার সংযোগস্থলে অনুষ্ঠিত জনসভায় বক্তব্য রাখেন স্থানীয় বিধায়ক ও রাজ্যের মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, টাউন তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুকণ্ঠ বণিক, উত্তর পানিহাটির সভাপতি সুভাষ চক্রবর্তী ও শাখা সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

বইছে উত্তুরে হাওয়া, বাংলা জুড়ে শুরু শীতের আমেজ

প্রতিবেদন : বইতে শুরু করেছে শীতল হাওয়া, ক্রমেই বাড়বে শীতের আমেজ। ধীরে ধীরে বঙ্গে প্রবেশ করছে শীত। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানাচ্ছে, উত্তর-পশ্চিমের শীতল হাওয়া ধীরে ধীরে বইতে শুরু করেছে। শীতের আমেজ ক্রমশ বাড়বে। ইতিমধ্যেই স্বাভাবিক বা স্বাভাবিকের নিচে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। আগামী দু'-তিনদিনে আরও তিন-চার ডিগ্রি তাপমাত্রা কমতে পারে। দক্ষিণবঙ্গে আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। উত্তরের দার্জিলিং এবং কালিম্পংয়ে সামান্য বৃষ্টিপাত হতে পারে। বেশিরভাগ জেলাতেই হালকা কুয়াশা দেখা দেবে। পার্বত্য এলাকায় বাড়তে পারে কুয়াশার পরিমাণ। আপাতত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে উত্তরবঙ্গে। দক্ষিণের জেলাগুলিতে সকালের দিকে কুয়াশা থাকলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ পরিষ্কার হয়ে রোদের দেখা মিলছে। কলকাতায় ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে এবং পশ্চিমের জেলাগুলিতে ১৫ থেকে ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার নিচে নামতে পারে তাপমাত্রা।

পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে অরণ্যের পথে চলচ্চিত্রপ্রেমীরা

অংশুমান চক্রবর্তী

শনিবার ছিল ৩১তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের তৃতীয় দিন। উপচে পড়েছিল ভিড়। শো শুরুর আগে বিভিন্ন হলের বাইরে দেখা গেছে লম্বা লাইন। এইবছর পালিত হচ্ছে সলিল চৌধুরীর জন্মশতবর্ষ। তাঁকে স্মরণ করা হচ্ছে চলচ্চিত্র উৎসবে। এইদিন রবীন্দ্রসদনে প্রদর্শিত হয়েছে 'দো বিঘা জমিন'। ১৯৫৩ সালে নির্মিত বিমল রায় পরিচালিত এই ছবির গল্পের লেখক ছিলেন সলিল চৌধুরী। মিডিয়া সেন্টারে ছবিটি সম্পর্কে বহু অজানা কথা তুলে ধরেন বিমল রায়ের পুত্র জয় বিমল রায়। অন্য একটি পর্বে সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন 'বড়বাবু' ছবির পরিচালক রেশমি মিত্র, অভিনেতা সুজন নীল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। ছবিটি দেখানো হচ্ছে 'বেঙ্গলি প্যানোরামা' বিভাগে। এবারের ফোকাস পোল্যান্ড। অন্যান্য দেশের পাশাপাশি পোলিশ ছবি দেখার জন্য চোখে পড়েছে দর্শকদের উৎসাহ, উন্মাদনা। ১৯৭০ সালে মুক্তি পায় সত্যজিৎ রায়ের 'অরণ্যের দিনরাত্রি'। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, শর্মিলা ঠাকুর, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় অভিনীত সাদা-কালো ক্লাসিকটি দেখানো হয়েছে নন্দন-১ প্রেক্ষাগৃহে। প্রায় ৫৫ বছর আগের ছবিটি বড় পর্দায় এই সময়ের দর্শকরা দেখলেন আগ্রহের সঙ্গে। মুছে গেল সময়ের ব্যবধান। প্রজন্মের ব্যবধান।

একতারা মুক্তমঞ্চে জমে উঠেছিল 'সিনে আড্ডা'। বিষয় : 'সিনেমায় রোমান্টিক গান'। উপস্থিত ছিলেন কবীর সুমন, মাধুরী দে, সুজয় ভৌমিক। সঞ্চালনায় জুন মালিয়া। প্রতিদিন প্রকাশিত হচ্ছে ফেস্টিভ্যাল ডায়েরি। উৎসব প্রাঙ্গণে বিভিন্ন স্টলে বিক্রি হচ্ছে চলচ্চিত্র বিষয়ক বই। ভিড় দেখা গেছে প্রদর্শনীতে। সবমিলিয়ে উৎসব জমজমাট। আশা করা যায়, রবিবার আরও অনেক বেশি সংখ্যক চলচ্চিত্রপ্রেমী আসবেন।

■ কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব। নন্দন চত্বরে উৎসাহী মানুষের ভিড়।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সম্পাদকীয়

9 November, 2025 • Sunday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আসল কারণ

রিচা ঘোষ। বাংলার গর্বের নতুন প্রতীক। বিশ্বজয়ী। বঙ্গভূষণ। এই মুহূর্তে মেয়েদের ক্রিকেটের আইকন। বাংলা নাকি প্রতিভার জন্ম দিতে পারে না! এমন রটনা বহুদিন থেকেই ঘুরে-ফিরে আসে-যায়। এই রটনা কিছুটা তো সত্যি অবশ্যই। কিন্তু এটাও ঘটনা জাতীয় দলে খেলার জন্য যে মানসিকতা নিয়ে যে উচ্চতায় গিয়ে নিজেদের পারফর্ম করতে হয়, তা কতজন দেখাতে পেরেছেন? গোপাল বোস, সম্বরণ বন্দ্যোপাধ্যায় যদি বাংলাকে বঞ্চনার উদাহরণ হয়ে থাকে, তাহলে পঙ্কজ রায়, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, ঋদ্ধিমান সাহা, দীপ দাশগুপ্ত, অরুণ লাল, মনোজ তিওয়ারিরা সাফল্যের উদাহরণ। অন্যদিকে মেয়েদের ক্রিকেটে ঝুলন গোস্বামী, হৃষিতা বসু, তিতাস সাধু, দীপ্তি শর্মা এবং রিচা ঘোষরা যোগ্যতা প্রমাণ করেছেন। আসলে যাঁরাই জাতীয় দলে দাপিয়ে খেলেছেন তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রতিভায় উনিশ-বিশ। শচীনের মতো ক্ষণজন্মাদের বাদ দিলাম। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বলতেন, আসলে ন্যাশনাল টিমে খেলার জন্য একটা মানসিকতা তৈরি করতে হয়। সেটা হল আমিও পারি— এটা বিশ্বাস করা। আর আসল সময়ে নার্ভ ঠিক রাখা। সেটা যে সময়মতো করতে পারে তার সাফল্য অবশ্যম্ভাবী। এটাই ঘটনা। বাংলার ক্রীড়াজগৎ বিগত এক দশকে অনেকখানি বদলে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। গ্রাম থেকে শহরে মেয়েরা পাচ্ছে খেলার পরিবেশ, পরিকাঠামো এবং সেইসঙ্গে সরকারি সাহায্য। যে কারণে বদলে যাচ্ছে বাংলার ছবিটা। উঠে আসছেন রিচারা।

ওরা অযথা বিতর্ক তৈরি করতে চায়

‘বন্দে মাতরম’ বনাম ‘জনগণমন অধিনায়ক’। এমন একটা অদ্ভুত বিতর্ক তারাই সৃষ্টি করতে পারে, যারা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেয়নি। ব্রিটিশ সরকারের চাটুকারিতা করেছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এক চিঠিতে লিখেছিলেন, ‘...শুনে বিস্মিত হয়েছিলুম, সেই বিস্ময়ের সঙ্গে মনে উত্তাপেরও সঞ্চার হয়েছিল। তারই প্রবল প্রতিক্রিয়ার ধাক্কায় আমি জনগণমন অধিনায়ক গানে সেই ভারতভাগ্যবিধাতার জয় ঘোষণা করেছি, পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থায় যুগ যুগ ধাবিত যাত্রীদের যিনি চিরসারথি, যিনি জনগণের অন্তর্যামী পথপরিচায়ক সেই যুগ যুগান্তরের মানবভাগ্যরথচালক যে পঞ্চম বা ষষ্ঠ কোনও জর্জই হতে পারেন না, সে-কথা রাজভক্ত বন্ধুও অনুভব করেছিলেন।’ ১৯১১ সালে কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে এই ‘জনগণমন অধিনায়ক’ গানটি প্রথম গীত হয়। অথচ দেশের জাতীয় সঙ্গীত ‘জনগণমন’-কে টেনে এনে রবীন্দ্রনাথকে অসত্য ও কুৎসিত আক্রমণ করেছেন কর্নাটকের বিজেপি সাংসদ বিশ্বেশ্বর হেগড়ে। এই ‘অবাচীন’ সাংসদের দাবি, ব্রিটিশ রাজা পঞ্চম জর্জকে তুষ্ট করতে এই গান লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আসলে যারা মূর্খের স্বর্গে বাস করে তারা বিশ্ববরেণ্য বিশ্বকবিকেও অসম্মান করতে ছাড়ে না! সেই কারণেই হয়তো একদিকে বন্দে মাতরম বন্দনা, অন্যদিকে ‘জনগণমন’র অপমান— এটাই মোদির ভারতের নোংরামি। কিছুদিন আগেই অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা বিশ্বকবির ‘আমার সোনার বাংলা’ গানটি গাওয়ার ‘অপরাধে’ ‘রাষ্ট্রদ্রোহ’-এর মামলা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষাপটে এই গান তৈরি হয়েছিল। বিশ্বব্যাপী সব বাঙালি হৃদয়ের এই গানকে ভোট-কুড়ানোর হাতিয়ার করেছিলেন নরেন্দ্র মোদিও। ২০১৪-তে কলকাতায় ভোটের প্রচারে। আসলে অসমের মুখ্যমন্ত্রী বা কর্নাটকের বিজেপি সাংসদ যা বলছেন, তাতে বিজেপির লক্ষ্যটা পরিষ্কার। সেই লক্ষ্য হল, বিভাজন তৈরি করা। এই রাজনীতির হাত ধরেই কখনও মুসলমান, কখনও বাংলা মানেই বাংলাদেশি, কখনও পোশাক, কখনও খাদ্যাভ্যাস, কখনওবা আমিষ দোকান বন্ধের ফতোয়া জারি হচ্ছে! রবি ঠাকুরের গানকেও এই বিভাজনেরই ‘অস্ত্র’ করা হচ্ছে! ইতিহাস বলছে, আরএসএস বা বিজেপি বরাবর বাঙালিবিদ্বেষী। এই বিদ্বেষ-বিভাজনের অস্ত্রেই বাংলায় কথা বললেই পশ্চিমবঙ্গের কোনও মানুষকে ‘বেআইনি অনুপ্রবেশকারীর’ তকমা দিয়ে ওপারে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের লেখা ও-পারের জাতীয় সঙ্গীত গাইলে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে! আর এখন বন্দে মাতরমের আবেগ দিয়ে এই সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক অভিসন্ধিকে ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। এই বিজেপিকে চিনে নিন, ২৬-এর নির্বাচনে এদের কবর দিন।

— **সোমনাথ শী, সিঙ্গুর, হুগলি**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

স্বাস্থ্যক্ষেত্রে এগিয়ে বাংলা
বিজয়কেতন উড়ছে

৩৪ বছরের বাম শাসন স্বাস্থ্যক্ষেত্রে শ্মশানের চিত্র প্রদর্শন করেছিল। সেই শ্মশানের ছাই থেকে এখন বাংলা দেখছে ফিনিক্স পাখির গরিমাময় উড়ান। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে অগ্রগতির চিহ্ন শুধু মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধিতে সীমায়িত নয়। চিকিৎসা পরিষেবার বিভিন্ন সাফল্যে সেই গরিমা দ্যোতিত। লিখছেন

মৃত্যুঞ্জয় পাল

স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বাম আমলের অরাজকতা আমাদের প্রজন্মের কাছে প্রায় সর্বজ্ঞাত বিষয়। কিন্তু ৩৪ বছর বাম শাসনকালের বিভিন্ন দিকগুলো আজকের প্রজন্মের অনেকেই চাক্ষুষ করেননি। আবার অনেকের স্মৃতি থেকে সেসব কালবেলার কথা হয়তো মুছে গেছে। আর এই সময় ও প্রজন্মের অন্তঃপাতী ব্যবধানকে ব্যবহার করে আপন কুকর্মকে সোনালি বুননে আবৃত করার অবিরাম চেষ্টা যখন চলছে, তখন সেই অন্তরালবর্তী কলঙ্ককে মানুষের চৈতন্যগোচরে আনা আমাদের অন্যতম দায়িত্ব। তবে শুধু সমালোচনা করলাম আর আমরা আমাদের শাসনকালে কোনও কাজ করলাম না, এমনটা হলে আমরা এগোতেই পারব না।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মা মাটি মানুষের সরকারের শাসনকালের ১৪ বছরে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে যে বিপুল অগ্রগতি হয়েছে আজকে তার সামান্য কয়েকটা দিক উল্লেখ করার চেষ্টা করছি, কারণ সীমিত আয়তনে এই সরকারের বিপুল কর্মযজ্ঞের সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরা অসম্ভব।

প্রথমেই আসি মেডিক্যাল কলেজগুলোতে কারণ আগামীর ডাক্তার তৈরি হয় মেডিক্যাল কলেজগুলোতেই। ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গে মেডিক্যাল কলেজে আসন ছাত্র আসন সংখ্যা ছিল মাত্র ১৩৫৫। সেটাই আমাদের সরকারের শাসনকালে ২৬টি সরকারি মেডিক্যাল কলেজে আসন সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪০৬০। তার মানে প্রত্যেক বছর বাম আমলের চাইতে ২৭০৫ জন বেশি ডাক্তার তৈরি হচ্ছে এই পশ্চিমবঙ্গে। সরকারি মেডিক্যাল কলেজে এখন প্রত্যেক বছর পিজিটি আসন ১৭৯১। ভারতের স্বাধীনতার পরে ৬৪ বছর ধরে এই পশ্চিমবঙ্গে পূর্ববর্তী সমস্ত সরকার মিলে যত মেডিক্যাল আসন তৈরি করতে পেরেছিল আমাদের সরকার ১১ বছরের তার চাইতে বেশি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে।

এবার আসি সদ্যোজাত ও শিশুদের চিকিৎসার বিষয়ে। একটা জাতির ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করতে গেলে শক্তিশালী করতে গেলে সবার আগে শিশুদের স্বাস্থ্যের দিকে সবচাইতে বেশি দায়িত্বশীল হতে হবে। এই সরকারের আমলে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব হচ্ছে ৯৯.৫% যেটা আগের সরকারের আমলে ছিল মাত্র ৬৮%।

জন্ম নেওয়া প্রত্যেকটি হাজার জীবিত শিশুর মধ্যে ৩২ জন মারা যেত ২০১১ সালে। সেটি কমে এখন ১৭। সদ্যোজাতকের ক্ষেত্রে সেটি আগে ছিল ২২ আর এখন ১৪। বাম আমলে ‘মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাব’-এর সংখ্যা ছিল সিপিএমের আসন সংখ্যার মতো শূন্য। এখন সেই সংখ্যা ১৭।

এছাড়াও নতুন করে গড়ে তোলা হয়েছে ১২টি নিয়োনেটাল কেয়ার ইউনিট, ২১টি পেডিয়াট্রিক ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট, ৭১টি সিক-নিয়োনেটাল কেয়ার ইউনিট এবং ২৮৬টি সিক-নিয়োনেটাল স্টেবিলাইজেশন ইউনিট।

শিশুসাথী প্রকল্পের মাধ্যমে এই রাজ্যের বড় বড় বেসরকারি হাসপাতালেও জন্মগত হৃদরোগ থেকে বিভিন্ন ধরনের গুরুতর রোগের চিকিৎসা হচ্ছে। এতেই বোঝা যায় যে এই সরকারের কাছে শিশুদের স্বাস্থ্য কতটা অগ্রাধিকার পায়।

পশ্চিমবঙ্গে সরকারি রোগীদের আসন সংখ্যা ৯০ হাজারের বেশি, বাম আমলের প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। একাধিক জটিল রোগের অপারেশন এখন সরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলোতেও হচ্ছে। শুধু বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া নয় একাধিক দামি দামি ওষুধ সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে।

তাই বামমনস্ক একজন চিকিৎসক যখন সিপিএমের মুখপাত্র এই পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে বলে ধ্বংসস্তূপের উপরে দাঁড়িয়ে তার উত্তর দিতে হয় বইকি। সিপিএমের রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ চন্দ্রকলা পাণ্ডে যখন ড্রাগ রেজিস্টেন্স টিবি নিয়ে অসহায় তখন এই বিচিত্রবীর্য গোস্বামী বা তার দল পাশে দাঁড়ায় না। সারা জীবন সিপিএম করা এই বৃদ্ধ মানুষটিরও ভরসা এই সরকারের আমলে টিবির নোডাল সেন্টারের মর্যাদা পাওয়া আরজিকর মেডিক্যাল কলেজ।

গত সপ্তাহেই কাওয়াসাকি (Kawasaki) রোগে আক্রান্ত এক সদ্যোজাত শিশুকে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করাই। এই রোগের জন্য যে ইঞ্জেকশন ব্যবহার করতে হয় তা অত্যন্ত দামি এবং রোগীর পরিবারের ক্রয় করার ক্ষমতাও ছিল না। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ সম্পূর্ণ চিকিৎসা বিনামূল্যে হয়। এখন সে শিশুটি সুস্থ হয়ে বাড়িতে।

ক্যানসারে আক্রান্ত পূর্ব বর্ধমানের মুক্তার খানের জিভ বাদ দিতে হয়েছিল। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্লাস্টিক সার্জন ডাঃ প্রবীরকুমার জশের নেতৃত্বে সফলভাবে তাঁর নকল জিভ প্রতিস্থাপন হয়েছে।

গত সপ্তাহে পশ্চিমবঙ্গে প্রথমবারের মতো এনআরএস হাসপাতালে সফল হয়েছে ‘হোল লাং ল্যাভেজ’ অস্ত্রোপচার। এই অস্ত্রোপচার করা হয় ফুসফুস জনিত একটি বিরল ও জটিল রোগ Pulmonary Alevolar Proteinosis (PAP) এর চিকিৎসায়। এসএসকেএম হাসপাতালে একাধিক রোগীর হার্ট, লিভারের মতো গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ প্রতিস্থাপন হয়েছে সফলভাবে।

সম্প্রতি অসংক্রামক রোগ সংক্রান্ত বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে বিবেচিত হার্ভার্ড মেডিক্যাল স্কুলের সহযোগী অধ্যাপক জেন বাখম্যান আমাদের এসএসকেএম হাসপাতাল পরিদর্শন করেছেন এবং টাইপ ১ ডায়াবেটিস মোকাবিলায় ‘বাংলা মডেল’-এর জন্য সরকারের নেওয়া এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন, কারণ এটি দেশের মধ্যে প্রথম রাজ্য-চালিত কর্মসূচি। এভাবেই বাংলার স্বাস্থ্যব্যবস্থা আজ বিশ্বব্যাপী বন্দিত এবং অভিনন্দিত হয়ে চলেছে।

তবে রাতারাতি পরিবর্তন সম্ভব হয়নি। এর পিছনে রয়েছে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা। বাম আমলের থেকে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বাজেটে অর্থ বরাদ্দ বেড়েছে প্রায় পাঁচগুণ। ২০২৫-২৬ সালে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বাজেট ২১৯৩৮.৫২ কোটি। প্রবল ঋণের বোঝা, সরকারি হাসপাতালে দালালরাজ, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং সর্বোপরি ডাঃ বিচিত্রবীর্যের মতো আরও অসংখ্য মানুষের অসহযোগী, অসূয়াপরায়ণ মনোভাবের ধ্বংসস্তূপের মধ্য দিয়েই রাজ্যে কোমায় চলে যাওয়া স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ধীরে ধীরে সুস্থ করে তোলার যে কাজ তার সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, আগের সময়ের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনার পূর্ণরূপ প্রকাশিত হলে তা হবে রূপকথার গল্পের মতোই অসাধ্যসাধনের এক বিস্ময়কর অধ্যায়।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সুন্দরবনের জাল পাসপোর্ট-কাণ্ডে গাইঘাটা থেকে গ্রেফতার চক্রের মূল পান্ডা। ধৃতের নাম চিরঞ্জিত ঘোষ। তার বাড়ি থেকে বাজেয়াপ্ত হয়েছে একাধিক পাসপোর্ট, মোবাইল ফোন, কম্পিউটার ও নথিপত্র

বাংলার বাড়ি : জেলা প্রশাসনকে নজরদারির নির্দেশ মুখ্যসচিবের

প্রতিবেদন : প্রথম দফার টাকা পাওয়ার পরও কেন বাংলার বাড়ি প্রকল্পের কাজ শুরু করেননি বহু উপভোক্তা— তা নিয়ে কড়া নজরদারি শুরু করল নবান্ন। মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ এই মর্মে জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছে, যাঁরা টাকা পেয়েও কাজ শুরু করেননি, তাঁদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে কারণ জানতে হবে। সেই বিস্তারিত রিপোর্ট পাঠাতে হবে নবান্নে।

চার জেলার পারফরম্যান্সে বিশেষ অসন্তুষ্ট মুখ্যসচিব। নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, বাড়ি নির্মাণের অগ্রগতি নিয়ে প্রতি সপ্তাহে রিপোর্ট জমা দিতে হবে। এখনও পর্যন্ত রাজ্যে প্রায় ৩ লক্ষ ৭০ হাজার বাড়ি নির্মাণের কাজ অসম্পূর্ণ রয়েছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, অসম্পূর্ণ বাড়ির মধ্যে উত্তর ২৪ পরগনায় ৪৭ হাজার, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ৪৬ হাজার, মুর্শিদাবাদে ৩৯ হাজার এবং কোচবিহারে ২৯ হাজার বাড়ি রয়েছে। ডিসেম্বর থেকে বাংলার বাড়ি প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের অর্থ বিতরণের পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য সরকার। তবে তার আগে প্রথম পর্যায়ের কাজ সম্পূর্ণ করা এখন প্রশাসনের অগ্রাধিকার।

নবান্ন সূত্রে জানানো হয়েছে, রাজ্যের প্রায় ৬৯ শতাংশ উপভোক্তা ইতিমধ্যেই বাড়ি নির্মাণের কাজ শেষ করেছেন। বাকি উপভোক্তাদের ক্ষেত্রে দ্রুত পদক্ষেপের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে জেলা প্রশাসনকে। উল্লেখ্য, ২০১৪ সালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পের সূচনা করেন। গ্রামীণ দরিদ্র ও গৃহহীন পরিবারের জন্য বিনামূল্যে আবাসনের ব্যবস্থা করাই এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। কেন্দ্র প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় অর্থ বরাদ্দ বন্ধ করার পর রাজ্য সরকার নিজস্ব তহবিল থেকে এই প্রকল্পের মাধ্যমে অর্থ প্রদান শুরু করে।

■ রাস উৎসব চলাকালীন উত্তর ২৪ পরগনার খড়দহের শ্যামসুন্দর জিউ রাসমঞ্চ থেকে বিশাল শোভাযাত্রা। নগর কীর্তনে অংশ নেন মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়-সহ অগণিত ভক্তবৃন্দ। শনিবার।

■ বারুইপুর রায়চৌধুরী পরিবারে ৩০০ বছরের রাস উপলক্ষে রাজধানীর সার্কাস উদ্বোধনে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। ছিলেন জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ জয়ন্ত ভদ্র, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কানন দাস, রায়চৌধুরী পরিবারের দুই সদস্য অমিয়কৃষ্ণ রায়চৌধুরী ও শক্তি রায়চৌধুরী, পুরপ্রধান গৌতম দাস-সহ অন্যরা।

বিএলও বিপাকে বিজেপি কর্মী

সংবাদদাতা, মহেশতলা : জালিয়াতি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ল বিজেপি কর্মী। নিজেকে বিএলও হিসেবে পরিচয় দিয়ে বিপাকে মহেশতলার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের ১০৪ নম্বর বুথের বিজেপি কর্মী সুপ্রিয়া মণ্ডল। প্রতিবেশী সীমা দাসের সঙ্গে তার বাগবিতণ্ডা হয়। এরপরেই বিজেপির কর্মী সুপ্রিয়া মণ্ডল নিজেকে ১০৩ নম্বরের বুথ সভাপতি বলে প্রচার করে। কখনও বিএলও, আবার নিজেকে বিএলএ-টু বলেও দাবি করে। সুপ্রিয়া মণ্ডল রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্য প্রতিবেশীর সাথে ঝগড়া করে সেটাকে এসআইআরের দিকে নিয়ে যায় এবং অভিযোগ করে তৃণমূলের কর্মী তাকে হেনস্থা করছে। ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের আসল বিএলও অভিষেক মণ্ডল জানান, বিএলও হিসেবে সুপ্রিয়া মণ্ডল বলে কোনও নাম নেই লিস্টে। ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সোমা বেরা জানান, এই ঘটনা পারিবারিক বিবাদ, এর সঙ্গে এসআইআরের কোনও সম্পর্ক নেই।

দায় নিতে হবে বিজেপিকে : পার্থ

সংবাদদাতা, পানিহাটি : এসআইআর আতঙ্কে বাংলায় যাঁরা প্রাণ হারাচ্ছেন এর দায় শুভেন্দু অধিকারীকে নিতে হবে, বিজেপিকে নিতে হবে, বিজেপির শাখা সংগঠন নির্বাচন কমিশনকে নিতে হবে। শনিবার সন্ধ্যায় পানিহাটিতে মৃত প্রদীপ করের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এমনই মন্তব্য করেন বারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিক।

এদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে প্রদীপ করের বাড়িতে যান সাংসদ পার্থ ভৌমিক, সাংসদ সামিরুল ইসলাম, বিধায়ক নির্মল ঘোষ, তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য-সহ অন্যান্যরা। সম্প্রতি এসআইআর শুরুর পর রাজ্যে প্রথম আত্মহত্যা করেন এই প্রদীপ কর। তিনি আত্মহত্যার আগে সুইসাইড নোটে লিখে যান এনআরসি আতঙ্কের কথা।

ইতিমধ্যেই পরিবারের সঙ্গে দেখা করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তারই নির্দেশে এদিন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন পার্থ ভৌমিক। তিনি বলেন, শুভেন্দু অধিকারী তাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে বলেছিল বাংলায় বহু রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশি মুসলিম আছে। এসআইআর হলে ১ কোটির উপরে ভোটারের নাম বাদ যাবে। এসআইআর শুরু হতেই বহু হিন্দু আত্মহত্যা করেছেন। হিন্দু, মতুয়াদের নাম বাদ যাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বিজেপি শুভেন্দুর ভাঁওতা বুঝতে পারছে তাই শুভেন্দু এখন তৃণমূল এসআইআর চাইছে বলে নিজেরা পার পেতে চাইছে। তা হবে না, এই মৃত্যুর ও মানুষের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি করার কৈফিয়ত দিতে হবে।

■ এসআইআর নিয়ে মানুষকে বোঝাচ্ছেন মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা। রয়েছেন পার্থ ভৌমিক, সামিরুল ইসলাম। বারাকপুরে ৮ নং ওয়ার্ডে শনিবার।

বন্ধ সেতু

প্রতিবেদন : রবিবার ফের সংস্কার ও মেরামতির কাজ চলবে দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে। তার জন্য আজ কার্যত সারাদিনই বন্ধ থাকবে কলকাতা ও হাওড়ার সংযোগকারী এই গুরুত্বপূর্ণ সেতুর যান চলাচল। কলকাতা পুলিশের তরফে বিজ্ঞপ্তি মারফত জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, রবিবার ভোর ৫টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত অর্থাৎ ১৫ ঘণ্টা বিদ্যাসাগর সেতুতে যান চলাচল সম্পূর্ণভাবে বন্ধ থাকবে। ওই সময়ে বিকল্প কোন পথে যান চলাচল করবে, তাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বিজেপি আতঙ্ক ছড়ানোতেই আত্মহত্যা, বিস্ফোরক শশী

সংবাদদাতা, টিটাগড় : এসআইআরের আতঙ্কেই মৃত্যু মিছিল শুরু হয়েছে। আর এতে উসকানি দিচ্ছে বিজেপি। তারা আতঙ্ক তৈরি করাতেই এমন আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে সাধারণ মানুষ। এই দায় বিজেপিকেই নিতে হবে। শনিবার বিকেলে বারাকপুর পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কে জি স্কুল রোডে মৃত কাকলি সরকারের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এমনই মন্তব্য করেন রাজ্যের নারী ও পরিবার কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী শশী পাঁজা। কয়েকদিন আগে এসআইআর আতঙ্কে আত্মহত্যা করেছিলেন কাকলি সরকার। এদিন তাঁর বাড়িতে যান মন্ত্রী শশী পাঁজা। সঙ্গে ছিলেন বিধায়ক রাজ চক্রবর্তী, বারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিক, বারাকপুর পুরসভার চেয়ারম্যান উত্তম দাস-সহ অন্যরা। এদিন মৃতের পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন শশী পাঁজা। তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন মন্ত্রী। শশী পাঁজা বলেন, এই মৃত্যু নিয়েও বিজেপি বিতর্ক ছড়াচ্ছে। আসলে বিজেপির মানবিকতা বলে কিছু নেই, তাই মৃত্যু নিয়েও বিতর্ক করছে। তিনি আরও বলেন, বিজেপি চাইছে অল্প সময়ের মধ্যে এসআইআর করে কিছু নাম বাদ দিতে। ভোট এগিয়ে আসছে সময় কম পাওয়া যাবে। আমরা ভোটার লিস্ট ঠিক করতে হবে বলে ছোটাছুটি করব। সেই ফাঁকে ওরা নাম বাদ দিয়েই ভোট করে নেবে। ওরা চালাকি করতে চাইছে। তবে বাংলার মানুষ সব আটকে দেবে। তিনি আরও বলেন, আমরা, তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা যাতে কোনও সমস্যা না হয় সেদিকে নজর রাখব। আপনারা কেউ আতঙ্কিত হবেন না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সকলের পাশে আছেন। মেয়েরা পড়াশোনা করুক, ভাল থাকুক। যা যা খরচ দরকার, আমরা দিয়ে গেলাম।

জিটিএ-র সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি নেই প্রার্থনা সঙ্গীত নিয়ে মন্তব্য ব্রাত্যর

প্রতিবেদন : বাংলার কৃষ্টি-সংস্কৃতি বজায় রাখতে প্রতিটি স্কুলে প্রার্থনা সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'বাংলার মাটি বাংলার জল' গাওয়া বাধ্যতামূলক করেছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। তবে এই নির্দেশ জিটিএ সরকার মানতে নারাজ বলে জানিয়েছিল। যদিও এই বিষয়টি পুরো গুজব বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। স্পষ্ট করে দিয়েছেন এই নিয়ে কোনওরকম মতবিরোধ বা ভুল-বোঝাবুঝি নেই। এই সবকিছুর মধ্যে স্থানীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির গুরুত্বকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত বলেও মত শিক্ষামন্ত্রীর।

জিটিএ-র সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোনওরকম মতবিরোধ নেই, এই কথা স্পষ্ট করে দিয়ে শনিবার শিক্ষামন্ত্রী জানান, স্কুলগুলিতে সকালের প্রার্থনার সময় রাজ্য সঙ্গীত গাওয়ার বিষয়ে জিটিএ কর্তৃপক্ষ তাদের মতামত প্রকাশ করেছে। বিষয়টি নিয়ে জিটিএ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। তারা একটি পরামর্শ দিয়েছে যাতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, স্কুলগুলিতে সকালের প্রার্থনা পরিচালনার সময়, স্থানীয় ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির গুরুত্বও বিবেচনা করা উচিত। এখানে কোনও ভুল বোঝাবুঝি নেই।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সুন্দরবনে জাল পাসপোর্ট-কাণ্ডে গাইঘাটা থেকে গ্রেফতার চক্রের মূল পান্ডা। ধৃতের নাম চিরঞ্জিত ঘোষ। বাজেয়াপ্ত একাধিক পাসপোর্ট, মোবাইল, কম্পিউটার ও নথিপত্র

শহরে আরও লিফটিং স্টেশনের পরিকল্পনা পুরসভার

৫০০ মিমি বৃষ্টিতেও জমবে না জল

প্রতিবেদন : আগামী বছর বর্ষার মরশুম আসার আগেই শহর কলকাতার জলনিকাশির সমস্যা পুরোপুরি দূর করতে বিশেষ পরিকল্পনা নিয়েছে কলকাতা পুরসভা। গঙ্গা কিংবা বিদ্যাধরীতে জোয়ারের জন্য লকগেট বন্ধ থাকলেও যাতে শহরে জমা জল দ্রুত নামিয়ে দেওয়া যায়, তার জন্য এবার একাধিক লিফটিং পাম্পিং স্টেশন তৈরির কাজ শুরু করেছে পুরসভার নিকাশি বিভাগ। লকগেট বন্ধ থাকলেও লিফটিং পাম্পিং স্টেশনের সাহায্যে জমা জল তুলে ফেলা হবে নদীতে। বর্তমানে কলকাতায় ৬টি লিফটিং স্টেশন রয়েছে। এবার আরও ৬টি লিফটিং স্টেশন তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। জলসমস্যার দূরীকরণে একযোগে কাজের সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুরসভা ও সেচ দফতর। নিকাশি বিভাগের মেয়র পারিষদ তারক সিং জানিয়েছেন, এই নতুন লিফটিং পাম্পিং স্টেশনগুলি তৈরি হলে কলকাতায় বৃষ্টির জমা জল আরও দ্রুত সরবে। ৩৩০ কেন, ভবিষ্যতে ৫০০ মিমি

বৃষ্টিতেও শহরে ৯৫ শতাংশ ক্ষেত্রে আর জল জমবে না! ইতিমধ্যেই আমাদের এই পরিকল্পনায় অনুমোদন দিয়েছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম।গত ২৩ সেপ্টেম্বর একরাতের রেকর্ডভাঙা ৩০০ মিমি বৃষ্টিতে জল জমেছিল শহরের রাস্তাঘাটে। বিশেষ করে ওই রাতে জোয়ারের জন্য গঙ্গা ও বিদ্যাধরীতে লকগেট বন্ধ থাকার কারণে দ্রুত জল নামাতে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল পুরসভা। তাও ৮-১০ ঘণ্টার মধ্যেই শহরের প্রায় ৮০ শতাংশ জলই সরিয়ে ফেলেছিল নিকাশি বিভাগ। কিন্তু লকগেট বন্ধ থাকায় জল সরাতে যেভাবে বেগ পেতে হয়েছিল, সেই সমস্যার সমাধানেই এবার লিফটিং পাম্পিং স্টেশনের পরিকল্পনা নিয়েছে পুরসভা। নিকাশি বিভাগ সূত্রে খবর, গঙ্গায় এখন লকগেট রয়েছে ২১টি। তার মধ্যে ছ'জায়গায় লিফটিং স্টেশন করা হয়েছে— নিমতলা ঘাটে একটি, ১১৭ নং ওয়ার্ডের ক্যানেল রোডে একটি এবং কুঁদঘাটে ৪টি। এবার চড়িয়াল খাল, সুতি, বিদ্যাধরী, বাগজোলা, টালি নালা আর বোট ক্যানেলের ক্রসিংয়ে নতুন করে লিফটিং পাম্পিং স্টেশন নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। মেয়র পারিষদ তারক সিং আরও জানিয়েছেন, ইতিমধ্যেই সেচ দফতরের সঙ্গে আমাদের বৈঠক হয়েছে। আরও কোথায় কোথায় লিফটিং স্টেশন করা সম্ভব, তার জন্য এখনও সমীক্ষা চলছে। এ-সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য হাতে এলে কাজ শুরু হবে।

■ ডোমজুড় কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের ওয়ার রুমে সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ, ডোমজুড় কেন্দ্র তৃণমূলের সভাপতি তাপস মাইতি, ডোমজুড় কেন্দ্র যুব তৃণমূলের সভাপতি নুরাজ মোল্লা প্রমুখ।

■ এসআইআর আতঙ্কে হুগলি জেলার ডানকুনিতে মৃত্যু হয় হাসিনা বেগমের। শনিবার তাঁর বাড়িতে আসে তৃণমূলের প্রতিনিধি দল। প্রতিনিধি দলে ছিলেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, সুদীপ রাহা, সুবীর মুখোপাধ্যায়-সহ তৃণমূলের অন্যান্য নেতৃত্ব। এদিন তৃণমূলের পক্ষ থেকে ওই পরিবারের হাতে তিন লক্ষ টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়। আশ্বাস দেওয়া হয় পরিবারের পাশে থাকার।

ঐক্যের সুরেই বাঁধা রিষড়া

সংবাদদাতা, রিষড়া : রামনবমী থেকে জগদ্ধাত্রী ধর্মের ভিন্নতায় নয়, ঐক্যের সুরেই বাঁধা রিষড়া। সারা বছর জুড়ে যে শহর উৎসবে মেতে থাকে সেই উৎসবেরই পরিণতি সম্মান ও পুরস্কার প্রদান

করা হল শনিবার। বহুমাত্রিক উৎসবের পুরস্কার বিতরণ ও সম্মাননা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের রিষড়া থানার উদ্যোগে। উপস্থিত ছিলেন কমিশনার অমিত পি জাভালগি, ডিসিপি শ্রীরামপুর অর্ণব বিশ্বাস, এসিপি শুভঙ্কর সরকার, আলি রেজা, জি অরবিন্দ, সিআই প্রবীর দত্ত, পুরপ্রধান বিজয় সাগর মিশ্র, জাহিদ হাসান খান প্রমুখ। রামনবমীর শোভাযাত্রা দিয়ে হয় উৎসবের সূচনা, এরপর মহরম, দুর্গাপুজো, ছটপূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা একের পর এক ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব মিলিয়ে রিষড়া হয়ে ওঠে ঐক্যের প্রতীক। এদিন উৎসবের সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ আয়োজনের নেপথ্যে যাঁদের অবদান অনস্বীকার্য, তাঁদের সম্মান জানাতেই এই আয়োজন।

বিনা রক্তপাতে ক্যান্ডির পেট থেকে বের হল গাড়ির চাবি

প্রতিবেদন : আড়াই বছরের ল্যা ব্রাডর ক্যান্ডি। খেলার ছলে হয়তো 'ক্যান্ডি' ভেবেই গিলে নিয়েছিল গাড়ির চাবি। চিন্তায় ছিলেন অভিভাবকরা। অস্ত্রোপচার করতে গেলে দুরন্ত ক্যান্ডিকে তো সামলানোই দুষ্কর হবে! শেষে পরিবারের দুশ্চিন্তা দূর করে কোনওরকম কাটাছেঁড়া ছাড়া বিনা রক্তপাতে এন্ডোস্কপি করে ক্যান্ডির পেট থেকে সেই চাবি বের করে আনল প্রতীপ চক্রবর্তীর অ্যানিম্যাল হেলথ প্যাথলজিক্যাল ল্যাব। সংস্থার দাবি, অস্ত্রোপচার ছাড়া এইভাবে এন্ডোস্কপির মাধ্যমে চারপেয়েদের শরীর থেকে 'ফরেন বডি' বের করার এই ব্যবস্থা পূর্ব ভারতে কোথাও নেই।

■ উলুবেড়িয়ার খলিসানি মালপাড়ায় এসআইআর আতঙ্কে মৃত যুবক জাহির মালের বাড়িতে তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী, পূর্ত ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি মন্ত্রী পুলক রায়-সহ দলীয় নেতৃত্ব। জাহিরের শোকস্তব্ধ পরিবারের পাশে থাকারও আশ্বাস দেন তাঁরা।

বিজেপি-রাজ্যে বাংলার শ্রমিকের রহস্যমৃত্যু

সংবাদদাতা, হাওড়া : ডবল ইঞ্জিন সরকারের রাজ্যে যে বাঙালি শ্রমিকদের জীবনের কোনও দাম নেই সেই বিষয়টি আরও একবার স্পষ্ট হল। ছত্তিশগড়ে বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকের রহস্যমৃত্যু। পরিবারের দাবি, বাংলা বলার জন্যই বাংলাদেশি তকমা দিয়ে পিটিয়ে মারা হয়েছে তাঁকে। ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন এলাকার বিধায়ক ডাঃ নির্মল মাজি।

পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতের নাম বিদ্যুৎ বেরা(৪০)। আমতার গাজিপুরে বাড়ি। ৮ মাস আগে ছত্তিশগড়ের বিলাসপুরের কারাঞ্জিয়ায় কাঠের কাজ করতে গিয়েছিলেন বিদ্যুৎ। বাড়ির লোকেরা

বাংলায় কথা বলায় পিটিয়ে খুন, অভিযোগ

■ চোখের জলে শেষ বিদায়। রয়েছেন বিধায়ক ডাঃ নির্মল মাজি।

জানান, পুজোর পর থেকে বিদ্যুৎ বলতেন ওখানে খুবই আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে। বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্য তাঁর সেখানে ভীষণই সমস্যা হচ্ছে। এরই মধ্যে কালীপুজোর পর থেকে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ফোনেও আর যোগাযোগ হয়নি। এর মধ্যে গত রবিবার সোশ্যাল মাধ্যম মারফৎ জানা যায় বিদ্যুতের দেহ সেখানে রাস্তার ধারে পড়ে রয়েছে। সারা শরীরে আঘাতের চিহ্ন। একথা জানতে পেরেই বাড়ির লোকেরা এলাকার বিধায়ক ডাঃ নির্মল মাজির দ্বারস্থ হন। তিনি তৎক্ষণাৎ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিষয়টি জানান। এরপর মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে দ্রুত পদক্ষেপ নেয় প্রশাসন। বাড়ির দুজন সদস্য রাজ্য সরকারের সহায়তায় দ্রুত সেখানে যান। শনিবার সড়ক পথে বিদ্যুতের দেহ আমতায় নিয়ে আসা হয়। নির্মল মাজি বলেন, বিদ্যুতের পরিবারের পাশে আমরা সবসময় আছি। বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাংলায় কথা বলার দায়ে প্রাণ গেল বিদ্যুতের। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে তাঁর দেহ দ্রুত ফিরিয়ে আনা সম্ভব হল।

■ এসআইআর আতঙ্কে আত্মঘাতী হন হুগলির শেওড়াফুলির বিতি দাস। শনিবার গড়বাগান যৌনপল্লির বাড়িতে যায় তৃণমূল প্রতিনিধি দল। সেই দলে ছিলেন জয়া দত্ত, অরিন্দম গুঁই, প্রিয়াঙ্কা অধিকারী, পিন্টু মাহাতরা।

ভাইয়ের কাছে থেকে বারবার চেয়েও মোটরবাইক পাওয়া যায়নি, এই রাগে দাদা গুলি চালিয়ে দিল। আহত ভাই হাসপাতালে। পুরাতন মালদহের ঘটনা। ঘটনার পরই উধাও অভিযুক্ত দাদা মদন দত্ত

এসআইআর আতঙ্কে মৃত নরেন্দ্রনাথের বাড়িতে মহুয়া

প্রয়াত নরেন্দ্রনাথ রায়ের বাড়িতে তৃণমূল নেত্রী মহুয়া গোপ ও দলের কর্মীরা।

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : এসআইআর আতঙ্কে মৃত নরেন্দ্রনাথ রায়ের দেহ বাড়িতে আসতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবার ও গোটা গ্রাম। জলপাইগুড়ি জেলার সদর ব্লকের অন্তর্গত খরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের জগন্নাথ কলোনির বাসিন্দা নরেন্দ্রনাথ রায় (৬০) এসআইআর আতঙ্কে আত্মহত্যা করেন। ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় তাঁর নাম থাকলেও তাঁর স্ত্রীর নাম নেই। তা নিয়ে দুশ্চিন্তাতেই শেষমেশ আত্মহত্যার পথ বেছে নেন। আজ নরেন্দ্রনাথের বাড়িতে পৌঁছে তাঁর পরিবারের সদস্যদের পাশে দাঁড়ান জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল সভানেত্রী মহুয়া গোপ। নরেন্দ্রনাথের মরদেহে সর্বভারতীয় তৃণমূল সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাঠানো সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

জলঢাকা রেলসেতু সম্প্রসারণ ও বাঁধনির্মাণের জন্য রেলকে চিঠি

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : রেলের উদাসীনতায় ময়নাগুড়ির মানুষ তিতিবিরক্ত। জলঢাকা নদীর উপর অপরিসর সেতুতে যান-চলাচলে সমস্যায় তাঁরা নাকাল হন। পাশাপাশি রেলসেতুর লাগোয় বাঁধ মেরামত না হওয়ায় অতিবৃষ্টিতে চরম দুর্ভোগে পড়তে হয় সবাইকে। এই সব কারণেই বন্যাকবলিত এলাকায় জলঢাকা নদীর ওপর রেলসেতুর সম্প্রসারণ, রেলসেতু সংলগ্ন এলাকায় বাঁধনির্মাণ-সহ বিভিন্ন দাবি নিয়ে ময়নাগুড়ি রেল স্টেশন মাস্টারের মাধ্যমে রেলের ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ারের কাছে দাবিপত্র পাঠালেন বন্যাকবলিত ধূপগুড়ি এলাকার মানুষ। ৫ অক্টোবর জলঢাকা নদীর বন্যায় বানভাসি হয়েছিল ময়নাগুড়ি ও ধূপগুড়ি ব্লকের একাধিক জায়গা।

স্মারকলিপি হাতে স্টেশনে ময়নাগুড়ির বাসিন্দারা।

ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল নিউ জলপাইগুড়ি-গুয়াহাটি রেলপথে জলঢাকা রেলসেতু। এলাকার বন্যাবিধ্বস্ত এলাকার মানুষদের বক্তব্য, জলঢাকা রেলসেতু সংলগ্ন রেলের জমিতে জলঢাকা নদীর বাঁধ এখনও মেরামত হয়নি। সেই বাঁধ মেরামতের দাবি-সহ জলঢাকা রেলসেতুর সম্প্রসারণের দাবি জানানো হয়েছে। বন্যাকবলিত এলাকার বাসিন্দা সুশীল নাগ বলেন, অবিলম্বে বাঁধ মেরামত প্রয়োজন। সে কারণেই রেলের কাছে দাবিপত্র দেওয়া হল।

শংসাপত্র চাইতেই মৃতার বাড়ির লোক বেপাত্তা

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : বিজেপির অপপ্রচারের জেরে এসআইআর নিয়ে অহেতুক আতঙ্ক তৈরি হচ্ছে রাজ্য জুড়ে। আর সেই আতঙ্কে ইতিমধ্যেই প্রাণ গিয়েছে বেশ কয়েকজনের। ঠিক সেই সময় আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের একটি ঘটনায় চাঞ্চল্য জেলা জুড়ে। গত ৫ নভেম্বর সকালে হৃদরোগের সমস্যা নিয়ে সনজিদা বিবি নামক এক রোগীকে জেলা হাসপাতালে ভর্তি করে তাঁর পরিবার। রোগীর অবস্থা সংকটজনক থাকায় তাঁকে সিসিইউতে রাখা হয়। ৬ তারিখ সন্ধ্যায় মৃত্যু হয় ওই রোগীর। এরপর পরিবারের লোকজনকে ডেকে মৃত্যুর শংসাপত্রের জন্য আধার কার্ড বা ভোটার কার্ড জাতীয় সচিত্র পরিচয়পত্র হাসপাতালের তরফে আনবার জন্য বলা হয় পরিবারকে। পরিবারের এক ব্যক্তি জাভেদ আলি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে জানান, তাঁরা বাড়ি গিয়ে কাগজপত্র নিয়ে আসছেন। কিন্তু তার পরেই, যে মোবাইল নম্বরটি হাসপাতালে দেওয়া হয়েছিল, সেটি সুইচ অফ হয়ে যায়। পরদিন সকালে ফের হাসপাতালের তরফে ফোন করা হলে জাভেদ আলি জানান, তাঁরা মৃতদেহ নিতে পারবেন না। এই কথার পরেই তাঁর মোবাইল বন্ধ হয়ে যায়। জানা গিয়েছে, এসআইআরের ভয়ে ওরা সনজিদা বিবির মৃতদেহ হাসপাতালে ফেলে পালিয়েছে। ভর্তির সময় যে ঠিকানা দিয়েছিল, সম্ভবত সেটিও ভুয়ো। এই মুহূর্তে সনজিদার পরিবারকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। হাসপাতাল সুপার জানিয়েছেন, মৃতার সচিত্র পরিচয়পত্র দেখাতে পারেনি তাঁর পরিবার। তাই মৃত্যুর শংসাপত্র দেওয়া হয়নি। নিয়ম মেনে পরে ওই মৃতদেহের সৎকার করা হবে।

পুলিশের জালে ২ মাদক কারবারি

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : শনিবার মাদকচক্র আটকে ফের সাফল্য পেল রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ কুলিক ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালিয়ে দুই মাদক পাচারকারীকে গ্রেফতার করে। ধৃতদের নাম রাহুল হক (৩১) এবং মহঃ রহিদুল (৫৭)। দু'জনেরই বাড়ি আলিপুরদুয়ার জেলার জয়গাঁ থানার অন্তর্গত ঝর্নাবস্তি এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তারা কালিয়াচক থেকে বাসে করে রায়গঞ্জে এসেছিল। রায়গঞ্জে বাস থেকে নামতেই পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যায় তারা। অভিযানের সময় উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সুজয় কর্মকার। তাঁর উপস্থিতিতেই দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়।

তৃণমূলে যোগদান ২১ পরিবারের

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়িতে আবার বিজেপিতে ভাঙন। নিজের দলের বিরুদ্ধেই একাধিক অভিযোগ তুলে দল ছাড়লেন বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা। যোগ দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসে। জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি ব্লকের খাগড়াবাড়ি ২ নং অঞ্চলের টেকাটুলিতে। ২১টি পরিবারের ৮২ জন ভোটার বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন। যোগদানকারীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন জলপাইগুড়ি জেলা যুব সভাপতি রামমোহন রায় ও ময়নাগুড়ি ১ নং ব্লক সভাপতি বাবলু রায়।

নিখোঁজ শিশুকন্যাকে খুন করে পুকুরে ফেলেছিল মা

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : গতকালই বাড়ি থেকে শিশু নিখোঁজের খবর শোরগোল ফেলেছিল আলিপুরদুয়ার জুড়ে। আজ জানা গেল, সে খুন হয়েছে। খুনি আর কেউ নয়, তারই মা। খবরটা ছড়িয়ে পড়ার পর সবাই বিস্মিত। মা যে নিজের সাতমাসের কন্যাসন্তানকে খুন করতে পারে কথাটা কেউই বিশ্বাস করতে পারছে না। নিজের শিশুকন্যাকে খুনের দায়ে গ্রেফতার মা। শুক্রবার ভরদুপুরে হঠাৎ বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয় সাতমাসের শিশুকন্যা। শিশুটির মা জানিয়েছিল, দুপুরে শিশুকে ঘুম পাড়িয়ে শ্বশুরমশাইকে খেতে দিয়ে স্নানে গিয়েছিল। স্নান সেরে ঘরে ফিরে দেখে বাচ্চা নেই! এরপর সারা বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজে না পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে মা। কান্না শুনে ছুটে আসেন প্রতিবেশীরা। চারিদিকে খোঁজ করেও সন্ধে পর্যন্ত খোঁজ মেলে না। শিশুকন্যাকে খুঁজতে আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশ স্নিফার ডগ নিয়ে তদন্তে নামে। পুলিশ আশপাশের সিসিটিভির ছবি সংগ্রহ করে দুষ্কৃতীর খোঁজ শুরু করে। কিন্তু সিসিটিভির ফুটেজ দেখে পুলিশ নিশ্চিত হয়, বাইরের কেউ ওই সময় ওই এলাকায় আসেনি। এরপর মাকে জেরা করতে শুরু করলে ভেঙে পড়ে শিশুটির মা। স্বীকার করে, সে-ই সন্তানকে খুন করে বাড়ির পিছনের পুকুরে ফেলে দিয়েছে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, শিশুটির মা মানসিক রোগী। শিশুটিকে নিয়ে মাস দুই আগেও নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল। তার মানসিক রোগের চিকিৎসা চলছে। পুলিশ শিশুটির দেহ জল থেকে উদ্ধার করেছে গভীর রাতে। পাশাপাশি মা পূজা ঘোষকে গ্রেফতার করে শিশুর পিতার অভিযোগের ভিত্তিতে অপহরণ, খুন এবং প্রমাণ লোপাটের মামলা শুরু করেছে।

পুলিশের হাতে ধৃত মা পূজা ঘোষ।

বাড়ি বাড়ি গিয়ে এন্যুমারেশন ফর্ম বিলি প্রক্রিয়া ঘুরে দেখলেন বিডিও

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : বাড়ি বাড়ি এন্যুমারেশন ফর্ম বিতরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে রায়গঞ্জ ব্লকের বিভিন্ন জায়গায়। ফর্ম বিতরণ সংক্রান্ত বিষয় খতিয়ে দেখতে শনিবার রায়গঞ্জ ব্লকের কমলাবাড়ি-১ নম্বর অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় ফর্ম বিতরণ কর্মসূচি পরিদর্শন করলেন রায়গঞ্জের বিডিও কামালউদ্দিন আহমেদ। এদিন সরেজমিনে রাস্তায় ঘুরে ঘুরে পরিদর্শন করেন তিনি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন জয়েন্ট বিডিও ও প্রশাসনিক কর্মীরা। বিডিও জানিয়েছেন, এন্যুমারেশন ফর্ম বিতরণের ক্ষেত্রে কাজ করতে গিয়ে বিএলও-দের কোথাও কোনও সমস্যা রয়েছে কি না সেই সমস্ত কিছু জানার চেষ্টা করেছেন। কথা বলেছেন বিএলএ-দের সঙ্গেও।

আমার বাংলা

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

9 November, 2025 • Sunday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

বেঁচে থাকলে রবীন্দ্রনাথকে রোহিঙ্গা, নজরুলকে অনুপ্রবেশকারী বলে দাগাত বিজেপি

জনসমুদ্রে পরিণত সভামঞ্চ থেকে দেবাংশু

মহিলা ভোটাররাই এসআইআরের লক্ষ্য

■ পুরুলিয়া ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের সভায় বক্তা দেবাংশু ভট্টাচার্য। রয়েছেন বিধায়ক সুশান্ত মাহাত, মন্ত্রী সন্ধ্যারানি টুডু, জেলা সভাধিপতি নিবেদিতা মাহাত প্রমুখ। ডানদিকে সভায় জনজোয়ার। শনিবার।

পুরুলিয়া

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : বাংলায় মহিলারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই ভোট দেন। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার গড়ে দিয়েছে মহিলাদের ঐক্য। বিজেপি এসআইআর করে সেই মহিলাদের নামই ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিতে চায়। শনিবার পুরুলিয়া শহরের ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে আয়োজিত জনসমুদ্রে পরিণত জনসভা থেকে সরাসরি স্পষ্ট ভাষায় এই অভিযোগ তোলেন তৃণমূল কংগ্রেসের আইটি সেলের প্রধান দেবাংশু ভট্টাচার্য। বিস্তৃত ব্যাখ্যা না দিলেও পুরুলিয়া-সহ সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে কীভাবে এসআইআরকে হাতিয়ার করতে চাইছে বিজেপি, তা জানিয়ে দেন পুরুলিয়া জেলা তৃণমূল সভাপতি রাজীবলোচন সরেন। তিনি বলেন, সীমান্তের জেলাগুলিতে সাধারণভাবেই প্রতিবেশী রাজ্যগুলি থেকে বহু মহিলা বধূ হিসাবে আসেন। এঁদের মধ্যে প্রায় লক্ষাধিক মহিলা ২০০২ সালের পরেই বধূ হয়ে এই জেলায় এসেছেন। ফলে তাঁদের নাম ২০০২-এর ভোটার তালিকায় নেই। এবার তাঁদের নথি আনতে হবে বিহার, ঝাড়খণ্ড, অসম বা ত্রিপুরা থেকে। আর তা না আনতে পারলেই তালিকা থেকে বাদ! কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস সেটা হতে দেবে না। উপস্থিত জনতাও তাঁকে সমর্থন জানান। মাত্র দু'দিন আগে এই ট্যাক্সি স্ট্যান্ডেই এক সভায় বিজেপির পরিযায়ী নেতা মিঠুন চক্রবর্তী ভিত্তিহীন কুৎসা করে গিয়েছেন। তার পরেই শহরবাসীর চাপে মাত্র ২৪ ঘণ্টার নোটিশে শনিবার সেখানেই সভা করল তৃণমূল কংগ্রেস। প্রথম রাউন্ডে অর্থাৎ ভিড়েই তারা বিজেপিকে বলে বলে দশ গোল দেয় দেয়। ভিড়ে ঠাসা সভায় উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সুশান্ত মাহাত, মন্ত্রী সন্ধ্যারানি টুডু, জেলা সভাধিপতি নিবেদিতা মাহাত প্রমুখ। সেখানেই তথ্য দিয়ে বিজেপিকে তুলোধোনা করে দেবাংশু বলেন, পুরুলিয়ার মানুষকে প্রতারিত করেছে বিজেপি। এই জেলার জন্য তারা কিছুই করেনি। তিনি আরও বলেন, এসআইআরের উদ্দেশ্যই হল মানুষকে ব্যস্ত রাখা। নোটবন্দি থেকে এসআইআর, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে মানুষকে ব্যস্ত রাখছে ওরা। আর ফাঁকতালে জিনিসের দাম বাড়িয়ে চলেছে। এদিন তিনি প্রশ্ন তোলেন, বিজেপি রাজ্যে সরকার গড়লে তাদের মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন? তৃণমূল কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী তো বন্দোপাধ্যায় ছাড়া কেউ নন। ওদের তো কোনও মুখই নেই। লড়াই হবে কীভাবে! প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সমালোচনা করে তিনি বলেন, উনি মিথ্যাচার ছাড়া কিছু করেননি। মানুষ ইঞ্জেকশনকে ভয় পায়। স্যালাইন দেওয়ার সময় সেই সুচ ঘণ্টার পর ঘণ্টা শরীরে বিঁধে থাকে। সেটা সইতে হয়। তেমনই মোদির স্যালাইন সুচ গেঁথে আছে মানুষের শরীরে। এ থেকে মুক্তি পেতে হলে বাংলা থেকে লড়াই করতে হবে। তিনি বলেন, ভাগ্যিস রবীন্দ্রনাথ, নজরুল বেঁচে নেই। নইলে বিজেপি রবীন্দ্রনাথকে রোহিঙ্গা ও নজরুলকে অনুপ্রবেশকারী বলে দাগিয়ে দিত। গদ্দার বলছেন রাজ্যে নাকি দেড় কোটি রোহিঙ্গা ঢুকেছে। অথচ গোটা বিশ্বে রোহিঙ্গার সংখ্যা মাত্র ১৭ লক্ষ। আসলে ওঁর মগজের তারগুলো আগেই কেটে গিয়েছে। তাই সব গুলিয়ে ফেলছেন।

খনিতে কাজ বন্ধ, বিক্ষোভ তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের

সংবাদদাতা, আসানসোল : শ্রমিকদের পদোন্নতি-সহ কয়েক দফা দাবিতে আসানসোলের সালানপুর এরিয়ার ডাবর খোলামুখ খনির কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখালেন শ্রমিকরা। তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসির নেতৃত্বে শ্রমিকরা খনিতে কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখান। শ্রমিকদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে যে সমস্ত শ্রমিক কয়লাখনিতে কাজ করছেন তাঁদের কোনও পদোন্নতি হচ্ছে না। এমনকী শ্রমিকদের নিরাপত্তা ব্যবস্থাও নেই। এর প্রতিবাদেই শনিবার খনির কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখানো হয়। বিক্ষোভ চলাকালীন এক শ্রমিককে খনির এক আধিকারিক গালিগালাজ করেন বলেও অভিযোগ। দাবি না মানলে তাঁদের আন্দোলন চলবে বলে জানিয়েছেন খনিশ্রমিকেরা।

এটিএম ভেঙে পালাল দুষ্কৃতীরা

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : কোকওভেন থানার অন্তর্গত দুর্গাপুর কেমিক্যালস টাউনশিপের একটি এটিএমের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে মেশিন ভেঙে ফেলল দুষ্কৃতীরা। শনিবার সাতসকালে সেখানে টাকা তুলতে এসে স্থানীয়রা দেখেন এটিএম মেশিন ভাঙা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। কাউন্টারের বাইরে লাগানো সিসিটিভি ক্যামেরাটিও নিয়ে পালিয়েছে দুষ্কৃতীরা। খবর পেয়ে আসে পুলিশ। এই ঘটনায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়ায় স্থানীয়দের মধ্যে।

কন্যাসন্তান রক্ষার বার্তা দিলেন জেলাশাসক

■ আলোচনাসভায় জেলাশাসক আকাঙ্ক্ষা ভাস্কর। রয়েছেন বিধায়ক দুলাল মুর্মু ও ডাঃ খগেন্দ্রনাথ মাহাত এবং কন্যাশ্রী-সহ গ্রামবাসীরা।

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : কন্যাশিশুকে হত্যার চেষ্টার ঘটনায় সরাসরি মাঠে নেমে পড়ল ঝাড়গ্রাম জেলা প্রশাসন। শনিবার জেলাশাসক আকাঙ্ক্ষা ভাস্কর এবং মহকুমা শাসক অনিন্দিতা রায়চৌধুরি পৌঁছে গেলেন গোপীবল্লভপুরের সেই গ্রামে, যেখানে কন্যাশিশুর প্রাণনাশের চেষ্টা করে তার ঠাকুমা। গ্রামের মহিলাদের সঙ্গে সরাসরি মিশে যান জেলাশাসক। কথা বলেন কন্যাশ্রী প্রকল্পভুক্ত মেয়েদের সঙ্গে, তোলেন সেলফি। মেয়েদের উৎসাহ দেন নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়ার পথে এগিয়ে যেতে। এই উপলক্ষে আয়োজিত সচেতনতা সভায় জেলাশাসক বলেন, আমরা আজ এখানে এসেছি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সবাইকে সচেতন করতে। এই গ্রামের মেয়েরা যথেষ্ট সচেতন ও সাহসী। এরা নিজেদের লড়াই নিজেরাই লড়তে পারবে, আমাদের শুধু পাশে থাকতে হবে। এদিন এই অনুষ্ঠানে ছিলেন নয়াগ্রামের বিধায়ক দুলাল মুর্মু, গোপীবল্লভপুরের বিধায়ক ডাঃ খগেন্দ্রনাথ মাহাত, ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের ডিএসপি (হেডকোয়ার্টার) সমীর অধিকারী, গোপীবল্লভপুর ২ ব্লকের বিডিও রাহুল বিশ্বাস, বেলিয়াবেড়া থানার ওসি নিলু মণ্ডল, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ টিংকু পাল, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শর্বরী অধিকারী-সহ প্রশাসন কর্তারা। গ্রামের চত্বরে সামিয়ানা টাঙিয়ে, ত্রিপল পেতে আয়োজিত সচেতনতা সভায় উপস্থিত ছিলেন কন্যাশ্রী প্রকল্পের মেয়েরা ছাড়াও বিপুল সংখ্যক গ্রামবাসী।

আসানসোল-বরাকর রোডে রেজিস্ট্রেশনবিহীন টোটোর বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে কুলটি ট্রাফিক গার্ড পুলিশ শনিবার আটক করে একাধিক টোটো। সেগুলির রেজিস্ট্রেশন করিয়ে ছেড়ে দেওয়া হবে। অভিযান চলবে

বীরভূমে নানা শিল্পে বিনিয়োগ হচ্ছে ১৮৫০ কোটি

জেলায় বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ

■ শিল্প পার্কের জমি পরিদর্শনে বিধায়ক অভিজিৎ সিংহ-সহ প্রশাসনিক কর্তারা।

সংবাদদাতা, বীরভূম : সদ্যসমাপ্ত বাণিজ্য সম্মেলন থেকে বীরভূমে বিপুল পরিমাণ কর্মসংস্থান হতে চলেছে। এক্ষেত্রে বিনিয়োগ হবে ১৮৫০ কোটি টাকা। তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, বাম সরকারের উদাসীনতায় লাভপুর বিধানসভার আহমেদপুরে ধ্বংসাবশেষে পরিণত হওয়া চিনিকলের ৫৩ একর জমির উপর যে শিল্প পার্কের ঘোষণা হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে সেই কাজ যাতে দ্রুত শুরু হয় সেজন্য শনিবার সকালেই এলাকা পরিদর্শন করেন লাভপুরের বিধায়ক অভিজিৎ সিংহ, ক্ষুদ্র শিল্প নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর নিখিল নিগম, অতিরিক্ত জেলাশাসক (ভূমি ও শিল্প) সৌরভ আগরওয়াল, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রশান্ত সাধু-সহ জেলা ও রাজ্যের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। এদিন সেখানে রাজ্যের তরফে ব্যানার লাগিয়ে সাধারণ মানুষকে জানিয়ে দেওয়া হয় শিল্প পার্কের বিষয়টি। এই বণিক সম্মেলনে ৮০০ শিল্পপতি অংশগ্রহণ করেন। লাভপুরের বিধায়ক অভিজিৎ সিংহ বলেন, দ্রুত এই শিল্প পার্ক গড়ে তোলা হবে। এখানে বিভিন্ন রকম শিল্পের পরিকাঠামো তৈরি হবে। ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের সম্ভার থাকবে। মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করা হয়েছিল এই ৫২ একর জায়গায় থাকা চিনির মিলটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হচ্ছে। যদি এই বিশাল জায়গাটিতে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কাজে লাগানো যায় তাহলে বীরভূমের আর্থিক মানোন্নয়ন ঘটবে। মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্ব দিয়ে সহকারে বিষয়টি বিবেচনা করে এখানে শিল্প পার্ক গড়ার অনুমতি দেন। সবরকম সরকারি নিয়ম মেনে অবশেষে শিল্প পার্ক গড়ে উঠতে চলেছে। এটা অত্যন্ত আনন্দের খবর। বীরভূমের জেলাশাসক ধবল জৈন জানান, বোলপুর ক্ষুদ্র বাজার ক্যাম্পাসে সোনাঝুরি হাটের আদলে ক্ষুদ্র শিল্পীদের হাট তৈরুর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বীরভূমের টিকিরবেতায় ৯৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পিতল ও কাঁসার ক্লাস্টার তৈরির সেন্টার হয়েছে। ৭০০ শিল্পী উপকৃত হচ্ছেন। ইলামবাজারে ৫ কোটি ৯০ লক্ষ টাকায় পোশাক তৈরির হাব নির্মিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদ উৎকর্ষ বাংলার অধীনে এক হাজার শিল্পী উপকৃত হচ্ছেন। বোলপুর, মুরারই, রামপুরহাট এই তিন ব্লকে তিনটি হস্তচালিত তাঁত ক্লাস্টার সম্পূর্ণ হয়েছে। দেড় হাজার তাঁতশিল্পী উপকৃত হবেন। এছাড়াও ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পের মাধ্যমে ৩৫৮৮টি আবেদনের ভিত্তিতে প্রায় ৯৭ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। এই টাকা সরাসরি পৌঁছে যাবে ছোট্ট শিল্পোদ্যোগীদের কাছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ও শিল্পীদের আর্থিক স্বাবলম্বী করতে বিভিন্ন প্রকল্পের সূচনা করা হয়েছে যা ভবিষ্যতে রাজ্যের আর্থিক মানোন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

গ্রামীণ এলাকার উন্নয়নে জোর দিতে বড় উদ্যোগ প্রশাসনের

১৪০টি রাস্তার সংস্কারে বরাদ্দ হল ৮৮ কোটি

তুহিনশুভ্র আগুয়ান ● তমলুক

গ্রামীণ এলাকার উন্নয়নে জোর দিতে এবার বড়সড় উদ্যোগ নিল প্রশাসন। পূর্ব মেদিনীপুরের বিভিন্ন ব্লক এলাকায় মোট ১৪০টি রাস্তা সংস্কারের জন্য ৮৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করল রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতর। এই টাকায় জেলার সমস্ত বেহাল রাস্তাঘাট সংস্কার করা হবে। ইতিমধ্যে জেলা পরিষদের তরফে এর জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কয়েক দিনের মধ্যেই সংস্কারকাজ শুরু হবে। জানা গিয়েছে, পথশ্রী ১, পথশ্রী ২ এবং পথশ্রী ৩ প্রকল্পে পূর্ব মেদিনীপুরজুড়ে ঢালাও রাস্তা সংস্কার হয়েছে। এরপরেও কিছু রাস্তার সংস্কার বাকি আছে। গ্রামাঞ্চলে বর্ষাকাল এলে মানুষ ভোগান্তি নিয়ে প্রশাসনের দ্বারস্থ হন। এবার তাই গ্রামীণ এলাকার সমস্যা সমাধানে ৮৮ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতর। ১৪০টি রাস্তার মধ্যে ১৩৩টি রাস্তা তৈরির দায়িত্ব জেলা পরিষদ এবং পঞ্চায়েত সমিতিগুলির। বাকি ৭ রাস্তার দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন সংস্থার। ইতিমধ্যে ১১৭টি রাস্তার জন্য ঠিকাদার নিয়োগও হয়েছে। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগেই জেলাজুড়ে চলবে উন্নয়নের জোয়ার। সবকটি মিলিয়ে প্রায় ১৬৭ কিলোমিটার রাস্তা সংস্কার হবে জেলায়। এই খবরে খুশি জেলার মানুষও। জেলা সভাধিপতি উত্তম বারিক বলেন, এই সব রাস্তা বেহাল থাকায় স্থানীয় মানুষ একাধিকবার প্রশাসনের কাছে সংস্কারের দাবি জানান। সেইমতো রাস্তা সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আগামী বর্ষার আগেই জেলার মানুষ এই সুবিধা পাবেন।

সোশ্যাল মিডিয়ায় মুখ্যমন্ত্রীর নামে বাজে মন্তব্য, ধৃত বিজেপি কর্মী

■ ধৃত বর্ধমানের বিজেপি কর্মী সন্দীপ কুণ্ডু।

সংবাদদাতা, বর্ধমান : সোশ্যাল মিডিয়ায় মুখ্যমন্ত্রীর নামে কুরুচিকর মন্তব্য ও অশ্লীল ছবি দিয়ে পোস্ট করার অভিযোগে গ্রেফতার হল বর্ধমানের সুকান্ত পল্লির বিজেপি কর্মী সন্দীপ কুণ্ডু। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জেলা সভাপতি স্বরাজ ঘোষ অভিযোগ করায় বর্ধমান থানার পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে। শনিবার সন্দীপকে বর্ধমান আদালতে পেশ করা হলে আদালত ৫ দিনের পুলিশি হেফাজত দেয়। স্বরাজ ঘোষের অভিযোগ, বিজেপি কর্মী সন্দীপ কুণ্ডু বেশ কিছুদিন ধরেই সোশ্যাল মিডিয়ায় মুখ্যমন্ত্রীর নামে কুরুচিকর মন্তব্য ও অশ্লীল ছবি পোস্ট করায় মহিলাদের সম্মানহানি হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী, বিজেপি নেতারা মুখ্যমন্ত্রীকে কুভাষায় কটাক্ষ করেন, কটু কথা বলেন। আসলে তৃণমূল আর বিজেপির মধ্যে এটাই পার্থক্য। আমরা সংস্কৃতি, কৃষ্টি মেনে চলি।

১৪ কোটির রাস্তার কাজের সূচনায় মন্ত্রী, আড্ডা-কর্তা

■ শিলান্যাসে মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার।

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : দুর্গাপুরের ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের বিধাননগরের মার্টিন লুথার কিং রোড হচ্ছে ফোর লেনের। ওই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন বহু গাড়ি চলাচল করে। হাসপাতালেও যান রোগীরা। আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের উদ্যোগে এবার সেই রাস্তাটি চার লেনের হতে চলেছে। সেই কাজের সূচনা করলেন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান কবি দত্ত, মহকুমা শাসক সুমন বিশ্বাস-সহ প্রশাসনিক কর্তারা। প্রায় ১৪ কোটি টাকা ব্যয়ে হবে রাস্তাটি। উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান কবি দত্ত বলেন, কিছুদিনের মধ্যে বেনাচিতি পর্যন্ত যাওয়ার রাস্তাটিও ফোর লেন হবে। মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন, আড্ডা দুর্গাপুরের উন্নয়ন করেই চলেছে। আগামী দিনে দুর্গাপুর অত্যাধুনিক শহর হতে চলেছে।

চেন্নাইয়ে মৃত দুই শ্রমিকের বাড়িতে কাজল

সংবাদদাতা, লাভপুর : চেন্নাইয়ে কাজ করতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ হয়ে দুই শ্রমিক ইউসুফ শেখ ও বাবু শেখের মৃত্যু হল। তাঁদের বাড়ি নানুরের দাসকল গ্রাম পঞ্চায়েতের করেয়া ২ নম্বর অঞ্চলে। চেন্নাই থেকে গ্রামে মৃত্যুসংবাদ পৌঁছতেই দু'জনের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যান জেলা সভাধিপতি কাজল শেখ। পরিবারের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কাজল বলেন, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার বাংলার গ্রামীণ অর্থনীতিকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। একশো দিনের কাজ করিয়ে প্রাপ্য টাকা দেয়নি। ইউসুফ ও বাবু শেখ যদি একশো দিনের কাজের টাকা পেত তাহলে ওদের অন্য রাজ্যে কাজ করতে যেতে হত না। রাজ্যের তরফে এই দুই পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারকে সমস্তরকম সাহায্য করা হবে। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য যে পর্ষদ গঠন করে দিয়েছেন সেখানে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করার জন্যেও আবেদন জানান কাজল।

নলহাটিতে উচ্ছেদ ৫০০ পরিবার

অমানবিক রেল শুনল না আবেদন-নিবেদন

ঘর কাড়ল, এবার কেন্দ্র কাড়বে নাগরিকত্বও

প্রতিবেদন : এসআইআরের কাগজপত্র জোগাড় করতে গিয়ে দিশেহারা মানুষের উপর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিল অমানবিক ভারতীয় রেল। নলহাটিতে উচ্ছেদ অভিযান চালিয়ে প্রায় ৫০০ পরিবারকে নিরাশ্রয় করল তারা। মানুষের কাকুতিমিনতি, আবেদনে কোনও সাড়া মেলেনি রেলের তরফে। এমনকী বিধায়কের অনুরোধকেও উপেক্ষা করা হল। আর নিজেদের সিদ্ধান্তে অনড় থেকে বুলডোজার দিয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল বহু বাড়িঘর। ফলে রাতারাতি মাথা গোঁজার ঠাঁই হারিয়ে দিশেহারা নলহাটি জংশনের কাছে সাহেববাগান পাড়ার ৫০ বছরেরও বেশি বসবাসকারী প্রায় পাঁচশো পরিবার। এলাকার প্রায় তিন হাজার মানুষের মধ্যে ভোটদাতা প্রায় দেড় হাজার। তাঁরা কেউ পরিচারিকা, কেউ হকার। কেউ কেউ স্থানীয় দোকানে দিনমজুর। গত ১৫ জুলাইয়ের মধ্যেই এঁদের জায়গা খালি করার নোটিশ দিয়েছিল রেল। সেই সময়ে তাঁরা নিজেদের অসহায়তার কথা বলে ছটপুজো পর্যন্ত সময় চান। স্বেচ্ছায় সরে যাবেন বলে লিখিতও দেন রেলকে। ছটপুজো শেষ হতেই শুক্রবার আচমকা প্রচুর ফোর্স, বুলডোজার নিয়ে উচ্ছেদ অভিযানে নেমে পড়ে রেল। এর মধ্যে বেশ কিছু পরিবার অন্যত্র সরে গেলেও অধিকাংশ নিরুপায় পরিবার বাচ্চাদের নিয়ে এখানেই বসবাস করছিল। বিকল্প বাসস্থান খুঁজে না পাওয়া বা অতিরিক্ত বাড়িভাড়ার কথা জানিয়েও অবশ্য চিঁড়ে ভেজেনি। স্বল্প আয়ে এত ভাড়া দিয়ে সংসার চালানো সম্ভব নয় বলে আরও কিছুদিন সময় চেয়ে অনুরোধ উড়িয়ে দেন রেলকর্তারা। খবর পেয়ে স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক রাজেন্দ্রপ্রসাদ সিং ঘটনাস্থলে এসে আরও কিছুদিন সময় দেওয়ার আবেদন জানালেও তাঁর অনুরোধ উপেক্ষা করেই চলে বুলডোজার দিয়ে বাড়ি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়ার কাজ। একমাত্র মাথা গোঁজার ঠাঁই এভাবে শেষ হয়ে যেতে দেখে অনেকেই ভেঙে পড়েন কান্নায়। শিশু কোলে অঝোরে কেঁদে চলা পেশায় পরিচারিকা আনু বিবি বলেন, দুধের শিশু নিয়ে কোথায় যাব। উচ্ছেদ হওয়া বাসিন্দাদের অনেকেই বলেন, এখন এসআইআর চলছে। কাগজপত্র জোগাড়ের চিন্তার মধ্যেই উচ্ছেদ করায় বিএলওরা এসে কাউকে না পেয়ে ঘুরে যাবেন। বাড়ি কেড়ে নেওয়ার পর কেন্দ্র আমাদের নাগরিকত্বও কেড়ে নিতে চায়।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
9 November, 2025 • Sunday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জল জীবন প্রকল্পের কর্মীদের দলে দলে তৃণমূলে যোগদান

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : উত্তর দিনাজপুর জেলার জল জীবন প্রকল্পের কর্মীরা যোগ দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসে। শনিবার জেলার নয়টি ব্লকের জল জীবন মিশন প্রকল্পের অধীনে কর্মরত কর্মীরা তৃণমূলের পতাকা হাতে তুলে নেন। শনিবার তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের উদ্যোগে রায়গঞ্জে অবস্থিত তৃণমূলের জেলা পার্টি অফিসে ৯০ জন কর্মী যোগ দেন। তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন কর্মসূচিতে উপস্থিত তৃণমূলের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল, জেলা সহ-সভাপতি অরিন্দম সরকার, জেলা মুখপাত্র সন্দীপ বিশ্বাস, শ্রমিক সংগঠনের জেলা সভাপতি রামদেব সাহানি প্রমুখ। জেলা তৃণমূল সভাপতি কানাইয়ালাল বলেন, জেলার নয়টি ব্লক থেকে জল জীবন মিশন প্রকল্পের অধীনে কর্মরত সমস্ত কর্মী তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছেন।

■ যোগদানকারীদের হাতে পতাকা তুলে দিচ্ছেন কানাইয়ালাল আগরওয়াল।

এজেন্সির বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ রয়েছে দলে আসা কর্মীদের। তাঁদের দাবিদাওয়াগুলি খতিয়ে দেখে এজেন্সির সঙ্গে কথা বলে সমাধানের ব্যবস্থা করা হবে বলে জানান তিনি।

রাতে গাছের মগডালে চড়ে আটকে চিতাবাঘ

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : গভীর রাতে গাছের মগডালে আটকে চিতাবাঘ। চিৎকার শুনে ভিড় জমায় স্থানীয়রা। দুই ডালের মাঝে আটকে থাকা চিতাবাঘকে দেখে বন দফতরকে খবর দেয়। শুক্রবার রাতের ঘটনা, আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটা ব্লকের ধনীরামপুর এক গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওই এলাকায় দুটি চিতাবাঘ একে অপরের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। তার মধ্যে একটি স্থানীয় শিবপ্রসাদ রায়ের বাড়ির পেছনে একটি গাছে উঠে পড়ে। সেখানে দুই ডালের মাঝে সেটি আটকে যায়। আটকে পড়ে সেটি চিৎকার শুরু করে। দলগাঁও রেঞ্জের বনকর্মীদের বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় লেপার্ডটি নিজেকে মুক্ত করে গাছ থেকে লাফিয়ে নিচে নেমে জঙ্গলে দিকে চলে যায়। বন দফতর বাঘ ধরতে এলাকায় খাঁচা বসিয়েছে।

অস্ত্র নিয়ে বাড়ির লোকের উপরেই হামলা, আহত ৫

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : এক যুবকের আচমকা ধারালো অস্ত্র নিয়ে বাড়ির লোকের উপর হামলায় বেশ কয়েকজন আহত। অভিযুক্তের নাম শরতাজ আনসারি। এই ঘটনায় শরতাজ-সহ মোট পাঁচজন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে দু'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁদের উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। জানা গিয়েছে শরতাজ অবসাদগ্রস্ত হয়েই হামলা চালায়। ঘটনায় চাঞ্চল্য মালবাজার মহকুমার ডামডিম এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন শরতাজ হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে মা সালমা বেগম ও পরিবারের অন্য সদস্যদের উপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়। এলোপাথাড়ি কোপে রক্তাক্ত হয়ে পড়েন সকলে। চিৎকার শুনে প্রতিবেশী গোলাপ আনসারি ছুটে এসে বাঁচাতে গেলে তাঁকেও ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপ মারে অভিযুক্ত। এরপর স্থানীয় বাসিন্দারা আহতদের উদ্ধার করে মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যান। প্রাথমিক চিকিৎসার পর আশঙ্কাজনক অবস্থায় দু'জনকে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে মালবাজার থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

মালবাজারে টোটো আতঙ্ক

প্রতিবেদন : পরপর দুর্ঘটনায় মালবাজারে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। শহরের রাস্তায় টোটোর বাড়বাড়ন্তকেই এর জন্য দায়ী করা হচ্ছে। শহরবাসী আতঙ্কে কখন কোথা থেকে এসে টোটো ধাক্কা মারবে। এছাড়া বেপরোয়া চালানোয় বহু সময় গাড়ি উল্টে অনেক যাত্রী জখম হচ্ছেন। কারও হাত-পা ভাঙছে, কারও ফাটছে মাথা। শুক্রবার পরপর দুটি দুর্ঘটনার পর শহরবাসী রীতিমতো আতঙ্কে। সকালের ঘটনা। প্রায় ১১টা নাগাদ পানোয়ার বস্তি এলাকার ৫৯ বছরের ডাকঘরের কর্মী মিনা পাসোয়ান টোটো করে কাজে যাচ্ছিলেন।

গাড়িতে লরির ধাক্কা, অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন তৃণমূল নেতা মিজানুর

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : আলিপুরদুয়ারের কুমারগ্রাম থেকে একটি দলীয় বৈঠক সেরে ফেরার পথে পিছন দিক থেকে তাঁর গাড়িতে সজোরে ধাক্কা মারে একটি লরি। অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পান জলপাইগুড়ি জেলার তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের জেলা সভাপতি মিজানুর রহমান। শুক্রবার গভীর রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটে ডুয়ার্সের বীরপাড়া চৌপথি মোড় এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মিজানুরের গাড়িটি ধীরগতিতে চৌপথিতে পৌঁছনোর সময় পিছন দিক থেকে দুটি লরি একের পর এক ধাক্কা মারে। তীব্র ধাক্কায় মিজানুরের গাড়িটি সামনের দিকে ছিটকে গিয়ে আরেকটি গাড়িকে ধাক্কা মারে। মুহূর্তের মধ্যে গাড়িটি দুমড়ে-মুচড়ে গেলেও, মিজানুর ও তাঁর গাড়িতে থাকা কর্মী-সমর্থকরা

বেঁচে যান। ঘটনার পর মুহূর্তে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে বীরপাড়া চৌপথিতে। উপস্থিত মানুষজন ছুটে এসে উদ্ধারকাজে হাত লাগান। বীরপাড়া থানার পুলিশ দুটি লরি আটক করেছে।

মিজানুর জানান, গাড়িটি খুব ধীরগতিতে যাচ্ছিল। এমন অবস্থায় পিছন থেকে হঠাৎ এত জোরে ধাক্কা আসবে, তা ভাবতেই পারিনি। ঈশ্বরের কৃপায় সবাই ভাল আছি।

ফাঁকা বাড়ি পেয়ে চুরি সোনাদানা

সংবাদদাতা, বালুরঘাট : বালুরঘাট থানার অন্তর্গত ৬ নং ডাঙা অঞ্চলের বড় রঘুনাথপুর এলাকায় চাঞ্চল্যকর চুরি। শুক্রবার গভীর রাতে রঘুনাথপুর বি এম হাইস্কুলের নিকটবর্তী এক পাড়ায় অরূপ কুণ্ডু (৪৫) নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে চুরি হয়। জানা গিয়েছে, ওইদিন রাতে বোল্লা

■ চুরির তদন্তে পুলিশ।

কালীপুজো উপলক্ষে পরিবারের সকলেই মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলেন। সেই সুযোগে চোরের দল ফাঁকা বাড়িতে ঢুকে আনুমানিক ৩০ লক্ষ টাকার সোনাদানা, গয়না ও নগদ অর্থ চুরি করে নিয়ে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে বালুরঘাট থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। তবে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত চুরি যাওয়া সামগ্রীর কোনও হদিশ মেলেনি। এলাকায় ঘটনার পর চাঞ্চল্য ছড়ালেও বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। উল্লেখ্য, চুরি হওয়া সামগ্রীর মোট মূল্য আনুমানিক ৩০ লক্ষ টাকা বলে জানা গিয়েছে।

কুঞ্জভঙ্গের মাধ্যমে সম্পন্ন হল শান্তিপুরের রাস উৎসব

সংবাদদাতা, নদিয়া : মহাধুমধাম সহকারে নদিয়া জেলার শান্তিপুরে শ্রীশ্রী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর বাটিতে রাধা-শ্যামসুন্দরের কুঞ্জভঙ্গের অনুষ্ঠান পালিত হল, শনিবার। শান্তিপুরের এই রাস উৎসবের সূচনা হয়েছিল মুঘল যুগে অদ্বৈত বাসভবনে। বর্তমানে সূচনা হয় বড় গোস্বামীবাড়িতে। পরের দিন বিগ্রহদর্শন। শুক্রবার ভাঙা রাসের পর শনিবার কুঞ্জভঙ্গের মাধ্যমে শেষ হয় শান্তিপুরের রাসযাত্রা। কুঞ্জভঙ্গ হল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকার এবং ভগবান ও ভক্তের মিলন। অগণিত ভক্ত উপচে পড়ে ঠাকুরবাড়িতে। মূল মন্দিরে প্রবেশের আগে রাসমঞ্চে ভক্তের কোলেই নেচে চলেন শ্রীরাধিকা ও শ্রীকৃষ্ণ। যুগলের মিলন ঘটানোর জন্যই এই দৃশ্যের নাম কুঞ্জভঙ্গ। আর এতেই রাস সমাপন।

■ উৎসবে শরিক ব্রজকিশোর গোস্বামী, রানা চট্টোপাধ্যায়, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।

গোস্বামীবাড়িতে আরাধ্য দেবতাকে রাসমঞ্চ থেকে মূল মন্দিরে নিয়ে যাওয়ার আগে নগরকীর্তনের মধ্যে দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকার পরিক্রমা চলে। এরপর গোস্বামীবাড়ির বংশধরেরা রাধাকৃষ্ণকে কোলে নিয়ে নাচতে থাকেন। শান্তিপুরের বড় গোস্বামীবাড়ি এবং বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর বাড়িতে হাজার হাজার ভক্ত হাজির হয়। বংশধররা উপোস করে রাধারমন জিউকে কোলে করে নাচতে থাকেন। যাকে বলা হয় ভক্ত ও ভগবানের অটুট বন্ধন। যাওয়া হয় মূল মন্দিরে। বিজয়কৃষ্ণের উত্তরাধিকারী বিধায়ক ব্রজকিশোর গোস্বামী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রানা চট্টোপাধ্যায়, রাজ্যসভার সাংসদ তথা আইএনটিটিইউসি রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।

যোগীরাজ্যে ধর্ষণে বাধা দিয়েছিলেন এক মহিলা। সেই রাগে তাঁকে কাস্তে দিয়ে কোপানোর অভিযোগ উঠল নবম শ্রেণির এক ছাত্রের বিরুদ্ধে। গুরুতর জখম অবস্থায় মহিলা দু'দিন হাসপাতালে ভর্তি থাকার পর শনিবার মৃত্যু হয়েছে তাঁর। ভয়ঙ্কর এই ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের হামিরপুরে

বিরোধীদের প্রশ্নের মুখোমুখি হতে ভয়!

স্বল্পমেয়াদি অধিবেশন নিয়ে তির ডেরেকের

নয়াদিল্লি: পার্লামেন্ট-ফোবিয়ায় আক্রান্ত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বিরোধীদের প্রশ্নের মুখোমুখি হতে ভয় পাচ্ছেন তিনি। তাই এবার এত স্বল্প সময়ের সংসদীয় অধিবেশন ডেকেছে বিজেপি সরকার। শনিবার শীতকালীন অধিবেশনের দিন ঘোষণার পরই এই ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রধানমন্ত্রীকে তোপ দেগেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন। শনিবার নিজের ট্যুইট ও ব্লগে কেন্দ্রকে কটাক্ষ করে ডেরেক বলেন, মাত্র ১৫ দিন সংসদের বৈঠক হবে। বিজেপি জোট সরকার যে অসম্ভব চাপে রয়েছে, সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের জন্য এত অল্প সময় ধার্য করা তারই প্রমাণ। আসলে বিরোধীদের অভিযোগ ও বিতর্ককে ভয় পায় বিজেপি। মোদির পার্লামেন্ট-ফোবিয়া আছে। ২০১৪ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে সংসদীয় অধিবেশনের সময় কমছে। আলোচনা এড়িয়ে একতরফা বিল পাশ এই সরকারের লক্ষ্য। তার উপর শরিকদের নিয়ে বিরাট অস্বস্তি রয়েছে বর্তমান সরকারের। নিজেদের জোটের অপ্রিয় ইস্যু ও মতভেদ যাতে ধরা পড়ে না যায় তাই সংসদের সময় কমিয়ে বিতর্ক ও আলোচনার পরিসর কমিয়ে আইনসভার গুরুত্ব নষ্ট করে দিতে চাইছে মোদি সরকার। এর আগে সংখ্যার জোরে তড়িঘড়ি বিল পাশ করিয়েও জনমতের চাপে তা কার্যকর করতে পারেনি তারা। পিছু হঠতে হয়েছে। গণতান্ত্রিক ও সংসদীয় ব্যবস্থার প্রতি যে এই সরকারের ন্যূনতম সম্মান নেই, তার একের পর এক নজির রয়েছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধা থাকলে কেন্দ্রীয় সরকার ডিসেম্বরের আগেই শীতকালীন অধিবেশন শুরু করতে পারত। ২৬ নভেম্বর সংসদ দিবস। ওইসময় অধিবেশনে চললে ওইদিন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা-বিতর্কের মাধ্যমে ভারতের সংবিধানের প্রতি সম্মান জানানো যেতে পারত। কিন্তু এই সরকারের তো সংসদেই অনাস্থা!

১-১৯ ডিসেম্বর সংসদের শীতকালীন অধিবেশন

নয়াদিল্লি: সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শুরু হচ্ছে ১ ডিসেম্বর। ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত তা চলবে। এই মর্মে সরকারের প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী এক্সে জানিয়েছেন, ১৯ দিনের অধিবেশনে মোট পনেরোটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। তুলনায় অনেক ছোট অধিবেশন হতে চলেছে এবার। ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিয়ে এবারের বৈঠক সরগরম হতে পারে। ভোটার তালিকায় বিপুল অনিয়মের অভিযোগ নিয়ে সরব হবেন বিরোধীরা। এর মধ্যেই ১২৯তম এবং ১৩০তম সংবিধান সংশোধনী বিল, পাবলিক ট্রাস্ট বিল এবং দেউলিয়াত্ব ও ঋণ পরিশোধের বিল-সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিল পাশের সম্ভাবনা রয়েছে। এর আগে ২০১৩ সালে শীতকালীন অধিবেশনটি ছিল সবচেয়ে কম সময়ের। ৫ ডিসেম্বর থেকে ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত মাত্র ১৪ দিনের অধিবেশন ছিল সেটি এবং ১১টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

কাশ্মীরে সেনার গুলিতে খতম ২ জঙ্গি

শ্রীনগর: শনিবার সকালে ভূস্বর্গে ভারতীয় সেনার সাফল্য। কাশ্মীরের কুপওয়ারায় খতম হল দুই জঙ্গি। দু'জনেই কেরান সেক্টরের নিয়ন্ত্রণরেখায় অনুপ্রবেশের চেষ্টা করছিল বলে সেনা সূত্রে জানা গেছে। এই দু'জন ছাড়াও অন্য কেউ লুকিয়ে রয়েছে কি না তা জানতে 'অপারেশন পিম্পল' চালাচ্ছে নিরাপত্তা বাহিনী।

অপারেশন সিঁদুরের পর থেকে প্রায় প্রতিদিন জম্মু-কাশ্মীরের বিভিন্ন এলাকায় জঙ্গিরা সন্দেহজনক গতিবিধি বাড়াচ্ছে। সজাগ রয়েছে ভারতীয় সেনা। চিনার কর্পস এক্স হ্যান্ডেলের একটি পোস্টে লেখা হয়েছে, অনুপ্রবেশের বিষয়ে নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে, কুপওয়ারার কেরান সেক্টরে একটি যৌথ অভিযান শুরু করা হয়। ওই এলাকায় সন্দেহজনক কার্যকলাপ দেখে জঙ্গিদের চ্যালেঞ্জ করে সেনা। সন্ত্রাসবাদীরা নির্বিচারে গুলি চালায় সেনার উপর। পালটা গুলি চালিয়ে তাদের আটকে দেওয়া হয়েছে।

ভিসা-নীতি কড়া করতে এবার রোগ নিয়ে শর্ত ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন: নির্দিষ্ট কয়েকটি রোগ থাকলে আমেরিকা যাওয়ার ভিসা মিলবে না। বিদেশি অভিবাসীদের চাপ কমাতে এবার নতুন শর্ত যোগ করতে চলেছে ট্রাম্প প্রশাসন। সংবাদসংস্থার খবর, বিভিন্ন দেশের দূতাবাসে এই সংক্রান্ত নির্দেশিকা পাঠিয়ে দিয়েছে মার্কিন বিদেশ দফতর। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, আগামী দিনে আমেরিকায় গিয়ে যাঁরা থাকতে চান, তাঁদের ভিসা মঞ্জুর করার আগে তৎকালীন স্বাস্থ্যের অবস্থা, বয়স, আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করতে হবে।

দীর্ঘমেয়াদি কোনও অসুস্থতা থাকলে তাঁদের ভিসা দেওয়া হবে না।

নির্দেশিকা অনুযায়ী, মার্কিন ভিসা আবেদনকারীদের হার্টের সমস্যা, শ্বাসযন্ত্রের সমস্যা, ক্যানসার, ডায়াবেটিস, বিপাকজনিত কোনও রোগ, স্নায়ুর দীর্ঘমেয়াদি সমস্যা এবং নির্দিষ্ট মানসিক সমস্যা থাকলে ভিসা আটকে যেতে পারে।

বেআইনিভাবে সরকারি জমি কেনাবেচা

নাম জড়াল মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রীর ছেলের

পুনে: মহারাষ্ট্রের পুণেতে ৪০ একর সরকারি জমি জালিয়াতির মাধ্যমে বেচাকেনায় নাম জড়াল রাজ্যের বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ারের ছেলের। মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে এই ঘটনা নতুন ঝড় তুলেছে। রাজ্যের যুগ্ম ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ রেজিস্ট্রেশন রাজেন্দ্র মুঠে জানিয়েছেন, এই বিতর্কিত জমিটি আসলে রাজ্য সরকারের সম্পত্তি। এটিকে কোনও অবস্থাতেই বিক্রি করা যায় না। জমির নথিতেও মালিক হিসেবে 'মুম্বই সরকার'-এর নাম রয়েছে। অভিযোগ, এই বেআইনি কেনাবেচায় রাজ্য উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ারের ছেলে পার্থ পাওয়ার এই ঘটনায় যুক্ত। পার্থ পাওয়ার এবং দিগ্বিজয় পাতিলের কোম্পানি 'আমাডিয়া এন্টারপ্রাইজেস এলএলপি' জমিটি কিনতে চেয়েছিল। শীতল তেজওয়ানি নামে এক ব্যক্তির কাছে জমিটির পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি ছিল। মুঠে নিশ্চিত করেছেন, তেজওয়ানির এই জমি বিক্রির কোনও ক্ষমতা ছিল না।

বাংলার গর্ব রিচা : মুখ্যমন্ত্রী

(প্রথম পাতার পর)

একবার ইতিহাস তৈরি করল। দেশকে বিশ্বকাপ জেতানোর পিছনে রিচার যে বিরাট অবদান, তাকে স্বীকৃতি দিয়ে ঐতিহাসিক ইডেন থেকেই আওয়াজ উঠল, জাতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের ক্যাপ্টেন হিসেবে দেখতে চাই রিচা ঘোষকে। সংবর্ধনা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, খেলাধুলোয় বাংলা এখন এগিয়ে। আগে এতটা গুরুত্ব ছিল না। তিনি কুর্নিশ জানালেন সিএবি-সহ তাঁর বাবা-মা, শ্যামাদেবী এবং কোচ, সহকারী এবং অবশ্যই ঝুলন গোস্বামীকে, যিনি রিচার ব্যাটিং প্রতিভা দেখে তাঁকে সিনিয়র দলে খেলার জন্য তুলে নিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ঝুলনদের পরিশ্রম অধ্যবসায় ও ওদের জমি তৈরির ফসল পাচ্ছে রিচারা। তিনি একইসঙ্গে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের ক্যাপ্টেন-সহ গোটা টিমকেই শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ইডেন গার্ডেন্সকে আমি বলি গোল্ডেন গার্ডেন। কারণ এখানে সোনা তৈরি হয়। এর অনেক ইতিহাস আছে। উপস্থিত সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে দেখিয়ে তিনি বলেন, সৌরভ বাংলা, দেশ এবং গোটা বিশ্বকে অনেক দিয়েছে। কিন্তু আমি সোজা কথা সোজাভাবে বলতে ভালবাসি। তাই বলছি, আইসিসি প্রেসিডেন্ট কার হওয়ার কথা ছিল— অবশ্যই সৌরভের। আমি বিশ্বাস করি ও হবেই। সৌরভকে আটকানো এত সহজ নয়। এরপরই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রিচা আরও বড় হোক। ওকে ওর ইচ্ছে পূরণ করতে দিন। আমি সেদিন সবচেয়ে বেশি খুশি হব, যেদিন ও 'ফার্স্ট পজিশন' পাবে। অর্থাৎ ইডেন গার্ডেন্সে যে আওয়াজ উঠেছে, আগামী দিনে মহিলা ক্রিকেট দলের ক্যাপ্টেন হিসেবে রিচা ঘোষকে দেখতে চাই। রিচার প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ, কে কী বলল ভাববে না। নিজের কাজ করে যেতে হবে। কুৎসা, অপপ্রচারে কান দেবে না। বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ১৯৯১ সালে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী থাকাকালীন নইমুদ্দিন, রমাকান্ত আচরেকরদের দ্রোণাচার্য পুরস্কার দিয়েছিলেন, সেই কথাও স্মরণ করেন। উল্লেখ করেন বুলা চৌধুরীর অলিম্পিকে মেডেল আনার কাহিনিও।

এদিন রিচার ভূয়সী প্রশংসা করেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। বক্তব্য রাখতে গিয়ে বাংলার আর এক সোনার মেয়ে ঝুলন গোস্বামী স্মরণ করেন, রিচাকে খেলতে দেখে, ওঁর ব্যাটিং দেখে সিনিয়র দলে নেওয়ার সময় তাঁকে কতরকম বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। জলপাইগুড়ির মেয়ে, উত্তরবঙ্গের আর এক গর্ব বলে পরিচিত অভিনেত্রী মিমি রিচার হাতে একটি পুরস্কার তুলে দেন। এদিন মঞ্চে ছিলেন সিএবির সমস্ত কর্মকর্তা-সহ বাংলার ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। জমকালো সংবর্ধনা শেষে ইডেনের আকাশে চলে বাজির খেলা। সবটা দেখে-শুনে রিচা ঘোষ বলেন, জেতার পর থেকে ঘোরের মধ্যেই আছি। শিলিগুড়ির সংবর্ধনা, এখনকার সংবর্ধনা, পুরস্কার, আমাকে কেন্দ্র করে এত ভালবাসা— সবটাই স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। একটা সময় সঞ্চালক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা উল্লেখ করে বলেন, বহু বছর আগে তিনি যখন সাংসদ তখন একটি ক্রিকেট ম্যাচ হয়েছিল, যেখানে আজকের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বেস্ট প্লেয়ার হয়েছিলেন।

ম্যাচের সেরা হয়েছিলেন 'দিদি'

(প্রথম পাতার পর) তৎকালীন মন্ত্রী মার্গারেট আলভার পাশে বসে বাংলার বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী। মাথায় টুপি। পিছনে অন্য সাংসদরা।

ছবিটি পোস্ট করেছিলেন মার্গারেট আলভার ছেলে নিবেদিত আলভা। অনেক আগে করা পোস্ট। অথচ হঠাৎই সমাজমাধ্যমে উঠে এসেছে। রিচার সংবর্ধনা সভায় বাংলার বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর সেই সময়ের পারফরম্যান্সের কথা উল্লেখ হয়েছে। আসলে খেলার সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে নাড়ির টান বহুদিনের, তা অতীতের এই ছবিটিই বহন করে চলেছে।

'সার' আতঙ্কে মৃত্যু, পাশে তৃণমূল

(প্রথম পাতার পর)

এসআইআর-আতঙ্কে যাঁরা আত্মহত্যা করেছেন তাঁদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যান তৃণমূল নেতা-নেত্রীরা। কাকলি সরকারের পরিবারের সঙ্গে বিকেল ৫টায় দেখা করেন সাংসদ পার্থ ভৌমিক ও সামিরুল ইসলাম। টিটাগড়ে যান মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য। ডানকুনিতে মৃতের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সহ-সভাপতি সুদীপ রাহা। হুগলিতে যান তৃণমূল ছাত্র পরিষদের চেয়ারপার্সন জয়া দত্ত এবং স্থানীয় নেতারা। উলুবেড়িয়ায় যান তৃণমূল কাউন্সিলর অরূপ চক্রবর্তী এবং স্থানীয় নেতারা। আজ, রবিবার বিকেল ৪টেয় জামালপুরে বিমল সাঁতরার বাড়িতে যাবেন নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও রবি চট্টোপাধ্যায়। রামনগরে শেখ সিরাজউদ্দিনের বাড়িতে বিকেল ৪টেয় যাবেন ঋজু দত্ত ও স্থানীয় নেতৃত্ব। ভাঙড়ে সকাল ১১টায় শওকত মোল্লা ও অরূপ চক্রবর্তী যাবেন সফিকুল ইসলামের বাড়ি। বহরমপুরে দুপুর ২টোয় তারক সাহার বাড়ি যাবেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, অপূর্ব সরকার ও স্থানীয় নেতৃত্ব। কুলপিতে হাফেজের বাড়ি যাবেন সাংসদ পার্থ ভৌমিক ও বাপি হালদার বেলা ১২টায়। বীরভূমের সাঁইথিয়ায় সকাল ১১টায় বিমান প্রামাণিকের বাড়ি যাবেন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী, সঙ্গে থাকবেন স্থানীয় নেতৃত্ব।

দেশ বিদেশ

9 November, 2025 • Sunday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

গাজার গণহত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করল তুরস্ক সরকার। তুরস্কের এর্ডোগান সরকার শনিবার জানিয়েছে, গণহত্যায় অভিযুক্ত মোট ৩৭ জনের বিরুদ্ধে জারি করা হয়েছে পরোয়ানা

প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপেও মুক্তি অধরা

রুশ সেনায় ভারতীয় নিয়োগ নিয়ে উদ্বেগ

নয়াদিল্লি: রুশ সেনাবাহিনীতে কর্মরত ভারতীয় নাগরিকদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, সেপ্টেম্বরে এই সংখ্যা ছিল ২৭ জন, যা বর্তমানে বেড়ে ৪৪ জনে দাঁড়িয়েছে। ভারত সরকার এই ভারতীয় নাগরিকদের অবিলম্বে মুক্তি দিতে এবং ভারতীয় নাগরিকদের নিয়োগ বন্ধ করতে মস্কোর কাছে আর্জি জানালেও কাজের কাজ হয়নি। প্রধানমন্ত্রী মোদির হস্তক্ষেপের পরও রুশ বাহিনীতে জোর করে কাজে লাগানো ভারতীয়দের ফেরানো যায়নি। একদিকে যখন ভারত-রাশিয়া মৈত্রীর প্রচার হচ্ছে, তখন রণাঙ্গনে আটক ভারতীয়দের ফেরাতে কেন্দ্রের ব্যর্থতা সরকারের সদিচ্ছা নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিল।

বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল সাপ্তাহিক মিডিয়া ব্রিফিংয়ে নিশ্চিত করেছেন যে সাম্প্রতিক মাসগুলিতে বেশ কিছু ভারতীয় রুশ সামরিক ইউনিটে নিয়োগ পেয়েছেন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁদের রুশ সামরিক বাহিনীতে যোগ দিতে বাধ্য করা হচ্ছে। বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র বলেন, আমাদের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে ৪৪ জন ভারতীয় নাগরিক রুশ সেনাবাহিনীতে কাজ করছেন। তিনি আরও যোগ করেন, আমরা আটক ভারতীয়দের অবিলম্বে মুক্তি দিতে এবং এই ধরনের নিয়োগ বন্ধ করার জন্য রুশ কর্তৃপক্ষের কাছে আবার বিষয়টি উত্থাপন করেছি। তিনি জানান, সরকার রুশ পক্ষ এবং জড়িতদের পরিবারের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে। জয়সওয়াল রুশ সেনাবাহিনীতে যোগদানের বিরুদ্ধে সরকারের সতর্কবার্তা জানিয়ে বলেন, এই ধরনের নিয়োগ জীবনের জন্য বিপদ ডেকে আনে। তাঁর আক্ষেপ, আমরা বহুবার সতর্ক করার পরেও মানুষ যোগ দেওয়া অব্যাহত রেখেছে। তিনি উল্লেখ করেন যে ভারতীয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি এই ধরনের তালিকাভুক্তিতে সহায়তা করার জন্য জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে, যাতে মানুষকে এমন ঝুঁকিপূর্ণ উদ্যোগে যোগদানের জন্য প্রতারিত করা না হয়। বহুক্ষেত্রেই অন্য কাজের কথা বলে সেদেশে নিয়ে গিয়ে মুচলেকা দিয়ে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে বাধ্য করা

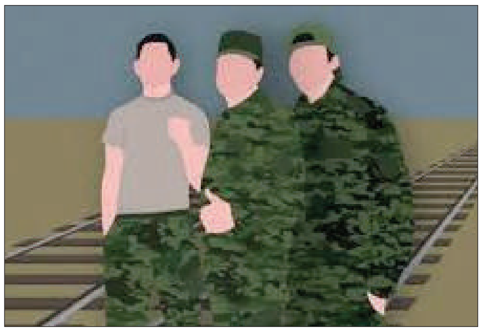

হচ্ছে। প্রতারক সংস্থাগুলির বিষয়ে সরকারি নজরদারির অভাব। এর আগে বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছিল যে, প্রধানমন্ত্রী মোদি রুশ কর্তৃপক্ষের কাছে বিষয়টি জোরালোভাবে উত্থাপন করেছেন এবং তারা রুশ সেনাবাহিনী থেকে সমস্ত ভারতীয় নাগরিকের দ্রুত মুক্তির প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কিন্তু কর্মরত ভারতীয়দের মুক্তি নিশ্চিত করার বিষয়ে মস্কোর পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসেনি। ভারতে নিযুক্ত রুশ রাষ্ট্রদূত ডেনিস আলিপভ মুক্তির কোনও সময়সীমা উল্লেখ করতে পারেননি। বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর লোকসভায় জানান যে ভারতীয় নাগরিকদের ফেরাতে অগ্রগতি ধীর, কারণ রুশ কর্তৃপক্ষ মনে করে যে এই ভারতীয় নাগরিকরা রুশ সেনাবাহিনীতে চাকরির জন্য চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন। কেন্দ্রের ব্যাখ্যা, অনেক ভারতীয়কে বিভ্রান্ত করা হয়েছে, কারণ তাদের প্রথমে বেসামরিক কাজের জন্য নিয়োগের কথা বলা হয়েছিল, কিন্তু পরে তাদের যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো হয়। সরকারি রেকর্ড অনুযায়ী, এই বছরের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত ১২৭ জন ভারতীয় নাগরিক রুশ সশস্ত্র বাহিনীতে নিয়োগ পেয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ৯৭ জনকে অব্যাহতি দেওয়া হয়, ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে এবং বাকিদের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি।

ইউক্রেনের হাতে বন্দি ভারতীয়কে ফেরাতে দ্রুত পদক্ষেপের নির্দেশ

নয়াদিল্লি: ইউক্রেনীয় বাহিনীর হাতে বন্দি ভারতীয় তরুণকে দেশে ফিরিয়ে আনতে দ্রুত পদক্ষেপ করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে দিল্লি হাইকোর্ট। রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধের মাঝে ওই ভারতীয় তরুণের আটকে পড়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে আদালত। জানা গিয়েছে, ২২ বছরের সাহিল মহম্মদ হুসেন উচ্চশিক্ষার জন্য গত বছরের জানুয়ারিতে রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গে গিয়েছিলেন। স্টুডেন্ট ভিসা নিয়ে আইটিএমও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রুশ ভাষা এবং সংস্কৃতি পড়তে গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু গত বছরের এপ্রিলে তাঁকে গ্রেফতার করে স্থানীয় পুলিশ। পরে জানা যায়, ইউক্রেনের সেনার হাতে বন্দি হয়েছেন ওই ভারতীয় তরুণ। সাহিলের মা হাসিনাবেনের দাবি, তাঁর ছেলে রাশিয়ায় এক কুরিয়ার সংস্থায় 'পার্টটাইম' কাজ করতেন। সাহিলকে মিথ্যা মাদক মামলায় ফাঁসানো হয়েছে বলেও অভিযোগ তাঁর। এ অবস্থায় ছেলেকে দ্রুত দেশের ফেরানোর দাবিতে দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন হাসিনাবেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্টের বিচারপতি সচিন দত্ত দ্রুত পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছেন কেন্দ্রকে। তাঁর পর্যবেক্ষণ, ওই ভারতীয় পড়ুয়াকে হয়তো জোর করে রুশ সেনায় যুক্ত করা হয়েছে।

পশ্চিম আফ্রিকার মালিতে অপহৃত পাঁচ ভারতীয়

মালি: পশ্চিম আফ্রিকার মালিতে বৃহস্পতিবার অপহৃত হয়েছেন ঠিকাদার সংস্থার অধীনে কর্মরত পাঁচ ভারতীয়। একাধিক তদন্তকারী সংস্থা এই ঘটনার পিছনে আল-কায়দা এবং আইসিস জঙ্গি গোষ্ঠীর হাত থাকতে পারে বলে দাবি করছে। এই দুই জঙ্গি গোষ্ঠী গত কয়েক বছরে ওই এলাকায় তাদের প্রভাব বৃদ্ধি করে চলেছে। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার মালির পশ্চিম দিকে কোবরির কাছে পাঁচজন ভারতীয় নাগরিককে কিছু সশস্ত্র দুষ্কৃতী জোর করে তুলে নিয়ে যায়।

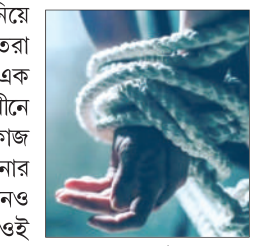

অপহৃতরা সকলেই মালির এক ঠিকাদার সংস্থার অধীনে বৈদ্যুতিকীকরণের কাজ করছিলেন। এই ঘটনার পরে নতুন কোনও ঘটনা এড়াতে ওই সংস্থায় কর্মরত অন্যান্য ভারতীয় কর্মীদের দ্রুত রাজধানী বামাকোতে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

এদিকে অপহরণের পর দু'দিন কেটে গেলেও এখনও পর্যন্ত কোনও জঙ্গি গোষ্ঠী এই অপহরণের দায় স্বীকার করেনি। সেনাবাহিনীর শাসনের অধীনে থাকা দেশ মালিতে বেশ কয়েক বছর ধরে লাগাতার অস্থিরতা চলছে। আল-কায়দা এবং ইসলামিক স্টেট-সহ একাধিক গোষ্ঠীর হামলা বেড়ে গিয়েছে। এই মুহূর্তে মালিতে দুষ্কৃতী হামলা ও অপহরণের মত অপরাধমূলক ঘটনা নিত্যদিনের বিষয়। ২০১২ সাল থেকে মালিতে সামরিক অভ্যুত্থান এবং জঙ্গি হামলার ফলে সেখানকার সরকার নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়েছে। প্রসঙ্গত, গত সেপ্টেম্বরেও দু'জন আমিরশাহির এবং একজন ইরানের নাগরিককে অপহরণ করা হয়। প্রায় ৫০ মিলিয়ন ডলার মুক্তিপণের বিনিময়ে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়। ভারত সরকারের বিদেশ মন্ত্রক এবং মালি সরকার ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। অপহৃত ভারতীয়দের জন্য উদ্বেগ বাড়ছে।

চিন এগিয়ে গেল ৬৪তম স্থানে, আমেরিকা ও ভারতের র‍্যাঙ্কিংয়ে পতন

নয়াদিল্লি: পর্যটন পরামর্শদাতা সংস্থা হেনলি অ্যান্ড পার্টনার্স প্রকাশিত সর্বশেষ পাসপোর্ট সূচক বা হেনলি পাসপোর্ট ইনডেক্স অনুসারে, ভারতীয় পাসপোর্টের র‍্যাঙ্কিংয়ে পতন ঘটেছে। ২০২৪-এর তুলনায় ৮ ধাপ পিছিয়ে বর্তমানে দক্ষিণ আফ্রিকার দেশ মৌরিতানিয়ার সাথে যৌথভাবে ৮৫ তম স্থানে রয়েছে ভারত, যার মাধ্যমে ভারতীয় পাসপোর্টধারীরা ৫৭টি দেশে ভিসামুক্ত প্রবেশাধিকার পান। এই বছরের শুরুতে যখন ভারত ৫৯টি দেশে ভিসামুক্ত প্রবেশাধিকার পেত, তখন এদেশ ছিল ৭৭ তম স্থানে—যা থেকে বর্তমান পতনটি বেশ উল্লেখযোগ্য।

ভিসামুক্ত প্রবেশাধিকার

এদিকে এই সূচক তৈরির ২০ বছরে প্রথমবারের মতো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাসপোর্ট বিশ্বের ১০টি শক্তিশালী পাসপোর্টের তালিকা থেকে ছিটকে গেছে। ২০১৪ সালে একসময় ১ নম্বরে থাকা আমেরিকান পাসপোর্ট এবার মালয়েশিয়ার সাথে যৌথভাবে ১২তম স্থানে নেমে এসেছে, যার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ২২৭টি গন্তব্যের মধ্যে কেবল ১৮০টিতে ভিসামুক্ত প্রবেশাধিকার পাওয়া যায়। একইভাবে, ব্রিটেনের পাসপোর্টও এই সূচকে তার সর্বনিম্ন অবস্থানে নেমে এসেছে, যা জুলাই মাসের ষষ্ঠ স্থান থেকে বর্তমানে অষ্টম স্থানে এসেছে। উল্লেখ্য, ২০১৫ সালে যুক্তরাজ্যের পাসপোর্টও একসময় শীর্ষস্থান দখল করেছিল।

হেনলি অ্যান্ড পার্টনার্স জানিয়েছে, মার্কিন পাসপোর্টের এই নিম্নমুখী প্রবণতার কারণ হল একাধিক প্রবেশাধিকারের পরিবর্তন। ব্রাজিলের সাথে ভিসামুক্ত

প্রবেশাধিকার হারানো এবং চিনের দ্রুত সম্প্রসারিত ভিসামুক্ত তালিকা থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাদ পড়া এই পতনের শুরু। এরপর পাপুয়া নিউ গিনি এবং মায়ানমারের মতো দেশগুলির নিয়ম পরিবর্তন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্কোরকে আরও কমিয়েছে, যখন অন্য অনেক পাসপোর্টের স্কোর বেড়েছে। সম্প্রতি সোমালিয়ার নতুন ই-ভিসা ব্যবস্থা চালু এবং ভিয়েতনামের ভিসামুক্ত তালিকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত শেষ ধাক্কা দিয়েছে, যা এটিকে শীর্ষ ১০ থেকে বাইরে ঠেলে দিয়েছে। বর্তমানে তিনটি এশীয় দেশ—সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া এবং জাপান—এই র‍্যাঙ্কিংয়ে আধিপত্য বিস্তার করছে। সিঙ্গাপুর ১৯৩টি গন্তব্যে ভিসামুক্ত প্রবেশাধিকার নিয়ে শীর্ষস্থানে রয়েছে, এরপর দক্ষিণ কোরিয়া (ভিসামুক্ত প্রবেশাধিকার ১৯০) এবং জাপান (ভিসামুক্ত প্রবেশাধিকার ১৮৯)। গত দশকে এই সূচকে চিন অন্যতম বৃহৎ দেশ হিসেবে তালিকায় উঠে এসেছে। ২০১৫ সালের ৯৪তম স্থান থেকে জিনপিংয়ের দেশ ২০২৫ সালে ৬৪তম স্থানে উন্নীত হয়েছে এবং এই সময়ের মধ্যে এর ভিসামুক্ত প্রবেশাধিকারের স্কোর ৩৭টি গন্তব্য বেড়েছে। শুধু গত বছরেই চিন অতিরিক্ত ৩০টি দেশকে ভিসামুক্ত প্রবেশাধিকার দিয়েছে। এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রাশিয়াকে ভিসামুক্ত প্রবেশাধিকার দেওয়ার মতো সাম্প্রতিক পদক্ষেপগুলি বেজিংয়ের ক্রমবর্ধমান উন্মুক্ততা ও বিশ্বজুড়ে যোগাযোগ বৃদ্ধির চলমান কৌশলকে তুলে ধরে। শক্তিশালী পাসপোর্টের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান পিছিয়ে ১০০তম স্থানে। বাংলাদেশের পাশাপাশি একই স্থানে রয়েছে উত্তর কোরিয়া—দুটি দেশের নাগরিকই বিশ্বের মাত্র ৩৮টি দেশে ভিসা ছাড়াই ভ্রমণ করতে পারেন। সূচকের সর্বশেষ অর্থাৎ ১০৬তম স্থানে রয়েছে আফগানিস্তান, যার নাগরিকরা মাত্র ২৪টি দেশে ভিসা ছাড়া যেতে পারেন। হেনলি অ্যান্ড পার্টনার্স জানিয়েছে, আন্তর্জাতিক বিমান পরিবহণ সংস্থা (আইএটিএ)-এর তথ্যের ওপর ভিত্তি করে এই সূচক তৈরি করা হয়। এতে বিশ্বের ১৯৯টি দেশের পাসপোর্ট এবং ২২৭টি ভ্রমণ গন্তব্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যেখানে প্রতিটি দেশের নাগরিক কোন কোন দেশে আগাম ভিসা ছাড়া ভ্রমণ করতে পারেন তা নির্ধারণ করা হয়।

৩ নভেম্বর কলেজ স্ট্রিটের কলেজ স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত হয় ভিজে বইয়ের বইমেলা। অংশ নিয়েছে প্রায় ২৫টি প্রকাশন সংস্থা। পাঠকদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখ করার মতো

বাজল মেলার ঘণ্টা

৪৯তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার উদ্বোধন ২২ জানুয়ারি। চলবে ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। এবারেও থিম কান্ট্রি আর্জেন্টিনা। অংশগ্রহণকারী দেশের সংখ্যা আগের তুলনায় বাড়তে পারে। দ্য পার্ক-এ অনুষ্ঠিত পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ডের সাংবাদিক সম্মেলন ঘুরে এসে লিখলেন

অংশুমান চক্রবর্তী

বাঙালির রক্তে ফুটবল। দিয়েগো আর্মান্দো মারাদোনার বাঁ-পায়ের জাদু মুগ্ধ করেছিল অগণিত ক্রীড়ামোদীকে। বর্তমানে আচ্ছন্ন করে রেখেছে মেসি-ম্যাজিক। মূলত এই দুই ফুটবল-কিংবদন্তির কারণেই বিশ্বকাপ এবং কোপায় আর্জেন্টিনার হয়ে গলা ফাটান বঙ্গবাসীরা, বঙ্গভাষীরা। লাতিন আমেরিকার দেশটি মিশে গেছে বাঙালির আবেগের সঙ্গে। ফুটবলপ্রেমীদের জন্য সুখবর, ২০২৬-এর আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার থিম কান্ট্রি হিসেবে অংশ নিচ্ছে আর্জেন্টিনা। মেলা প্রাঙ্গণে থাকবে এই দেশের বিশেষ প্যাভিলিয়ন। গত ৩ নভেম্বর, কলকাতার দ্য পার্ক হোটেলে পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ড আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এই খবর জানান গিল্ডের সভাপতি সুধাংশুশেখর দে, গিল্ডের সাধারণ সম্পাদক ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন আন্দ্রেস সেবাস্তিয়ান রোজাস, আনন্দী কুইপো রিয়াভিটজ, রাজু বর্মন, শুভঙ্কর দে, সুদীপ্ত দে, এষা চট্টোপাধ্যায়, শিলাদিত্য সরকার প্রমুখ। উন্মোচিত হয় লোগো।

প্রসঙ্গত, ৪৯তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা শুরু হবে ২২ জানুয়ারি। চলবে ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। মেলার উদ্বোধন করবেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্মাননীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন দেশ ও বিদেশের বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিক ও অন্যান্য গুণিজন। স্থান, সল্টলেক বইমেলা প্রাঙ্গণ।

বেশ কয়েক বছর ধরেই আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা পৃথিবীর বৃহত্তম পাঠকধন্য বই উৎসব। গিল্ডের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ২০২৫ সালের বইমেলায় এসেছিলেন ২৭ লক্ষ বইপ্রেমী। বই বিক্রির পরিমাণ ২৩ কোটি টাকা। আগামী বইমেলায় অংশগ্রহণের জন্য অনেক নতুন প্রকাশক আবেদন করেছেন। গতবার সামান্য কিছু নতুন স্টল দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু আগামী বইমেলায় স্টলের সংখ্যা আর বাড়ানো সম্ভব হবে বলে মনে হয় না।

প্রতিবছরের মতো ২০২৬-এর বইমেলায় অংশ নেবে গ্রেট ব্রিটেন, আমেরিকা, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, স্পেন, পেরু, কলম্বিয়া, জাপান, থাইল্যান্ড এবং লাতিন আমেরিকার অন্যান্য দেশ। আলোচনা চলছে আরও কিছু দেশের সঙ্গে। ফলে অন্যান্য বছরের তুলনায় ২০২৬-এ আরও বেশি সংখ্যক দেশ অংশ নিতে পারে। এছাড়া থাকছে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের প্রকাশনাও। যেমন দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, তামিলনাড়ু, গুজরাত, মহারাষ্ট্র, বিহার, অসম, ঝাড়খণ্ড, কর্নাটক,

ওড়িশা, ত্রিপুরা ইত্যাদি। যথারীতি থাকবে লিটল ম্যাগাজিন প্যাভিলিয়ন, চিলড্রেনস প্যাভিলিয়ন ইত্যাদি। আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার অন্যতম আকর্ষণ, কলকাতা লিটারেচার ফেস্টিভ্যাল। অনুষ্ঠিত হবে ২৪ এবং ২৫ জানুয়ারি। অংশ নেবেন সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতের বিশিষ্টরা।

২০২৭ সালে পালিত হবে আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার সুবর্ণজয়ন্তী। এই উপলক্ষে গিল্ডের পক্ষ থেকে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যেসব আলোকচিত্রী প্রথম ২০ বছর অর্থাৎ ১৯৭৬ থেকে ১৯৯৬ অবধি ময়দানে আয়োজিত বইমেলার দুর্লভ সব ছবি তুলেছেন, তাঁদের আলোকচিত্রের একটি প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে।

এইসব দুর্লভ ও স্মৃতিবিজড়িত ফটোর মধ্যে সেরা ১০টিকে যথাযোগ্য মূল্যে পুরস্কৃত করা হবে। ২০২৬ বইমেলার প্রেস কর্নারে তাঁদের পাঠানো সব ছবিই মনোনয়ন সাপেক্ষে প্রদর্শিত হবে। আগামী সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষে এই ছবিগুলি বইমেলার স্মরণিকায় প্রকাশ করার ইচ্ছা রয়েছে গিল্ড কর্তৃপক্ষের।

নগরোন্নয়ন দফতর, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, কেএমডিএ, বিধাননগর পুলিশ, কলকাতা পুলিশ, বিধাননগর পুরসংস্থা-সহ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অন্যান্য দফতর বইমেলা সফল করতে বাড়িয়ে দেয় সহযোগিতার হাত। এবারেও তার ব্যতিক্রম হবে না।

বাজল মেলার ঘণ্টা। শারদ উৎসবের পর এই মেলাকেই রাজ্যের সবচেয়ে বড় উৎসব মনে করা হয়। তুমুল ব্যস্ততা চোখে পড়ছে কলেজ স্ট্রিট বইপাড়ায়। লেখক, সম্পাদক, প্রকাশক, কর্মীদের দম ফেলার সময় নেই। দ্রুততার সঙ্গে প্রস্তুত করতে হবে বই। পাঠকরা মুখিয়ে আছেন যে!

—ছবি : শুভেন্দু চৌধুরী

বাংলার ডাকাত

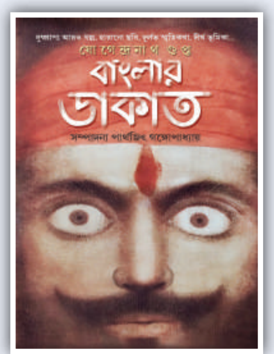

» যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত-র ‘বাংলার ডাকাত’। পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় চার খণ্ড একত্রিত হয়ে নতুন কলেবরে প্রকাশিত হয়েছে দীপ প্রকাশন থেকে। পরিশিষ্ট অংশে ডাকাত সম্পর্কিত বেশকিছু দুষ্প্রাপ্য আলোচনা ও লেখককে নিয়ে কিছু মানুষের স্মৃতিচারণা যুক্ত হয়েছে। গল্পের আকারে পরিবেশিত। কিন্তু ঘটনাগুলো সব সত্যি। গল্পের অধিকাংশ ডাকাত সাধারণ মানুষের বন্ধু। গরিবরা তাদের কাছে সুরক্ষিত। ডাকাতরা কেড়ে নেয় বড়লোকের থেকে। আপাতদৃষ্টিতে দুর্ধর্ষ মনে হলেও এই ডাকাতরা যথেষ্ট মানবিক। ফলে তাদের ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। বেশকিছু গল্পে ইংরেজ শাসিত বাংলার প্রকৃত ছবি ফুটে উঠেছে। সেই সময়ের ডাকাতদের সম্পর্কে জানতে হলে বইটি পড়তে হবে। প্রচ্ছদশিল্পী সুব্রত চৌধুরী। দাম ৫০০ টাকা।

ক্যামেলিয়া

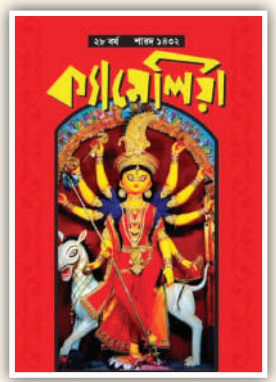

» রাজীব ঘোষের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় পত্রিকাটি। শারদীয়া সংখ্যায় দেখা যায় বিষয় বৈচিত্র্য। প্রবন্ধ লিখেছেন পবিত্র সরকার, তপোধীর ভট্টাচার্য, মীরাতুন নাহার, বর্ণশ্রী বক্সি, দোলনচাঁপা তেওয়ারী দে। গল্পের ডালি সাজিয়েছেন অমর মিত্র, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন ব্যাপারী, সাধন চট্টোপাধ্যায়, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, নলিনী বেরা, চুমকি চট্টোপাধ্যায়, জয়ন্ত দে, তৃণাঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়, বিনোদ ঘোষাল, সিদ্ধার্থ সিংহ, প্রগতি মাইতি প্রমুখ। আছে কালীকৃষ্ণ গুহ, সুবোধ সরকার, শংকর চক্রবর্তী, শ্রীজাত, স্মরণজিৎ চক্রবর্তী, গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃদুল দাশগুপ্ত, প্রবালকুমার বসু প্রমুখের কবিতা। সবমিলিয়ে সংগ্রহে রাখার মতো একটি সংখ্যা।

এক পশলা বৃষ্টি

» আলিপুরদুয়ার থেকে প্রকাশিত হয় পত্রিকাটি। অম্বরীশ ঘোষের সম্পাদনায়। শারদ ১৪৩২ সংখ্যার আছে নানা বিষয়ের লেখা। শিবলি মোকতাদির, স্বপনকুমার মণ্ডল, মলয় পাহাড়ি, শৌভিক রায় প্রমুখের প্রবন্ধ, শুভঙ্কর গুহ, রাহুল দাশগুপ্ত, মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য, শুভ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের গল্প উল্লেখ করার মতো। কবিতা উপহার দিয়েছেন শ্যামলকান্তি দাশ, যশোধরা রায়চৌধুরী, বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসূন ভৌমিক, পিনাকী রায়, ঋজুরেখ চক্রবর্তী প্রমুখ। আছে গুচ্ছ কবিতা, অনুবাদ কবিতা, অল্প কথার গল্প ইত্যাদি। সবমিলিয়ে পরিচ্ছন্ন একটি সংখ্যা।

হার্দিক পান্ডিয়ার পরিবর্ত হতে পারে শিবম দুবে, মন্তব্য অভিষেক নায়ারের

কৃতিত্ব দলের : সূর্য

সেরা হয়ে উচ্ছ্বসিত অভিষেক

ব্রিসবেন, ৮ নভেম্বর : অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজ জয়ের কৃতিত্ব গোটা দলের। সাফ জানালেন সূর্যকুমার। শনিবার ম্যাচের পর ভারত অধিনায়ক বলেন, ম্যাচটা হলে ভাল লাগত। কিন্তু আবহাওয়ার উপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ নেই। প্রথম ম্যাচ হারের পর ছেলেরা যেভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে সিরিজ জিতেছে, তার জন্য কৃতিত্ব দিতেই হবে। এই সাফল্যের পিছনে গোটা দলের অবদান রয়েছে।

সূর্য আরও বলেছেন, ব্যাটার, ফাস্ট বোলার, স্পিনার—প্রত্যেকেই নিজেদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেছে। বুমরা ও অর্শদীপ তো দুরন্ত। স্পিনাররাও অসাধারণ বল করেছে। সত্যি কথা বলতে কী, প্রথম একাদশে ঢোকার জন্য প্রত্যেকেই নিজেদের সেরাটা দিচ্ছে। বিশ্বকাপের আগে যা আমাদের কাছে ইতিবাচক মাথাব্যথা।

মেয়েদের ওয়ান ডে বিশ্বকাপের প্রসঙ্গ টেনে সূর্যর বক্তব্য, সম্প্রতি আমাদের মেয়েরা বিশ্বকাপ জিতেছে। আমরাও দেশের মাটিতে বিশ্বকাপ খেলব। ফলে প্রত্যাশার চাপ তো থাকবেই। তবে হাতে এখনও গোটা দুয়েক সিরিজ রয়েছে। তার মধ্যেই সেরা বিশ্বকাপ দল বেছে নেওয়া যাবে। এদিকে, প্রথমবার অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে খেলতে নেমেই

সিরিজ সেরার ট্রফি নিয়ে অভিষেক।

সিরিজের সেরার পুরস্কার পেয়ে আপ্লুত অভিষেক শর্মা। তিনি বলছেন, এই সিরিজটা খেলার জন্য মুখিয়ে ছিলাম। ম্যান অফ দ্য সিরিজ হতে পেরে আমি দারুণ খুশি। অস্ট্রেলিয়ার পিচ ব্যাটিংয়ের জন্য আদর্শ। নিজেকে সেইভাবেই তৈরি করেছিলাম। অভিষেক আরও বলেছেন, অস্ট্রেলিয়া দলে বিশ্বমানের ফাস্ট বোলাররা রয়েছে। ওদের বিরুদ্ধে খেললে উন্নতি হতে বাধ্য। কোচ এবং ক্যাপ্টেন আমার ভূমিকা কী, সেটা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। তাই ক্রিজে গিয়ে কোনও চাপ অনুভব করিনি। নিজের স্বাভাবিক ব্যাটিংটাই করেছি। তাঁর পাখির চোখ যে আগামী বছরের টি-২০ বিশ্বকাপ, সেটা গোপন না করে অভিষেক বলেন, যদি বিশ্বকাপ স্কোয়াডে সুযোগ পাই, তাহলে সেটা হবে স্বপ্ন সত্যি হওয়ার মতোই ঘটনা। ছোটবেলা থেকে দেশের হয়ে বিশ্বকাপ জেতার স্বপ্ন দেখেছি। সুযোগ পেলে, নিজের সেরাটা উজাড় করে দেব।

পণ্ড ম্যাচ, ভারতের সিরিজ

টি-২০ সিরিজ জয়ের পর ভারতীয় দল। শনিবার ব্রিসবেনে।

ব্রিসবেন, ৮ নভেম্বর : শেষ পর্যন্ত টি-২০ সিরিজ জিতেই দেশে ফিরছেন সূর্যকুমার যাদবরা। শনিবার ব্রিসবেনে আয়োজিত পঞ্চম টি-২০ ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে গিয়েছে। ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে থেকে এদিন গাব্বায় নেমেছিলেন সূর্যরা। তাই ম্যাচ বাতিল হতেই ভারতের সিরিজ জয় নিশ্চিত হয়ে যায়। অস্ট্রেলিয়ার কাছে একদিনের সিরিজ হারের পর, টি-২০ সিরিজে জিতে মধুর প্রতিশোধ নিলেন সূর্যরা। প্রসঙ্গত, সিরিজের প্রথম ম্যাচও বৃষ্টিতে ভেস্তে গিয়েছিল।

শনিবার গাব্বায় বৃষ্টির একটা পূর্বাভাস ছিলই। ভারতীয় ইনিংসের পঞ্চম ওভারে ঘনঘন বাজ পড়তে থাকে। ক্রিকেটারদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে খেলা বন্ধ করে দেন আম্পায়াররা। ড্রেসিংরুমে ফিরে যান সবাই। এর পরেই নামে বৃষ্টি। যা কখনওই পুরোপুরি থামেনি। শেষ পর্যন্ত শেষ হাসি হাসে বৃষ্টিই। স্থানীয় সময় রাত ৮.৫০ মিনিটে আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়ে দেওয়া হয় ম্যাচ বাতিল হয়েছে। ফলে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে থাকার সুবাদে সিরিজ জিতে নেয় ভারত।

আগামী বছরের টি-২০ বিশ্বকাপের আগে সূর্যদের হাতে রইল আর মাত্র ১০টি ম্যাচ। এর মধ্যে রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে পাঁচটি এবং নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচটি। এদিন টস হেরে ব্যাট করতে নেমে, শুরু থেকেই চালিয়ে খেলেছেন অভিষেক শর্মা ও শুভমন গিল। দু'জনের মধ্যে বেশি আগ্রাসী ছিলেন শুভমন। এই সিরিজে ব্যাট হাতে একেবারেই ছন্দে ছিলেন না সূর্যকুমারের ডেপুটি। এই ম্যাচের আগে ভারতীয় নেটে কোচ গৌতম গম্ভীর আলাদা করে কথাও বলেছিলেন শুভমনের সঙ্গে। এদিন অবশ্য মাত্র ১৬ বলে অপরাজিত ২৯ রান করা শুভমনের ব্যাটে ছিল চেনা ফর্মের ঝলক। অন্যদিকে, দু'বার জীবনদান পেয়ে ১৩ বলে অপরাজিত ২৩ রান করেন অভিষেক। সিরিজে মোট ১৬৩ রান করার সুবাদে তিনি সিরিজের সেরা পুরস্কার পেয়েছেন।

স্কোরবোর্ড (অসম্পূর্ণ)

ভারত : অভিষেক নট আউট ২৩ (১৩), শুভমন নট আউট ২৯ (১৬), অতিরিক্ত: ০। মোট (৪.৫ ওভারে বিনা উইকেটে): ৫২ রান। বোলিং: ডারশুইস ২-০-২৭-০, বার্টলেট ১.৫-০-১৩-০, এলিস ১-০-১২-০।

এছাড়া শনিবারই এক অনন্য রেকর্ডের মালিক হয়েছে অভিষেক। আন্তর্জাতিক টি-২০ ফরম্যাটে বলের হিসাবে দ্রুততম এক হাজার রানের নজির গড়েছেন বাঁ হাতি ভারতীয় ওপেনার। তিনি মাত্র ৫২৮ বলে এই কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। আগের রেকর্ড ছিল অস্ট্রেলিয়ার টিম ডেভিডের (৫৬৯ বল)। ইনিংসের হিসাবে অভিষেক বিশ্বের দ্বিতীয় দ্রুততম। তিনি ২৮ ইনিংসে এক হাজার টি-২০ রান করেছেন। সবথেকে কম ইনিংস খেলে এক হাজার আন্তর্জাতিক রানের রেকর্ড এখনও বিরাট কোহলির (২৭ ইনিংস) দখলে।

তিনবার চোট পেয়েও ঝোড়ো ব্যাটিং পন্থের

ফের সেঞ্চুরি হাঁকালেন জুরেল

বেঙ্গালুরু, ৮ নভেম্বর : একবার নয়, তিন-তিনবার চোট পেলেন! মাঠও ছাড়লেন। কিন্তু ফের ক্রিজে ফিরে ঝোড়ো ব্যাটিং ঋষভ পন্থের। যা ইডেন টেস্টের আগে স্বস্তি দিচ্ছে ভারতীয় শিবিরকে।

শনিবার দক্ষিণ আফ্রিকা এ দলের বিরুদ্ধে ভারত এ দলের দ্বিতীয় ইনিংস ব্যাট করার সময় মাত্র ২০ মিনিটের ব্যবধানে প্রথমে হেলমেট, এরপর বাঁ হাতের কনুইয়ে এবং সব শেষে পেটে আঘাত পান পন্থ। এরপর আর ব্যাট করতে পারেননি। ড্রেসিংরুমে ফিরে যান। সেই সময় তিনি ১৭ রানে ব্যাট করছিলেন। প্রথমে দক্ষিণ আফ্রিকা এ দলের পেসার শেপো মোরেকির বাউন্সার পন্থের হেলমেটে লাগে। টাল সামলাতে না পেরে মাটিতে পড়ে গিয়েছিলেন পন্থ। কনকাশন টেস্টের পর অবশ্য ফের ব্যাটিং শুরু করেন

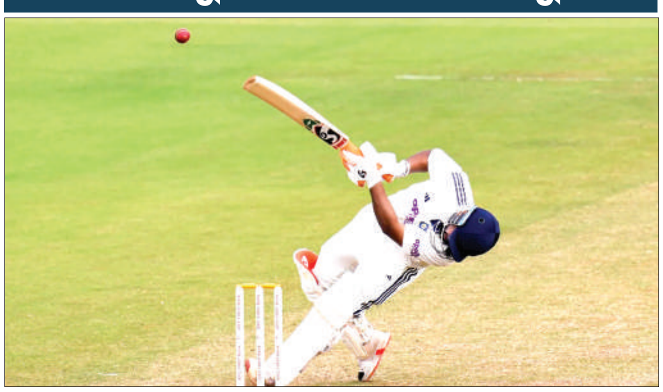

হেলমেটে বল লাগার সেই মুহূর্ত। শনিবার বেঙ্গালুরুতে।

তিনি। কিন্তু কিছুক্ষণ পর সেই মোরেকির আরও একটি শর্টপিচ বল তাঁর বাঁ হাতে লাগে। যন্ত্রণায় গ্লাভস খুলে ফেলেছিলেন পন্থ। ফিজিও শুশ্রূষার পর ফের ব্যাট করা শুরু করতে না করতেই বিপত্তি। এবার মোরেকির বলে তলপেটে আঘাত পান। এর পরেই রিটায়ার্ড হার্ট হয়ে ড্রেসিংরুমে ফিরে যান।

তাঁর চোট নিয়ে যখন উদ্বেগ চরমে। তখনই হর্ষ দুবে (৮৪ রান) আউট হওয়ার পর সবাইকে অবাক করে ফের মাঠে নামেন পন্থ। শেষ পর্যন্ত আউট হন ৫৪ বলে ৬৫ করে। অন্যদিকে, প্রথম ইনিংসের পর, দ্বিতীয় ইনিংসেও সেঞ্চুরি হাঁকালেন ধ্রুব জুরেল। জোরালো করলেন টেস্টের প্রথম দলে থাকার দাবিটা। তিনি ১২৭ রানে অপরাজিত থাকেন। ৭ উইকেটে ৩৮২ রান তুলে ইনিংস ডিক্লেয়ার করে দেয় ভারত এ। জেতার জন্য ৪১৭ রান তাড়া করতে নেমে, দিন শেষে উইকেট না হারিয়ে ২৫ রান দক্ষিণ আফ্রিকা এ-র।

বিকল্প সমাধানের পথ খোঁজা শুরু

এশিয়া কাপ ট্রফি

দুবাই, ৮ নভেম্বর : শেষ পর্যন্ত কি এশিয়া কাপ ট্রফি আসতে চলেছে ভারতে! তেমনটাই ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে। আইসিসির বৈঠকে ভারত ও পাকিস্তানের ক্রিকেটকর্তাদের মধ্যে এ নিয়ে ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে বলে খবর। দু'দেশই বিকল্প সমাধানের পথ খুঁজছে। বিসিসিআই সূত্রের খবর, শুক্রবার আইসিসির বৈঠকে পাক বোর্ডের প্রধান মহসিন নকভির সঙ্গে আলাদা করে বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ শইকিয়ার কথা হয়েছে। সেখানে আইসিসির দুই শীর্ষস্থানীয় কর্তাও উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা ইতিবাচক হয়েছে। দু'দেশের বোর্ডই সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নিয়েছে। আপাতত দুবাইয়ে আইসিসির সদর দফতরে রাখা আছে এশিয়া কাপ ট্রফি। আগে জানা গিয়েছিল, নকভির হাত থেকে না নিলে, ভারতকে এশিয়া কাপ ট্রফি দেওয়া হবে না। যদিও এখন খবর হল, বরফ অনেকটাই গলেছে। পাক বোর্ডের তরফ থেকে বিকল্প পথের কিছু প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। সেভাবে বিসিসিআইও কিছু প্রস্তাব দিয়েছে। এখন দেখার শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি কী দাঁড়ায়।

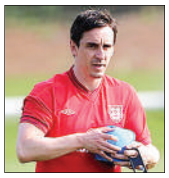

জীবনের শিক্ষা দেয় টেস্ট, আমি টি-২০'র ভক্ত নই : গ্যারি নেভিল

ক্যাম্প ন্যুতে ফিরল বার্সা

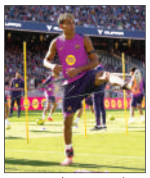

বার্সেলোনা : ৮৯৪ দিন পর হোম গ্রাউন্ড ক্যাম্প ন্যু-তে ফিরল বার্সেলোনা! আর এই মুহূর্তটাকে স্মরণীয় করে রাখতে ওপেন প্র্যাকটিস সেশন রেখেছিল বার্সা কর্তৃপক্ষ। ২৩ হাজারেরও বেশি সমর্থকদের সামনে প্র্যাকটিস করলেন লামিনে ইয়ামাল, রবার্ট লেয়নডস্কিরা। ২০২৩ সালের পর থেকে ক্যাম্প ন্যু-তে কোনও ম্যাচ খেলেনি বার্সেলোনা। কারণ স্টেডিয়ামে সংস্কারের কাজ চলছিল। ফলে ওই সময় নিজেদের সবক'টি ম্যাচ অস্থায়ীভাবে অলিম্পিক স্টেডিয়ামে খেলেছে কাতালান জায়ান্টরা। প্র্যাকটিসও করেছে সেখানে। আগামী ২২ বা ২৯ নভেম্বর ক্যাম্প ন্যু-তে ম্যাচ খেলার পরিকল্পনা রয়েছে।

হারের হ্যাটট্রিক

হংকং : হংকংয়ে সিক্সেস ২০২৫ টুর্নামেন্টে দীনেশ কার্তিকের নেতৃত্বাধীন ভারতের হারের হ্যাটট্রিক। শনিবার কার্তিকরা কুয়েত, আরব আমিরশাহি ও নেপালের কাছে অপ্রত্যাশিতভাবে হেরে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গেলেন। প্রথম ম্যাচে কুয়েত আগে ব্যাটকরে ৬ ওভারে ১-৬ রান তুলেছিল। জবাবে ভারতের ইনিংস গুটিয়ে যায় ৭৯ রানে। দ্বিতীয় ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করে ১০৭ রান তুলেছিল ভারত। কিন্তু ৫.৫ ওভারে জয় ছিনিয়ে নেয় আমিরশাহি। এরপর নেপালের বিরুদ্ধেও হারের লজ্জা পেতে হয় কার্তিকদের। প্রথমে ব্যাট করে নেপাল ৬ ওভারে ১৩৭ রান তুলেছিল। জবাবে ভারত ৪৫ রানেই অলআউট হয়ে যায়।

নেতৃত্বে সঞ্জয়

নয়াদিল্লি : আসন্ন সুলতান আজলান শাহ টুর্নামেন্টে ভারতীয় হকি দলকে নেতৃত্ব দেবেন ডিফেন্ডার সঞ্জয় রানা। বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে নিয়মিত অধিনায়ক হরমনপ্রীত সিং-সহ একঝাঁক সিনিয়র খেলোয়াড়কে। প্রসঙ্গত, মালয়েশিয়ার ইপোতে আগামী ২৩ নভেম্বর থেকে শুরু হবে এই টুর্নামেন্ট। চলবে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত। ভারত এবং আয়োজক মালয়েশিয়া ছাড়াও এই টুর্নামেন্টে অংশ নিচ্ছে বেলজিয়াম, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া ও কানাডা। ২৩ নভেম্বর দক্ষিণ কোরিয়া ম্যাচ দিয়ে অভিযান শুরু করবে ভারত।

ভারতের ম্যাচ আনতে হকি ইন্ডিয়াকে চিঠি দেবে রাজ্য

নতুন মাঠে বেটনের উদ্বোধনে ক্রীড়ামন্ত্রী

বেটন কাপ নিয়ে ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, মন্ত্রী সুজিত বসু, অলিম্পিয়ান গুরবক্স সিং-সহ অন্যরা। শনিবার।

প্রতিবেদন : ভারতের কোথাও এমন একটা আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়াম নেই যেখানে দেখা যায় অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকার মতো ঘাসের গ্যালারি ঢাল হয়ে নেমে আসে। পোশাকি নাম 'আর্দেন গ্যালারি'। মাটিতে ঘাসের উপর শুয়ে-বসেই দর্শকরা খেলা দেখেন। এখন খাস কলকাতার বুকেই এভাবে খেলা দেখতে পারবেন দর্শকরা। বিবেকানন্দ যুবভারতী আন্তর্জাতিক হকি স্টেডিয়াম মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে উদ্বোধন হওয়ার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে নতুন মাঠে ঐতিহ্যবাহী বেটন কাপ প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। শনিবার ১২৬তম বেটন কাপের উদ্বোধন করেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, হকি অলিম্পিয়ান গুরবক্স সিং ও দমকলমন্ত্রী তথা হকি বেঙ্গলের সভাপতি সুজিত বসু। ছিলেন লিয়েন্ডার পেজ ও অন্যান্য অতিথিরা।

পরিকাঠামো ও সুযোগসুবিধায় যুবভারতীর নতুন হকি স্টেডিয়ামে আন্তর্জাতিক ম্যাচ চায় রাজ্য সরকার। ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস বেটনের সূচনা করে জাগোবাংলাকে বললেন, আমরা খুব শীঘ্রই নতুন স্টেডিয়ামে ভারতের ম্যাচ আয়োজন করতে চেয়ে হকি ইন্ডিয়াকে চিঠি দিচ্ছি। এই পরিকাঠামো দেশের কোথাও নেই। আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশন এই স্টেডিয়ামকে ইতিমধ্যেই সর্বোচ্চ গ্রেড দিয়েছে। এখন কলকাতায় হকি উপভোগ করবে জাতীয় খেলোয়াড়রা। ক্রীড়ামন্ত্রী আরও বলেন, মাঠের ধারে ঢাল হয়ে নেমে আসা ঘাসের 'আর্দেন গ্যালারি' ভারতবর্ষে আর কোথাও নেই। দর্শক স্বাচ্ছন্দ্যে আমরাই উদাহরণ তৈরি করলাম। এখানে সাধারণ দর্শকরা মনের আনন্দে হকি উপভোগ করবেন।

বেটন কাপের জৌলুস ফেরানোর উদ্যোগ নিয়েছেন ক্রীড়ামন্ত্রী। তিনি বলেন, তিন প্রধানের কর্তাদের সঙ্গে কথা হয়েছে। আগামী বছর বেটনে খেলবে মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল ও মহামেডান। দেশের অন্যতম সেরা খেলোয়াড়দের নিয়ে বেটন কাপ আয়োজনের চেষ্টা করব আমরা। উদ্বোধনী ম্যাচের আগে দুই দল ওড়িশা একাদশ ও বিএনআর রিক্রিয়েশন ক্লাবের খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হন অতিথিরা। ওড়িশা ৩-১ গোলে হারায় বিএনআর-কে। দ্বিতীয় ম্যাচে ইউপি একাদশ পেনাল্টি শুটআউটে ৩-২ ব্যবধানে জেতে নাভাল টাটা অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে।

হার বাঁচাল ম্যান ইউ

লন্ডন, ৮ নভেম্বর : প্রিমিয়ার লিগে টটেনহ্যাম হটস্পারের সঙ্গে ২-২ ড্র করল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে, শেষ মুহূর্তের গোলে হার বাঁচালেন ব্রুনো ফার্নান্ডেজরা। শনিবার বিপক্ষের মাঠে প্রথমে গোল করে এগিয়ে গিয়েছিল ম্যান ইউ। ৩২ মিনিটে গোলটি করেন ব্রায়ান এমবেউমা। খেলার ৮৩ মিনিট পর্যন্ত ওই গোলেই এগিয়ে ছিল ম্যান ইউ। কিন্তু ৮৪ মিনিটে ১-১ করে দেন টটেনহ্যামের ম্যাথিয়াস টেল। এরপর সংযুক্ত সময়ের প্রথম মিনিটে রিচার্লিসনের গোলে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে গিয়েছিল টটেনহ্যাম। সেই সময় মনে হয়েছিল, নিশ্চিতভাবেই ম্যাচ জিততে চলেছে টটেনহ্যাম। কিন্তু সংযুক্ত সময়ের ৯৬ মিনিটে ম্যাথিজ ডি'লাইটের গোলে ২-২ করে ফেলে ম্যান ইউ। এদিনের ড্রয়ের পর, ১১ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে লিগ তালিকার তিনে উঠে এসেছে টটেনহ্যাম। অন্যদিকে, সমান ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে সাতে ম্যান ইউ।

কল্যাণরা অযোগ্য, তোপ প্রশাসকদের

প্রতিবেদন : আইএসএল নিয়ে অনিশ্চয়তায় ভারতীয় ফুটবল ঘোর সংকটে। কাঠগড়ায় সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থার সভাপতি কল্যাণ চৌবে। সভাপতি এবং তাঁর টিমের অযোগ্যতাকেই বর্তমান পরিস্থিতির জন্য দায়ী করছেন ভারতীয় ফুটবলে রিলায়েন্সকে আনা ফেডারেশনের প্রাক্তন কর্তারা। প্রাক্তন সচিব কুশল দাস প্রশাসক হিসেবে তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে আইএসএল চালানোর দায়িত্ব এফএসডিএল-কে দিয়েছিলেন। কুশল বলছিলেন, বর্তমান কর্তাদের ক্রীড়া প্রশাসন চালানোর কোনও অভিজ্ঞতা নেই। অযোগ্য লোকে ভর্তি। এফএসডিএলের আশঙ্কার জায়গাগুলো সাত-আট মাস আগেই দূর করা যেত। তারজন্য অভিজ্ঞতা লাগে। ভারতীয় ফুটবলকে এরা শেষ করে দিচ্ছে। প্রাক্তন সহসভাপতি সুব্রত দত্ত বলছেন, নেতৃত্ব যদি অযোগ্য হয় তাহলে এই পরিস্থিতিই হবে। এরা প্রমাণ করে দিল, ভারতীয় ফুটবল বিক্রয়যোগ্য নয়। ইস্টবেঙ্গলের শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার বলছেন, আমি বিসিসিআই-এর কাছে আবেদন করছি ভারতীয় ফুটবলে অর্থ বিনিয়োগ করার জন্য। তবে আমি আশাবাদী, আইএসএল হবে।

এশিয়া মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স

সোনা বাংলার মহিলা সিভিক ভলান্টিয়ারের

সোনার মেয়ে নাইমা।

প্রতিবেদন : আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশের নাম উজ্জ্বল করল বাংলা। বাংলার মহিলা সিভিক ভলান্টিয়ার ২২টি দেশকে টেক্কা দিয়ে ছিনিয়ে আনলেন সোনা। আন্তর্জাতিক স্তরের জ্যাভলিন থ্রো প্রতিযোগিতায় শিরোপা উঠল মালদহের নাইমা খাতুনের মাথায়। মালদহের মানিকচকের বাসিন্দা ৩৬ বছরের নাইমা একজন সিভিক ভলান্টিয়ার। ছোটবেলা থেকেই জ্যাভলিনের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল। সেই জ্যাভলিনই তাঁকে দিল বহু আকাঙ্ক্ষিত সাফল্য। সেইসঙ্গে গর্বিত করল বাংলাকে।

মানিকচকের রাজনগর গ্রামে বাড়ি নাইমার। মানিকচক থানায় সিভিক ভলান্টিয়ার পদে কর্মরত। পরিবারে রয়েছেন মা, দাদা ও বিধবা বোন। সিভিক ভলান্টিয়ারের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি খেলার প্রতিও তাঁর নিষ্ঠা চোখে পড়ার মতো। রাজ্যস্তরে দু'বার এবং জাতীয় স্তরে একবার জ্যাভলিন থ্রো প্রতিযোগিতায় সোনা জিতেছেন তিনি। ২০২৪ সালে আন্তর্জাতিক স্তরের খেলার জন্য সিলেকশন রাউন্ডে ভাল ফল করে এশিয়া মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫ প্রতিযোগিতায় সুযোগ পান নাইমা। তামিলনাড়ুর চেন্নাইয়ে জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় ৩৫ ঊর্ধ্ব মহিলা বিভাগে জ্যাভলিন থ্রো প্রতিযোগিতায় অংশ নেন তিনি। সেখানে ৩০ মিটার দূরত্বে জ্যাভলিন ছুঁড়ে স্বর্ণপদক জিতলেন বাংলার মেয়ে। নাইমা জানিয়েছেন, স্কুল-কলেজ থেকে শুরু করে এখন থানার বড়বাবু-মেজবাবুরাও তাঁকে খেলার উৎসাহ দেন। প্রথম আন্তর্জাতিক স্তরের প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়ে উচ্ছ্বসিত মালদহের মহিলা সিভিক ভলান্টিয়ার।

অনুষ্টুপ-শাহবাজে লড়াইয়ে বাংলা

অনুষ্টুপের সেঞ্চুরি, শাহবাজের ৮৬।

প্রতিবেদন : সুরাটে রেলওয়েজের বিরুদ্ধে রঞ্জি ট্রফির ম্যাচের প্রথম দিন শুরুর ধাক্কা সামলে লড়াইয়ে ফিরল বাংলা। সৌজন্যে অভিজ্ঞ অনুষ্টুপ মজুমদারের অপরাজিত সেঞ্চুরি এবং শাহবাজ আহমেদের হাফ সেঞ্চুরি।

টসে জিতে ব্যাট করতে নেমে ২৭ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে গিয়েছিল বঙ্গ ব্রিগেড। নেতৃত্বের দায়িত্ব পাওয়া সুদীপ ঘরামি কোনও রান না করেই আউট হন। অভিষেক ম্যাচে ওপেন করতে নেমে আদিত্য পুরোহিত মাত্র ৬ রান করে ফিরে যান কুণাল যাদবের বলে। সুরজ সিন্ধু জয়সওয়ালকে চারে নামানো হলেও ৫ রানের বেশি করতে পারেননি। শাকির হাবিব গান্ধী (২৮) ভাল শুরু করেও ফেরেন।

৬১-৪ থেকে অনুষ্টুপ ও শাহবাজের জুটিতে বাংলা লড়াইয়ে ফেরে। পঞ্চম উইকেট জুটিতে দু'জনে ১৩৪ রান যোগ করেন। শাহবাজ ৮৬ রান করে আউট করণ শর্মার বলে আউট হলেও সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন অনুষ্টুপ। ১০৩ রানে ক্রিজে বঙ্গ ক্রিকেটের ক্রাইসিস ম্যান। অনুষ্টুপের সঙ্গে ৩৯ রানে অপরাজিত রয়েছেন সুমন গুপ্ত। দু'জনে অবিচ্ছিন্ন ষষ্ঠ উইকেট জুটিতে ৭৮ রান যোগ করেছেন। প্রথম দিনের শেষে বাংলার স্কোর ৫ উইকেটে ২৭৩। রেলের কুণাল যাদবের ঝুলিতে ৩ উইকেট।

মাঠে ময়দানে
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
9 November, 2025 • Sunday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in

রিচার সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে গান গেয়ে চমক শিলিগুড়িরই মেয়ে তথা অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তীর

অন্য কেউ নয়, সৌরভের আইসিসি প্রেসিডেন্ট হওয়া উচিত ছিল: মুখ্যমন্ত্রী

রিচার হাতে বঙ্গভূষণ সম্মান তুলে দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার ইডেনে।

বিশ্বকাপজয়ী বঙ্গকন্যাকে স্নেহের আলিঙ্গন মুখ্যমন্ত্রীর।

প্রতিবেদন : সবুজের মাঝে ঝলমলে মঞ্চ। শনিবাসরীয় সন্ধ্যায় ইডেন গার্ডেন্সের ছবি এটা। ঠিক ইডেন নয়, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের কথায় এটা গোল্ডেন গার্ডেন। তিনি বললেন, অনেক খেলার ইতিহাস আছে এখানে।

এই ইতিহাস থেকেই এল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম। তিনি তখন মঞ্চেই। মুখ্যমন্ত্রী বললেন, সৌরভ বাংলা, দেশ ও বিশ্ব ক্রিকেটকে এগিয়ে দিয়েছে। ওকে দেখলেই আমার একটা কথা মনে পড়ে। সেই যে জার্সি খুলে ঘুরিয়েছিল।

কিন্তু তিন বছর আগের সেই ঘটনা? তাও তো মনে পড়ছে মুখ্যমন্ত্রীর। যখন কোনও এক অদৃশ্য অঙ্গুলিহেলনে আইসিসি প্রেসিডেন্ট পদে বসা হয়নি সৌরভের। বিসিসিআই সম্মতি না দেওয়ায় আইসিসি চেয়ারম্যান পদে লড়তে পারেননি তিনি। যা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর আক্ষেপ যে এখনও যায়নি সেটা বোঝা গেল তাঁর কথায়।

মুখ্যমন্ত্রী বলছিলেন, আমাদের বন্ধু আছে, শত্রুও আছে। সৌরভ দুঃখ পাবে। ও ভারতের অধিনায়ক ছিল। আমি বড্ড ঠোঁটকাটা। তাই কথাটা বলেই ফেলি। সৌরভের আইসিসি প্রেসিডেন্ট হওয়ার কথা ছিল। সৌরভ ছাড়া অন্য কারও ওই পদে থাকার কথা নয়।

তবে মুখ্যমন্ত্রী আশাবাদী, সৌরভ একদিন বিশ্ব ক্রিকেটের সর্বোচ্চ পদে বসবেন। তাঁর হাতে এদিন ম্যান্ডেলা-গান্ধী ফ্রিডম ট্রফির রেপ্লিকা তুলে দেন সিএবি সভাপতি। ১৪ নভেম্বর থেকে ইডেনে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম টেস্ট শুরু হবে। সৌরভ তার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীকে।

শনিবারের সিএবি অনুষ্ঠানের নাম দেওয়া হয়েছিল সেলিব্রেটিং ভিশন অ্যান্ড ভিকট্রি। সৌরভ নিজেই মুখ্যমন্ত্রীকে অনুষ্ঠানে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী বললেন, আমার একটা প্রোগ্রাম ছিল। তবু আসব বলেছিলাম। এটা গর্বের অনুষ্ঠান। রিচার বয়স কম। ওর সামনে রোজ নতুন দিন আসবে। ওকে কোনও চাপ দিও না। রিচা ভালবাসা দিয়ে বিশ্বজয় করবে। মেয়েরাও আরও এগিয়ে যাক। ঝুলনরা জীবনপাত করেও বিশ্বকাপ জিততে পারেনি। রিচারা পারল। ওর সঙ্গে ভারতীয় দলকেও অভিনন্দন।

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সৌরভ, রিচা ও ঝুলন।

রিচাকে অধিনায়ক দেখতে চান সৌরভ

প্রতিবেদন : তিনি বিশ্বকাপ ট্রফি ভীষণ কাছ থেকে দেখেছেন। কিন্তু হাতে তুলতে পারেননি। ফাইনালে উঠেও রিকি পন্টিংয়ের অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে গিয়েছিল ভারত।

বঙ্গকন্যা রিচা ঘোষের হাতে বিশ্বকাপ উঠেছে দেখে তাই রীতিমতো উচ্ছ্বসিত সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর এই খুশি ধরা পড়ল শনিবার বিকেলে সিএবির রিচা-বরণ অনুষ্ঠানে। সৌরভ বলছিলেন, আমার মনে হয় রিচা আমার মেয়ে সানার থেকেও ছোট। এত কম বয়সে এত কিছু অর্জন করে ফেলাটা বিশাল ব্যাপার। এজন্য ওকে আমার অভিনন্দন। তাঁর সময়ে সৌরভ ছিলেন বিশ্বের অন্যতম সেরা অধিনায়ক। তাঁর আর শচীন তেন্ডুলকরের ওপেনিং জুটি সাদা বলের দুনিয়ায় বোলারদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। নিজের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে সৌরভ বুঝতে পারছেন সাদা বলের ক্রিকেটে ছ'নম্বরে ব্যাট করা কত কঠিন। কেন? সিএবির মঞ্চে দাঁড়িয়ে প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের ব্যাখ্যা, ছয়ে নেমে ব্যাট করা কঠিন এইজন্য যে তখন বল কমে আসে। কিন্তু রানের গতি বাড়াতে হয়। রিচা ঠিক এই কাজটাই করছে। আর সেটা খুব ভাল করেই করছে। এখানেই না থেমে সৌরভ আরও বলছিলেন, রিচার বয়স কম। সামনে লম্বা ক্রিকেট জীবন পড়ে আছে। একদিন ও ভারতের অধিনায়ক হবে, এটা আমি দেখতে চাই। এইসঙ্গেই মেয়েদের প্রিমিয়ার লিগের কথাও টেনে আনেন সিএবি সভাপতি। ওমেন্স প্রিমিয়ার লিগের দিনের আলো দেখতে পাওয়ার পিছনে বড় ভূমিকা ছিল সৌরভের। তিনি তখন বোর্ড সভাপতি। সৌরভ বললেন, এই লিগ মেয়েদের ক্রিকেটকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। মঞ্চে বসা ঝুলন গোস্বামীর কথা টেনে তিনি বলেন, ঝুলনদের সময় এত কিছু ছিল না। কিন্তু ঝুলন-মিতালিরা ভারতে মেয়েদের ক্রিকেটকে অনেক এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। রিচাদের কাপ জয়ে যা আরও এগিয়ে দেবে বলেই আমার বিশ্বাস।

মুখ্যমন্ত্রীর কথা রেখেছিলেন বুলা

প্রতিবেদন : সাতবারের সাংসদ। তিনবারের মুখ্যমন্ত্রী। সেই সঙ্গে তিনি প্রবল ক্রীড়াপ্রেমীও। নয়ের দশকের গোড়ায় মমতা বন্দোপাধ্যায় ছিলেন কেন্দ্রের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ মন্ত্রী। তখন আরও কাছ থেকে দেখেছিলেন খেলার দুনিয়াকে। শনিবার ইডেনে রিচা ঘোষের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সেসব দিনের টুকরো টুকরো ঝলক উঠে এল তাঁর মুখে।

মুখ্যমন্ত্রী বলছিলেন, আমি ক্রীড়ামন্ত্রী থাকাকালীন ফুটবল কোচ সৈয়দ নইমুদ্দিন দ্রোণাচার্য পুরস্কার পেয়েছিলেন। শচীন তেন্ডুলকরের কোচ রমাকান্ত আচরেকরকেও এই সম্মান দেওয়া হয়েছিল। ফুটবলার সুব্রত ভট্টাচার্যের অর্জুন পুরস্কার পাওয়াও আমার সময়।

পুরনো কথা বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর মুখে উঠে এল আর একটি ঘটনা। সেটা সাঁতারু বুলা চৌধুরিকে নিয়ে। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন বুলা। বলেছিলেন তাঁকে অর্জুন পুরস্কার দিতে হবে। সামনেই ছিল কমনওয়েলথ গেমস। মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে বলেছিলেন, তুমি যদি কমনওয়েলথ গেমসে আটটির মধ্যে ছ'টি পদক জিততে পার তাহলে তোমার ইচ্ছে পূরণ হবে। বুলা পদক জিতে কথা রেখেছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রীর কথায় উঠে এল অ্যাথলিট পি টি উষার নামও। দেখা করতে এসেছিলেন তাঁর সঙ্গে। যেমন এসেছিলেন আর এক অ্যাথলিট সাইনি আব্রাহামও। তখন তিনি খ্যাতির মধ্যগগনে। সাইনি এসে বলেছিলেন, আমার ভাইয়ের একটা চাকরি দরকার। তাহলে আমি আরও ভাল করে খেলায় মন দিতে পারব। কথা রেখেছিলেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রবিবার

9 November, 2025 • Sunday • Page 17 || Website - www.jagobangla.in

১৭
৯ নভেম্বর ২০২৫
রবিবার

Kolkata International Film Festival

৩১তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে শতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হচ্ছে দেশ-বিদেশের কয়েকজন কিংবদন্তির প্রতি। তিন বিদেশি চলচ্চিত্র-ব্যক্তিত্বের বৈচিত্র্যপূর্ণ কর্মজীবনের উপর আলোকপাত করলেন

অংশুমান চক্রবর্তী

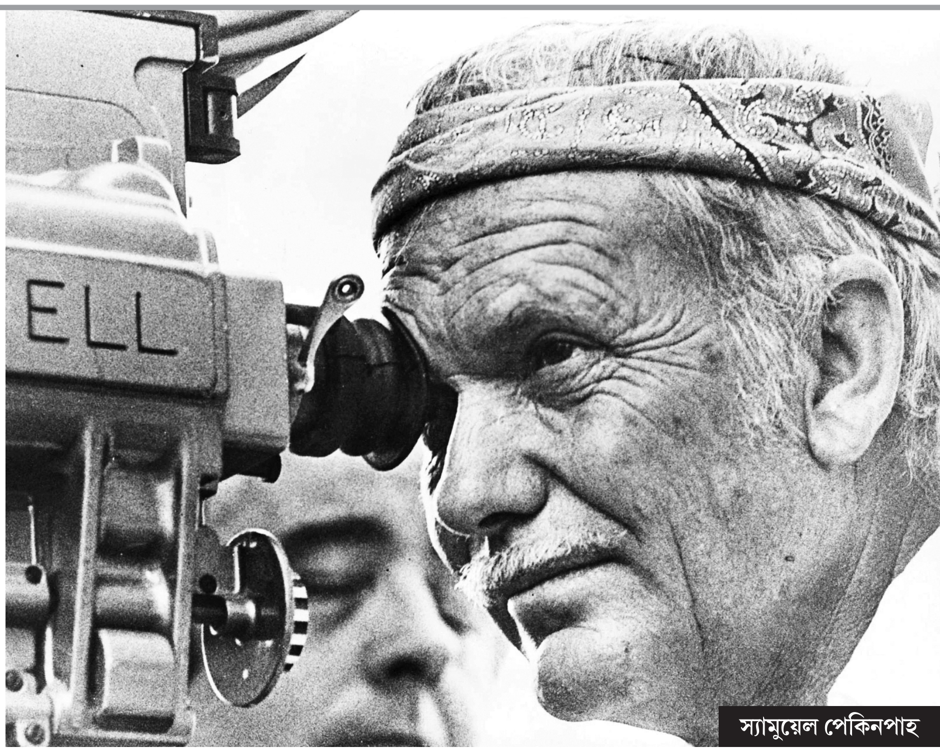

স্যামুয়েল পেকিনপাহ

জন্মশতবর্ষে তিন কিংবদন্তি

চলচ্চিত্রপ্রেমীদের প্রাণের উৎসব ‘কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব’। এবার ৩১তম বছর। পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়োজিত এই উৎসবে শতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হচ্ছে ঋত্বিক ঘটক, প্রদীপ কুমার, সন্তোষ দত্ত, সলিল চৌধুরী, রাজ খোসলা-র প্রতি। কেউ চলচ্চিত্র পরিচালক, কেউ অভিনেতা, কেউ সুরকার, লেখক। এঁরা ভারতবর্ষের গর্ব। জড়িয়ে আছেন আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে। এঁদের পাশাপাশি চলচ্চিত্র উৎসবে জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হচ্ছে তিন বিদেশি চলচ্চিত্র-ব্যক্তিত্ব— স্যামুয়েল পেকিনপাহ, রিচার্ড বার্টন এবং ওজসিচ হ্যাসের প্রতি। এই তিন কিংবদন্তি সমৃদ্ধ করেছেন চলচ্চিত্র শিল্পকে। সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে রয়েছে তাঁদের অগণিত অনুরাগী। চলচ্চিত্রে তাঁদের অবদান সম্পর্কে একটু জেনে নেওয়া যাক। সেইসঙ্গে দেখে নেওয়া যাক, তাঁদের কোন কোন ছবি উৎসবে রয়েছে।

স্যামুয়েল পেকিনপাহ

হলিউডের সিনেমার ভাষা বদলে দিয়েছিলেন স্যামুয়েল পেকিনপাহ। বিখ্যাত আমেরিকান চলচ্চিত্র পরিচালক তিনি। পরিচিত ছিলেন স্যাম পেকিনপাহ নামেও। জন্ম ১৯২৫ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি। ক্যালিফোর্নিয়ার ফ্রেসনোয়। শৈশব জীবন কেটেছে সাধারণভাবে। ফ্রেসনো হাই স্কুলে পড়ার সময় জুনিয়র ভার্সিটি ফুটবল দলে সুযোগ পান। কিন্তু শৃঙ্খলাজনিত সমস্যার কারণে বাবা-মা তাঁকে সান রাফায়েল মিলিটারি অ্যাকাডেমিতে ভর্তি করেন। ১৯৪৩ সালে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মেরিন কর্পসে যোগ দেন। দুই বছরের মধ্যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাপানি সৈন্যদের নিরস্ত্রীকরণ এবং তাঁদের দেশে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব নিয়ে তাঁর ব্যাটালিয়নকে চিন দেশে পাঠানো হয়। চিনের অভিজ্ঞতা পেকিনপাহকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

লস অ্যাঞ্জেলেসে ছাড়া পাওয়ার পর তিনি ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটি ফ্রেসনোতে ইতিহাস নিয়ে পড়াশোনা করেন। ছাত্র থাকাকালীন, ১৯৪৭ সালে মেরি সেল্যান্ডের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। তাঁরা বিবাহ করেন। নাট্য বিভাগের একজন মেজর, সেল্যান্ড থিয়েটার বিভাগের সঙ্গে পেকিনপাহর পরিচয় করিয়ে দেন। তারপর পেকিনপাহ প্রথমবারের মতো পরিচালনায় আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

১৯৪৮ সালে স্নাতক হওয়ার পর ইউনিভার্সিটি অফ সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়াতে নাটকে স্নাতকোত্তর অধ্যয়নে ভর্তি হন। স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের আগে তিনি লস অ্যাঞ্জেলেসের কাছে হান্টিংটন পার্ক সিভিক থিয়েটারে পরিচালক হিসেবে দুটি মরসুম কাটিয়েছিলেন। তাঁকে আরও এক বছর থাকতে বলা হয়েছিল, কিন্তু তিনি একটি চ্যানেলে উপস্থাপক হিসেবে কাজ শুরু করেন।

১৯৫৪ সালে, ‘রায়েট ইন সেল ব্লক ১১’ চলচ্চিত্রের জন্য পেকিনপাহকে সংলাপ প্রশিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা হয়। তাঁর কাজ ছিল চলচ্চিত্র পরিচালক ডন সিগেলকে সহযোগিতা করা। ছবিটির শুটিং হয়েছিল ফোলসম কারাগারে। জানা যায়, সিগেলের লোকেশনের কাজ এবং ছবিতে অতিরিক্ত হিসাবে প্রকৃত বন্দিদের ব্যবহার পেকিনপাহর উপর স্থায়ী প্রভাব ফেলেছিল। তিনি সিগেলের আরও চারটি চলচ্চিত্রে সংলাপ প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে পেকিনপাহ স্বাধীনভাবে বেশকিছু মনে রাখার মতো ছবি পরিচালনা করেন। ‘দ্য ওয়াইল্ড বাঞ্চ’, ‘দ্য ডায়াবলস অ্যাডভাইজার’, ‘প্যাট গ্যারেট অ্যান্ড বিলি দ্য কিড’ ছবিগুলো পেয়েছিলেন চূড়ান্ত সাফল্য। তিনি তাঁর চলচ্চিত্রগুলিতে বুনে দিয়েছিলেন অস্বাভাবিক আবেগ এবং রোমান্টিকতা।

কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে রয়েছে পেকিনপাহ পরিচালিত দুটি ছবি। ৮ নভেম্বর নন্দন-১-এ দেখানো হয়েছে ১৯৬৯ সালে নির্মিত ‘দ্য ওয়াইল্ড বাঞ্চ’। এটা একটা বয়স্ক দস্যু দলের গল্প। উইলিয়াম হোল্ডেন, আর্নেস্ট বোর্গনাইন এবং রবার্ট রায়ান-সহ অনেক বিখ্যাত অভিনেতা এতে অভিনয় করেছেন।

আজ রবীন্দ্র ওকাকুরা ভবনে দেখানো হবে ‘প্যাট গ্যারেট অ্যান্ড বিলি দ্য কিড’ ছবিটি। ১৯৭৩ সালে নির্মিত। অভিনয়ে জেমস কোবার্ন, ক্রিস ক্রিস্টোফারসন, রিচার্ড জ্যাকেল, কেটি জুরাডো, চিল উইলস, ব্যারি সুলিভান, জেসন রোবার্ডস, স্লিম পিকেন্স, বব ডিলান।

(এরপর ১৯ পাতায়)

ওজসিচ হ্যাস

রিচার্ড বার্টন

রবিবার
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
9 November, 2025 • Sunday • Page 18 || Website - www.jagobangla.in

ফেলে-দেওয়া বর্জ্যের গর্ভে মাত্র বছর চল্লিশেই জন্ম নিল এক নতুন ধরনের শিলা। পৃথিবীর বুকে এই প্রকার নবজাতক পাথরের মজবুত ছোঁয়া লাগতেই কেঁপে উঠেছে সমুদ্র ও তার উপকূলীয় পরিবেশ। বৈজ্ঞানিক মহলের মাথা ভারী, এই নতুনের সন্ধান মানবসভ্যতার জন্য কতটা সুসংবাদ বয়ে আনে সেটাই দেখার। লিখলেন **তুহিন সাজ্জাদ সেখ**

আবর্জনার স্তূপে এক নতুন পাথরের ইতিহাস

সেই সমুদ্রের তীরে
শীর্ণ দেহে জীর্ণ চীরে
খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশপাথর

সেই ছোটবেলায় আমরা শুনেছি পরশপাথরের গল্প— যা ছোঁয়া-মাত্রই লোহাকে সোনা করে তোলে। কবিতার পঙ্‌ক্তিতে, রূপকথার চেনা ছকে, পরশপাথর ছিল রূপান্তরের প্রতীক। আজকের বিজ্ঞান সেই রূপকথার ছায়া যেন বাস্তবের বুকে এনে হাজির করেছে। মানুষ যা ফেলেছে অবজ্ঞায়, সেই শিল্পবর্জ্য মাটির নিচে সময়ের ছাঁচে গড়ে তুলেছে এক নতুন ধরনের শিলা— যা গঠন করেছে মাত্র ৩৫ বছরে। প্রকৃতি ও প্রযুক্তির মিলনে, মানুষের ফেলে দেওয়া দ্রব্যে গড়ে ওঠা এই পাথর যেন এক নতুন পরশপাথর— যা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, রূপান্তরের জাদু শুধু কল্পনায় নয়, বিজ্ঞানেও ঘটতে পারে। এই নতুন শিলা শুধু ভূতাত্ত্বিক কৌতূহল নয়, বরং একটি নতুন যুগের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছানোর নিঃশব্দ সংকেত।

ইংল্যান্ডের পশ্চিম কুম্ব্রিয়ার উপকূলে, ডারউয়েন্ট হাওয়ের প্রাকৃতিক ঢালে সম্প্রতি উঠে এসেছে প্রকৃতির এক অদ্ভুত নতুন বিস্ময়— নীলচে ধূসর, কাচের মতো ঝকঝকে শিলা। প্রাকৃতিক শিলার মতো নয়, এই পাথর যেন সময় ও মানুষের ফেলে দেওয়া আবর্জনার সংমিশ্রণে তৈরি। কৃত্রিম বর্জ্য, শিল্পকারখানার পরিত্যক্ত অবশেষ, আর প্রাকৃতিক কেরামতির সম্মিলনে জন্ম নিয়েছে এই নতুন প্রকারের শিলা। যেখানে একদিন ছিল আঁস্তাকুড়ে, সেখানেই আজ দাঁড়িয়ে রয়েছে এক ঝলমলে প্রাকৃতিক রূপান্তরের নিদর্শন— এই ঘটনা প্রমাণ করে, শুধুমাত্র রবি ঠাকুরের কবিতায় নয়, পৃথিবীর বুকেও যখন খুশি জন্ম নিতে পারে এক আশ্চর্য পরশপাথর।

বর্জ্য থেকে শিলা

জিওলজি জার্নালে প্রকাশিত গবেষণাপত্র থেকে জানা যায়, ইউনিভার্সিটি অব গ্লাসগোর একদল গবেষক সমুদ্র-ঘেঁষা ডারওয়েন্ট হাউয়ের তটরেখায় সমীক্ষা করতে গিয়েই এই প্রকার বিশেষ শিলার খোঁজ পান। ওই উপত্যকার উপর শক্ত হয়ে যাওয়া নুড়ির মধ্যে এই ধরনের অদ্ভুত কাঁচের মতো নীলচে ধূসর পাথরগুলো সবার আগে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন দ্যা স্কুল অব জিওলজিক্যাল অ্যান্ড আর্থ সায়েন্সের সিনিয়র লেকচারার ড. অ্যামান্ড আওয়েনের নজরে আসে। তারপর শুরু হয় গভীর অনুসন্ধান ও নিবিড় গবেষণা।

নবজাত শিলার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় ব্রিটেনের রাজা জর্জ পঞ্চমের ১৯৩৪ সালে মুদ্রিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গৌরবগাথা বিরল ধাতব পেনি বা কয়েন। আরও পাওয়া যায়, সেই ১৯৮৯ সালের তৈরি নতুন প্রযুক্তির অ্যালুমিনিয়াম পুল ট্যাব স্টাইলের ক্যান। হালকা, টেকসই এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্য— এই ছোট্ট টুকরো অ্যালুমিনিয়াম থেকে আধুনিক প্যাকেজিং-এর এক নিঃশব্দ বিপ্লব শুরু হয়েছিল তখনই। অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি পুল ট্যাব স্টাইলের ক্যানে প্রথম চালু হয় নতুন এক ঢাকনা প্রযুক্তি। চোখার মতো ট্যাবটি সহজেই খুলে দেয় পানীয়র মুখ, বদলে দেয় ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা। ব্যস এইসব অনুসন্ধানই গবেষকদের কাছে তুলে ধরে নতুন শিলার আনুমানিক বয়সের মাপকাঠি। দ্যা স্কুল অব জিওলজিক্যাল অ্যান্ড আর্থ সায়েন্সের আরেকজন সিনিয়র লেকচারার এবং প্রকাশিত গবেষণা পত্রটির সহলেখক ড. জন ম্যাকডোনাল্ড জানান খুঁজে পাওয়া পাথরগুলোর বয়স প্রায় ৩৫ বছর।

বিজ্ঞানীদের ধারণা, পশ্চিম কুম্ব্রিয়ার উপকূলে অবস্থিত ডারওয়েন্ট হাউয়ের-এর স্ল্যাগ ব্যাঙ্ক আজ এক অভিনব ভূতাত্ত্বিক বিস্ময়ের প্রতীক। এক সময় এখানে জমা হয়েছিল প্রায় ২.৭ কোটি কিউবিক ইয়ার্ড ইস্পাত কারখানার পরিত্যক্ত বর্জ্য— যা স্টিল স্ল্যাগ নামে পরিচিত। সেই ধাতব বর্জ্য আজ প্রকৃতির হাত ধরে রূপ নিচ্ছে এক নতুন ধরনের শিলায়। ভূতাত্ত্বিকেরা একে নাম দিয়েছেন 'অ্যানথ্রপোক্লাস্টিক রক সাইকেল'— একটি মানবসৃষ্ট শিলাচক্র, যা প্রকৃতির দীর্ঘকালীন প্রক্রিয়াকে অনেক গুণ দ্রুতগতিতে অনুকরণ করে। কারণ, স্ল্যাগের মধ্যে থাকা রাসায়নিক উপাদান ইতিমধ্যেই সিমেন্টের মতো কঠিন হয়ে উঠবার উপযুক্ত।

কখনও যে স্থানটি ছিল শুধুই শিল্পবর্জ্যের স্তূপ, আজ সেটিই হয়ে উঠেছে প্রকৃতি ও মানব ইতিহাসের এক অনন্য মেলবন্ধনের নিদর্শন। সমুদ্রের ঢেউয়ের অবিরাম ঘর্ষণে সেই স্ল্যাগ এখন সিমেন্টবদ্ধ, ধূসর-নীলবর্ণের কঠিন শিলায় পরিণত হয়েছে, তৈরি করেছে এক অদ্ভুত রুক্ষ সৌন্দর্যের প্ল্যাটফর্ম। স্পষ্ট দিনে এখান থেকে চোখে পড়ে হোয়াইটহ্যাভেনের প্রান্তর, আইল অফ ম্যানের রেখা, আর দূরে লেক ডিস্ট্রিক্ট ন্যাশনাল পার্কের সবুজ পাহাড়। ইস্পাতশিল্পের অতীত আজ মিশে গেছে প্রকৃতির রঙে। ডারওয়েন্ট হাউয়ের এই রূপান্তর শুধু শিল্প ও প্রকৃতির সম্মিলন নয়, এটি মানব ইতিহাসে এক নতুন ভূ-প্রাকৃতিক অধ্যায়ের সূচনা।

শিলাচক্রের নতুন ব্যাখ্যা

প্রাকৃতিক শিলা গঠনের যে চক্র আমরা কয়েক শতাব্দী ধরে জেনে এসেছি, তা সাধারণত হাজার থেকে লক্ষ কিংবা কোটি বছরের দীর্ঘ এক প্রক্রিয়া। যেমন, প্রাকৃতিক বালুকাপাথর গঠনের জন্য শিলার কণাগুলি চাপ ও তাপের ফলে গভীরে গিয়ে ধীরে ধীরে সিমেন্টজাত হয়ে শক্ত পাথরে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু ডারওয়েন্ট হাউয়ে-এর স্টিল স্ল্যাগের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া অনেক দ্রুত ঘটছে— কারণ বর্জ্যে থাকা রাসায়নিক উপাদান শুরু থেকেই 'প্রি-মিক্সড গ্লু' হিসেবে কাজ করছে।

ল্যাবরেটরিতে স্টিল স্ল্যাগের পাতলা সেকশনের বিশ্লেষণে দেখা গেছে, স্ল্যাগ কণার চারপাশে ক্যালসাইট, গোয়েথাইট এবং ব্রুসাইট– এর স্তরিত বৃত্ত তৈরি হয়েছে— যেগুলো প্রাকৃতিক পাললিক শিলাতেও থাকে। তবে এখানে এই খনিজ গঠনের গতি প্রকৃতির তুলনায় বহু গুণ বেশি। এই আবিষ্কার ভূতত্ত্বের প্রচলিত পাঠ্যপুস্তক-নির্ভর ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করছে। কয়েক কোটি বছরের পরিবর্তে, মানুষ সৃষ্ট বর্জ্য দিয়ে কয়েক দশকেই তৈরি হচ্ছে এক নতুন প্রকারের শিলা— যা নতুনভাবে ভাবতে বাধ্য করছে শিলা গঠনের সময়সীমা ও প্রক্রিয়া নিয়ে।

ভূতাত্ত্বিক জটিলতা

বিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিন ধরেই বিতর্ক করে আসছেন— মানব সভ্যতা কি এক নতুন ভূ-যুগে প্রবেশ করেছে, যার নাম অ্যানথ্রোপোসিন? এই যুগের বৈশিষ্ট্যই হল— মানব ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে পৃথিবীর ভূত্বকে স্পষ্ট পরিবর্তনের ছাপ। প্লাস্টিকের স্তর, কংক্রিটের ধ্বংসাবশেষ কিংবা জীবাশ্ম জ্বালানির অবশিষ্টাংশ— এসবই প্রস্তাবিত অ্যানথ্রোপোসিন যুগের ভূ-চিহ্ন হিসেবে চিহ্নিত। সম্প্রতি ডারওয়েন্ট হাউয়ে আবিষ্কৃত ইস্পাত শিল্পজাত বর্জ্য থেকে তৈরি নতুন মানবসৃষ্ট শিলা এই যুক্তিকে আরও জোরালো করেছে। এটি প্রমাণ করে যে, শিল্পবর্জ্য শুধু টিকে থাকে না— তা সক্রিয়ভাবে প্রাকৃতিক উপকূলরেখা পরিবর্তন করে এবং ভূতাত্ত্বিক চক্রে প্রবেশ করতে শুরু করে। এই শিলা এখন ভূগোল, ভূতত্ত্ব ও ইতিহাসের এক যোগসূত্র হিসেবে অ্যানথ্রোপোসিন যুগের বাস্তবতাকে স্পষ্ট করে তুলে ধরছে।

ভূতাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া

উপকূলের কাছে ইস্পাত বর্জ্য দ্রুত শক্ত শিলায় পরিণত হলে ঢেউয়ের ধাক্কা ও বালির চলাচল বদলে যায়, ফলে পাশের প্রাকৃতিক পাহাড়ে ক্ষয় বেড়ে যায়। এই শিলা বিষাক্ত ধাতু আটকে রাখতে পারে, কিন্তু আশেপাশে ক্ষারীয় জল তৈরি করে যা ঝিনুক ও শৈবালের জন্য ক্ষতিকর। তবে নতুন স্ল্যাগ শিলা উপকূলের জোয়ারভাটা অঞ্চলে বড় পরিবর্তন আনছে। নরম বালির জায়গায় এখন শক্ত পাথর তৈরি হচ্ছে, যা মাছের ডিম পাড়ার জায়গা ও উপকূলীয় পাখিদের খাবার খোঁজার এলাকা নষ্ট করে দিচ্ছে। কিছু গবেষণায় দেখা গেছে, এই শিলা থেকে ক্ষারীয় উপাদান জলে মিশে কাছাকাছি জলাধারের পিএইচ মাত্রা বাড়িয়ে দিচ্ছে, ফলে স্থানীয় জলজ পোকামাকড়ের বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে পড়ছে। (এরপর ১৯ পাতায়)

জন্মশতবর্ষে তিন কিংবদন্তি

(১৭ পাতার পর)

রিচার্ড বার্টন

সাতবার সেরা অভিনেতার অস্কার মনোনয়ন পেয়েছিলেন। কিন্তু একবারও পুরস্কার জেতেননি। তবে সেরা অভিনেতা হিসেবে বিএএফটিএ, গোল্ডেন গ্লোব এবং টনি এওয়ার্ড জিতেছেন। তিনি রিচার্ড বার্টন। ওয়েলস্-এর অভিনেতা। জন্ম ১৯২৫ সালের ১০ নভেম্বর। অভিনয় বিষয়ক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তাঁর ছিল না। তবুও তিনি সাফল্য পেয়েছিলেন। কীভাবে শুরু হয়েছিল তাঁর অভিনয় জীবন? ওয়েস্টার্ন মেইলে তরুণ ওয়েলশ অভিনেতাদের খোঁজে একটি বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। সেখানে নির্বাচিত হন রিচার্ড। ১৯৪৩ সালে লন্ডনের সেন্ট মার্টিন থিয়েটারে ‘দ্য ড্রুইডস রেস্ট’-এ অভিনয় করে মঞ্চে আত্মপ্রকাশ করেন।

ছয় বছর পর ‘দ্য লাস্ট ডেজ অফ ডলউইন’-এর মাধ্যমে তাঁর চলচ্চিত্রে অভিষেক ঘটে। ১৯৬৩ সালে ঐতিহাসিক মহাকাব্য ‘ক্লিওপেট্রা’য় অভিনয় রিচার্ডকে ঘরে ঘরে পরিচিত করে তোলে। সহ-অভিনেত্রী এলিজাবেথ টেলরের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। পরে তাঁরা বিবাহ করেন। তাঁদের একসঙ্গে বেশ কয়েকটি সফল ছবিতে দেখা যায়, যার মধ্যে রয়েছে ‘হুজ অ্যাফ্রেড অফ ভার্জিনিয়া উলফ?’, ‘দ্য টেমিং অফ দ্য শ্রু’।

ব্যারিটোন কণ্ঠের জন্য বিখ্যাত রিচার্ড গত শতকের পাঁচের দশকে নিজেকে একজন শক্তিশালী শেক্সপীয়রীয় অভিনেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ১৯৬৪ সালে হ্যামলেট চরিত্রে স্মরণীয় অভিনয় করেন। তিনি ‘মাই কাজিন র্যা চেল’ (১৯৫২), ‘দ্য রোব’ (১৯৫৩), ‘বেকেট’ (১৯৬৪), ‘দ্য স্পাই হু কাম ইন ফ্রম দ্য কোল্ড’ (১৯৬৫), ‘হু ইজ অ্যাফ্রেড অফ ভার্জিনিয়া উলফ?’ (১৯৬৬), ‘অ্যান অফ দ্য থাউজেন্ড ডেজ’ (১৯৬৯) এবং ‘ইকুস’ (১৯৭৭) ছবিতে অভিনয়ের জন্য অস্কারে মনোনীত হন।

ছয়ের দশকের মাঝামাঝি সময়ে তিনি হলিউডে বক্স-অফিসের শীর্ষ তারকা হয়ে ওঠেন। ওই দশকের শেষের দিকে বিশ্বের সর্বোচ্চ পারিশ্রমিকপ্রাপ্ত অভিনেতাদের একজন ছিলেন। সেইসময় পেতেন ১ মিলিয়ন ডলার বা তার বেশি পারিশ্রমিক এবং মোট আয়ের একটি অংশ। তুমুল জনপ্রিয়তার কারণে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন বহু নারী। বিবাহ করেছেন দু’বার। কিন্তু টিকিয়ে রাখতে পারেননি। তাঁর অভিনয় জীবন এবং ব্যক্তি জীবন ছিল চর্চার বিষয়।

কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ৭ নভেম্বর রাধা স্টুডিওয় দেখানো হয়েছে রিচার্ড বার্টন অভিনীত ‘হুজ আফ্রেইড অফ ভার্জিনিয়া উলফ?’ ১৯৬৬ সালের ছবি। পরিচালনা করেন মাইক নিকলস। আর্নেস্ট লেহম্যানের চিত্রনাট্যটি এডওয়ার্ড আলবির ১৯৬২ সালের একই নামের নাটক অবলম্বনে নির্মিত। রিচার্ড বার্টন এবং এলিজাবেথ টেলরের পাশাপাশি এই ছবিতে অভিনয় করেছিলেন সেই সময়ের কয়েকজন তাবড় তাবড় অভিনেতা-অভিনেত্রী। ছবিটি ১৩টি অ্যাকাডেমি পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছিল এবং পাঁচটি জিতেছিল।

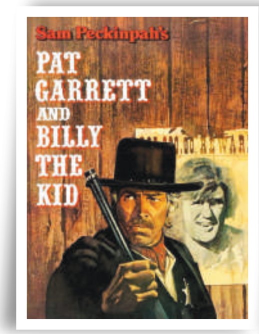

ওজসিচ হ্যাস

পোলিশ চলচ্চিত্র পরিচালক, চিত্রনাট্যকার এবং চলচ্চিত্র প্রযোজক ছিলেন ওজসিচ হাস। ১৯২৫ সালের ১ এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পরিবার রোমান ক্যাথলিক ছিল। তবে তিনি ছিলেন অজ্ঞেয়বাদী। যুদ্ধকালীন জার্মান দখলদারিত্বের সময় ক্রাকো ব্যবসা ও বাণিজ্য কলেজে পড়াশোনা করেন। পরে ক্রাকো অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এও ক্লাস করেছেন। এই অ্যাকাডেমি ১৯৪৩ সালে ভেঙে দেওয়া হয়। যুদ্ধ শেষ হলে, তিনি ক্রাকোতে পুনর্গঠিত অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এ পড়াশোনা চালিয়ে যান। ১৯৪৬ সালে তিনি চলচ্চিত্রের উপর এক বছরের কোর্স সম্পন্ন করেন এবং ওয়ারশ ডকুমেন্টারি ফিল্ম স্টুডিওয় শিক্ষামূলক এবং তথ্যচিত্র নির্মাণ শুরু করেন। গত শতকের পাঁচের দশকে পোল্যান্ডের প্রিমিয়ার ফিল্ম মেকিং অ্যাকাডেমি, ন্যাশনাল ফিল্ম স্টুডিওয় শুরু করেন কাজ।

১৯৪৮ সালে ‘হারমনি’ নামে একটি মাঝারি দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র দিয়ে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটে। ১৯৫৭ সালে পূর্ণ দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু করেন। ১৯৭৪ সালে লোডের জাতীয় চলচ্চিত্র বিদ্যালয়ে পরিচালনা বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন। দীর্ঘ ও সমৃদ্ধ কর্মজীবনে তিনি ‘দ্য সারাগোসা ম্যানুস্ক্রিপ্ট’, ‘দ্য ডল’, ‘দ্য আওয়ারগ্লাস স্যানেটোরিয়াম’-এর মতো উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র পরিচালনা করেন।

কর্মজীবনের শুরুতে একজন ব্যক্তিবাদী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, যিনি তাঁর শিল্পে রাজনৈতিক প্রভাব এড়িয়ে চলেন। পোলিশ ফিল্ম স্কুল যখন সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, সেই সময়কালে তিনি তাঁর গুরুত্বপূর্ণ চলচ্চিত্রগুলো নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর কাজের নিজস্ব স্টাইলিস্টিক অনুভূতি ছিল, যা প্রচলিত পোলিশ স্কুলের উপর আধিপত্য বিস্তারকারী প্রকাশ্য রাজনৈতিক থিম থেকে স্বাধীন। প্রায় সমস্ত ছবিতেই তিনি সুরক্ষিত পরিবেশ তৈরির চেষ্টা করেছিলেন, যেখানে তাঁর নায়কদের সমস্যা এবং কাহিনি সর্বদা তাঁর সৃষ্টি করা বিশেষ জগতের তুলনায় কম গুরুত্বের ছিল। তিনি তাঁর কর্মজীবনে ‘হাউ টু বি লাভড’ এবং ‘ফেয়ারওয়েলস’-এর মতো বেশ কয়েকটি অন্তরঙ্গ মনস্তাত্ত্বিক নাটকও তৈরি করেছিলেন।

১৯৮৭ থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত হাস রোন্ডো ফিল্ম স্টুডিওর শৈল্পিক পরিচালক এবং পোলিশ স্টেট সিনেমা কমিটির সদস্য ছিলেন। ১৯৮৯-১৯৯০ সালে জাতীয় চলচ্চিত্র বিদ্যালয়ের পরিচালনা বিভাগের ডিন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯০ সালে বিদ্যালয়ের প্রভোস্ট হন এবং ছয় বছর ধরে এই পদে ছিলেন। তিনি বিদ্যালয়-অনুমোদিত ইন্ডেকস স্টুডিওর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং প্রধান উপদেষ্টার গুরুদায়িত্ব পালন করেন।

কলকাতা আন্তর্জাতিক উৎসবে রয়েছে ওজসিচ হ্যাসের তিনটি ছবি। ১১ নভেম্বর রবীন্দ্র ওকাকুরা ভবনে দেখানো হবে ‘দ্য আওয়ারগ্লাস স্যানাটোরিয়াম’। ১৯৭৩ সালে নির্মিত ছবি। অভিনয়ে জান নওইকি, তাদেউস কনড্রাট, মিকজিস্লাও ভয়েট, হালিনা কোয়ালস্কা, গুস্তাও হোলুবেক। একজন তরুণ ইহুদির জীবনের গল্প ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

১২ নভেম্বর রবীন্দ্র ওকাকুরা ভবনে দেখানো হবে ‘দ্য সারাগোসা ম্যানুস্ক্রিপ্ট’। ১৯৬৫ সালের ছবি। কাহিনি এইরকম, নেপোলিয়নের যুদ্ধের সময় এক নির্জন বাড়িতে বিরোধী পক্ষের দুই কর্মকর্তা একটি পাণ্ডুলিপি খুঁজে পান, যা স্প্যানিশ অফিসারের দাদা আলফোনসো ভ্যান ওয়ার্ডেনের গল্প বলে। ভ্যান ওয়ার্ডেন বহু বছর আগে এই অঞ্চলে ভ্রমণ করেছিলেন, অশরীরী আত্মার মুখোমুখি হয়েছিলেন।

১০ নভেম্বর রবীন্দ্র ওকাকুরা ভবনে দেখানো হবে ‘দ্য ডল’। ১৯৬৮ সালের ছবি। বোলেস্লো প্রস-এর ‘দ্য ডল’ উপন্যাসের একটি রূপান্তর, যেটাকে অনেকেই সর্বকালের সেরা পোলিশ উপন্যাস হিসেবে গণ্য করেন। প্রসঙ্গত, এবারের কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে পোল্যান্ডকে।

স্তূপে এক নতুন পাথরের ইতিহাস

(১৮ পাতার পর)

এসব পরিবর্তনে জীববৈচিত্র্য কমে যেতে পারে, বিশেষ করে যেখানে প্রাণীরা নির্দিষ্ট ধরনের বালু বা পলি-নির্ভর করে। পরিকল্পনা ছাড়া এই ধরনের শিলা পরিবেশের ক্ষতির কারণ হতে পারে।

স্ল্যাগ শিলা তৈরির সময় সিমেন্টজাত বিক্রিয়ায় কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষিত হয়, যা পরিবেশবান্ধব দৃষ্টিকোণ থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। এজন্য অনেক প্রকৌশলী ভাবছেন, পরিকল্পিতভাবে গড়া স্ল্যাগ রিফগুলো কম খরচের কার্বন সিঙ্ক হিসেবে কাজ করতে পারে কি না। তবে এতে এক বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে— এই শিলা থেকে ক্রোমিয়াম ও ভ্যানাডিয়ামের মতো বিষাক্ত উপাদান জলে মিশে যেতে পারে। ফলে পরিবেশগত ঝুঁকি এড়াতে প্রতিটি নতুন স্ল্যাগস্তর স্থাপনের আগে স্থানীয় ভূ-রাসায়নিক পরীক্ষা অত্যাবশ্যক। এই প্রেক্ষিতে গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক দল ইউরোপের বিভিন্ন উপকূলবর্তী স্ল্যাগ অঞ্চল নিয়ে সমীক্ষা শুরু করতে যাচ্ছে। ড্রোন ও গ্রাউন্ড-পেনিট্রেটিং রাডার ব্যবহার করে তারা বিভিন্ন তরঙ্গ-পরিবেশে এই শিলাগুলোর বৃদ্ধির হার ও প্রভাব পর্যবেক্ষণ করবেন। অন্যদিকে, ভারী শিল্প এখনও এক বড় চাপে রয়েছে। গ্লোবাল এনার্জি মনিটর-এর এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, পরিকল্পিত নতুন ব্লাস্ট ফার্নেসগুলো আগামী এক দশকে প্রায় ৩০৩ মিলিয়ন টন অতিরিক্ত কার্বন নির্গমনের ঝুঁকি তৈরি করবে, যা জলবায়ু সংকট আরও গভীর করতে পারে।

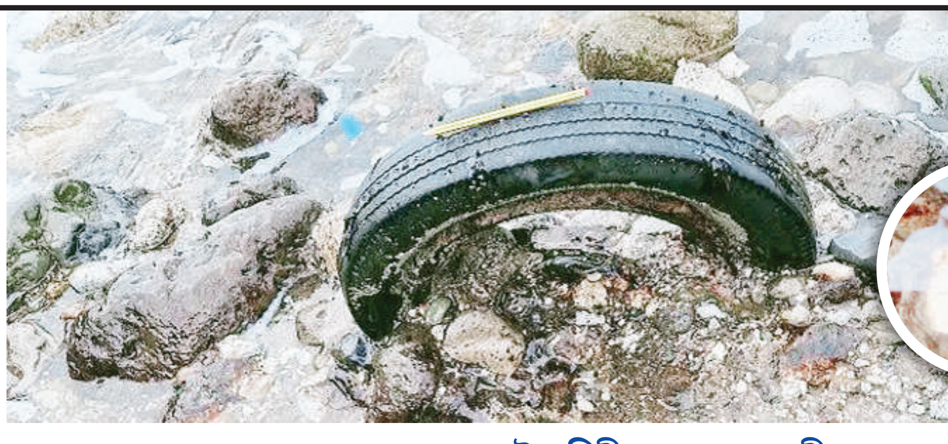

এই পৃথিবীর এক নতুন সমীকরণ

মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক চিরকালই জটিল— সহযোগিতা ও সংঘর্ষের এক সূক্ষ্ম সেতুবন্ধ। ইংল্যান্ডের কুম্ব্রিয়ায় ইস্পাত শিল্পের বর্জ্য থেকে মাত্র ৩৫ বছরে তৈরি হওয়া নতুন শিলা আমাদের এই সম্পর্কের গভীরতা ও প্রভাব নতুন করে ভাবতে বাধ্য করে। এটি কেবল একটি ভূতাত্ত্বিক ঘটনা নয়, বরং এক দার্শনিক প্রশ্নের জন্ম দেয়— মানুষ কি এখন প্রকৃতির অংশ, না প্রকৃতির পরিবর্তনশীল শক্তি? যেখানে প্রাকৃতিক শিলা গঠনের জন্য দরকার লাখো বছরের ধৈর্য, সেখানে শিল্পবর্জ্য নিজে থেকেই মাত্র কয়েক দশকে রূপ নিচ্ছে কঠিন শিলায়। এই ঘটনাকে বিজ্ঞানীরা আবার বলছেন, অ্যানথ্রপোক্লাস্টিক রক সাইকেল— এক মানবসৃষ্ট ভূ-প্রক্রিয়া, যা প্রকৃতির নিজস্ব ছন্দকে চ্যালেঞ্জ করছে। এখানে প্রশ্ন উঠছে : আমরা কি কেবল প্রকৃতির নীরব পর্যবেক্ষক, না তার রূপকার? ভূবিজ্ঞান এতদিন ছিল প্রকৃতির মৌন ইতিহাস পড়ার চেষ্টা। কিন্তু এখন তা হয়ে উঠছে মানুষের পদচিহ্নে গঠিত এক সক্রিয় পাঠ্য। ডারওয়েন্ট হাউয়ে-এর শিলা এই সত্য তুলে ধরে– মানবিক কর্মকাণ্ড এখন এমন এক স্কেলে পৌঁছেছে, যেখানে তা ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তনের কারণ হয়ে উঠছে। এটি অ্যানথ্রোপোসিন নামক এক নতুন যুগের ইঙ্গিত দেয়, যেখানে মানুষ নিজেই এক ভূতাত্ত্বিক বল। এই প্রেক্ষাপটে, বিজ্ঞান আর কেবল পরিমাপের বিষয় নয়— এটি হয়ে উঠছে অস্তিত্বের প্রশ্ন। আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি এই বিশাল গ্রহের বিবর্তনের ইতিহাসে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই হয়তো আমাদের নতুন করে পড়তে হবে পৃথিবীর পাঠ, বিজ্ঞান ও আত্মজিজ্ঞাসার আলোয়।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রবিবার

9 November, 2025 • Sunday • Page 20 || Website - www.jagobangla.in

রবিবারের গল্প

আপন যে জন

সায়ন তালুকদার

‘বাবা, আদিখ্যেতা দেখো মিত্তির পরিবারের! কাজের দিদিকে নিয়ে ওদের যেন বড় মাতামাতি। আমাদেরও তো রয়েছে রে বাবা! এত মাথায় তোলার কি আছে কে জানে!’

সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় কথাগুলো কানে এসেছে সুপ্রতিমের। দোতলার ভট্টাচার্য কাকিমা আর তিনতলার সেন কাকিমা গুজগুজ করছিলেন।

ভেবেছিল, এড়িয়ে যাবে, কিছু বলবে না! কিন্তু খানিক ভেবেই ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। কাছে গিয়ে বলেছিল, ‘আমার পরিবার, আমি মিনুমাসিকে ছোটবেলা থেকেই মাসি হিসেবেই ডেকে এসেছি। আমার মা তাঁকে বোন ভেবেই নিশ্চিন্তে আমার দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পণ করেছিলেন। সেই থেকে আমি মিনুমাসির কাছেই মানুষ। উনি আমাদের পরিবারেরই একজন’ বলে সামনে পা বাড়িয়েছিল সুপ্রতিম। ওনারা একেবারে চুপ।

কলিং বেল বাজাতেই দরজা খুলে একপাশে সরে দাঁড়াল মিনুমাসি। মুখে একগাল হাসি। ‘বাবু এসে গেছে, বউমা।’

মিনুমাসির চুলে পাক ধরেছে। রুপোরঙা চুলগুলো বুঝিয়ে দিচ্ছে বয়স হয়েছে তাঁর। সেই কোন ছোটবেলায় বাবা মিনুমাসিকে নিয়ে এসেছিল বাড়িতে সুপ্রতিমের দেখাশোনা করার জন্য। সুপ্রতিমের বাবা বায়ুসেনা বিভাগে কর্মরত ছিলেন, মা একটি স্কুলের ভূগোলের শিক্ষিকা। সুপ্রতিমের ছোটবেলাটা কেটেছে মাসির আদর, যত্নে, ভালবাসায়। মা-বাবাও তাঁকে বিস্তর ভালবেসেছে। তবে দিনের বেশিরভাগ সময় মাসির সাহচর্যেই সুপ্রতিমের বড় হয়ে ওঠা। ছুটির পর স্কুলের গাড়ি বাড়ির সামনে নামিয়ে দিলেই একছুটে মাসির কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ত ও। মাসিকে বড্ড ভালবাসে সুপ্রতিম। মাসির একটা শ্বশুরবাড়ি আছে দূর গ্রামে, বছরে এক-আধবার যায় এখন। বিয়ের দু’বছরের মাথায় স্বামীহারা মিনুমাসিকে যখন শ্বশুরবাড়ি থেকে বার করে দেয়, তখন বাপের বাড়িতে দাদা-ভাইরাও তাঁকে ঠাঁই দেয়নি। পেটের জ্বালায় কাজের তাড়নায় শহরে চলে আসে মিনুমাসি। কোনও বন্ধুর সূত্রেই তাঁর খোঁজ পেয়েছিলেন সুপ্রতিমের বাবা। তারপর থেকে এখনও এই বাড়িতেই রয়ে গেছে মিনুমাসি। এসব কথা অবশ্য তাঁর কাছেই শোনা। মিনুমাসির কোনও সন্তান হয়নি। তাই সুপ্রতিমকে নিজের ছেলের মতোই ভালবাসেন। সুপ্রতিমও মায়ের থেকে কোনও দিন আলাদা চোখে দেখেনি মিনুমাসিকে। মা যখন স্কুলের পরীক্ষার খাতা দেখতে বসত রাত জেগে, তখন সুপ্রতিমের ঘুম পাড়ানোর দায়িত্ব ছিল মিনুমাসির উপর। এত সুন্দর করে গল্প বলত মিনুমাসি, কখন যে চোখের পাতায় গাঢ় হয়ে ঘুমের চাদর নেমে আসত, টের পেত না ছোট্ট সুপ্রতিম। একবার টিয়াপাখি পোষার শখ হয়েছিল সুপ্রতিমের। বন্ধু তিতাসের বাড়িতে দেখে ওরও খুব ইচ্ছে হয়েছিল টিয়াপাখির বন্ধু হবে। মিনুমাসিকে বলতেই মাসি তক্ষুনি বলেছিল, ‘না বাবু, পাখিদের খাঁচায় আটকে রেখে জোর করে বন্ধুত্ব কোরো না। ছাদে কত পাখি আসে। ওদের সঙ্গে বন্ধুত্ব কোরো। ওরা তোমার সঙ্গে খেলবে, আবার সময় হলে ওদের মায়ের কাছে ফিরে যাবে। আবার দেখবে পরদিন ঠিক সময়ে এসে হাজির হবে তোমার সঙ্গে খেলার জন্য।’

মিনুমাসির কথা সত্যি হয়েছিল। ছাদে আসা পায়রারা ওর বন্ধু হয়ে গিয়েছিল। ধীরে ধীরে চড়াই, শালিখ একদিন একটা টিয়াও এসেছিল। তারপর থেকে ওরা রোজ আসত। রোদে বড়ি দিতে আসলেই ওরা ঘিরে ধরত মিনুমাসিকে। ওদের খাবার দিত মিনুমাসি। ছাদে বল নিয়ে ক্যাচ প্র্যাকটিসের সময় ও-দিকেই তাকিয়ে থাকত বারবার।

মাধ্যমিক দিতে না দিতেই বাবা চলে গেল। তারপর দু’বছরের মাথায় ইনফ্লুয়েঞ্জায় মাও চলে গেল। যাওয়ার আগে সুপ্রতিমের সব দায়িত্ব মিনুমাসিকে দিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। হাত ধরে বলেছিলেন, ‘আমার সু-কে তুই দেখিস মিনু। ওর সামনে পুরো জীবনটা পড়ে আছে। ওকে শক্ত হাতে সামলে রাখিস।’ কাঁদতে কাঁদতে সুপ্রতিমের মা-কে কথা দিয়েছিলেন মিনুমাসি। সুপ্রতিমকে ভাল কলেজে ভর্তি করেছিলেন। পড়াশোনায় ভালই ছিল সুপ্রতিম। কলেজ থেকে ইউনিভার্সিটি। তারপর কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় পাশ করে রেলের চাকরি পেয়েছে সুপ্রতিম। বিয়েও করেছে বছর দুয়েক। ছোট্ট একটা ফুটফুটে মেয়েও রয়েছে ওদের। সুনয়নী। ওঁকে নিয়েই এখন মিনুমাসির দিনের অনেকটা সময় কেটে যায়। সুপ্রতিমের স্ত্রী তনয়ার ভারী মিষ্টি গলা। গান শেখায় ও। মিনুমাসিকে ওরা দু’জনেই ভীষণ শ্রদ্ধা করে। গানের ক্লাসের সময়টা মিনুমাসির কাছেই থাকে সুনয়নী। খুব ন্যাওটা হয়ে গেছে মিনুমাসির। দেখলেই হাত-পা ছোঁড়ে আনন্দে। চোখ গোলগোল করে তাকায়। দাঁত ওঠেনি এখনও। তবু হাসি থামে না। ঘুম পাড়ানোর সময় তনয়ার পাশে বসে ওকে গল্প শোনায় মিনুমাসি। সকালের তাড়াহুড়োয় দিনের খবরের কাগজটা ভাল করে পড়া হয়ে ওঠে না সুপ্রতিমের। তাই রাতের খাওয়া সেরে আবার কাগজটা খুঁটিয়ে পড়ে। কানে আসে মিনুমাসির গলা। গল্প বলছে মিনুমাসি। সেই ফেলে আসা ছোটবেলায় ফিরে যায় সুপ্রতিম।

মিনুমাসির শাশুড়ি খুব অসুস্থ। মিনুমাসি মাসে একবার দেখতে যায়। উপার্জনের টাকা দিয়ে আসে ওষুধ ও অন্যান্য খরচের জন্য। মিনুমাসি টাকা রোজগার করছে খবর পেয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছিল শ্বশুরবাড়ি থেকে। মিনুমাসি যেতে চায়নি। সুপ্রতিম ভেবেছে, বাকি জীবনটা মিনুমাসিকে এখানেই রেখে দেবে, কোথাও যেতে দেবে না। তনয়া ছোটবেলা থেকেই মাতৃহারা। মাসিকে পেয়ে সে যেন মাকে পেয়েছে। একমুহূর্তও কাছছাড়া করতে চায় না। ঘুরতে বা বাইরে কোথাও খেতে গেলে মাসিকেও নিয়ে যায় সঙ্গে।

মাসির একটা শখ আছে। ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছে সুপ্রতিম। মাসি খুব সুন্দর এমব্রয়ডারির কাজ জানে। কাপড়ে নকশা তোলা মাসির খুব প্রিয়। প্রতিবছর জন্মদিনে সুপ্রতিমকে কাপড়ের ওপর নিজে হাতে সুন্দর নকশায় ‘স্নেহের সু-কে’ লিখে উপহার দিয়েছে মাসি। সেই উপহারগুলো যত্ন করে আলমারিতে রেখে দিয়েছে সুপ্রতিম। সেদিন তনয়া ওগুলো দেখেই আইডিয়াটা দিয়েছিল ওকে। ‘এত সুন্দর কাজগুলোর স্বীকৃতি পাওয়া উচিত। এগুলো এগজিবিশনে পাঠালে কেমন হয়?’

সুপ্রতিমের ভালই লেগেছিল প্রস্তাবটা। মাসিকে বলতেই প্রথমে একটু লজ্জা পেলেও ওদের জেদের কাছে তাঁকে হার মানতেই হল। সুনয়নীকে দেখার ফাঁকে মিনুমাসি বসলেন সূচ, সুতো দিয়ে কাপড়ে নানা অভিনব নকশা ফুটিয়ে তুলতে। কী অপরিসীম যত্ন নিয়ে অপার দক্ষতায় ফুল, পাখি, লতা-সহ নানারকম নকশা ফুটিয়ে তুলছেন মিনুমাসি। জীবনভর ওদেরই দেখাশোনা করে এসেছেন, নিজের শখটাকে লুকিয়ে রেখে। সুপ্রতিম ঠিক করল, মাসির এই গুণটাকে আরও বেশি করে এক্সপ্লোর করতে হবে। প্রথম যে এগজিবিশনটা হয়েছিল, তাতে খুব প্রশংসা পেয়েছিল মাসি। একজন ডিজাইনারের পছন্দ হয়েছিল তাঁর কাজ। ফোন নাম্বার, অ্যাড্রেস নোট করে নিয়েছিলেন। মাসির সংকোচবোধ হয়েছিল, কিন্তু তনয়া এগিয়ে এসেছিল সেদিন।

যে ডানাটা অগোচরে লুকিয়ে রেখেছিল মাসি এতদিন, তা এবার মেলার সময় এসেছে।

বিখ্যাত ডিজাইনার ঝিলমিল গুপ্ত এসেছিলেন একদিন। মাসিকে কন্ট্রাক্ট সাইন করালেন, এক বছরের জন্য মাসির হাতের কাজ ওনার ব্র্যান্ডের এক্সক্লুসিভ কালেকশন হবে। সুপ্রতিমের গর্ব ধরে না আর।

সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময়ের কু-মন্তব্যগুলোকে বেশি আমল দিল না ও। সন্ধেবেলাতেই ওর ইমেইলে একটা আমন্ত্রণপত্র এসেছে। মাসি তাঁর সূচিশিল্পের জন্য একটি নামী সংস্থা থেকে পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হয়েছে। হেলমেটটা চেয়ারের ওপর রেখে ব্যাগটা খুলে খাটের উপর রাখতে রাখতেই সুখবরটা দিল সুপ্রতিম। তনয়াকে আগেই জানিয়েছিল। তাই ও রান্নাঘরে মিক্সড ফ্রায়েড রাইস বানাতে বানাতেই বলে উঠল, ‘এ তো দারুণ খবর গো। মাসি, কেমন লাগছে বলো?’

মিনুমাসির চোখে আনন্দাশ্রু। সুনয়নী বিছানায় বসে খেলছিল। ছুটে এসে মিনুমাসিকে জড়িয়ে ধরল। ‘আই লাভ ইউ ঠাম্মি। আমি খুব হ্যাপি।’

তারপর বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। সেদিন স্টেজে উঠে পুরস্কার নেওয়ার পরে মাইক হাতে মিনুমাসি সুপ্রতিম, তনয়া, সুনয়নীর কথাই বলছিল। বলছিল সুপ্রতিমের বাবা-মায়ের কথাও। ওরা না থাকলে যে আজ এই দিন দেখা হত না, সেকথাও বলল উত্তেজনা মেশা কাঁপা কাঁপা গলায়। আনন্দে সুপ্রতিমের চোখ চিকচিক করে উঠল। স্টেজে ডেকে নিয়ে মিনুমাসি ভালবাসায় জড়িয়ে ধরল সবাইকে। সেই গ্রুপ ছবিটা টাঙানো আছে ডাইনিং টেবিলের পাশের দেওয়ালে। অফিস যাওয়ার পথে, বাড়ি ফিরে ছবিটায় চোখ পড়ে সুপ্রতিমের। মনের মধ্যে অদ্ভুত ভাললাগা ছড়িয়ে যায় ওর।

অঙ্কন : শংকর বসাক

জাগোবাংলা-র ‘রবিবার’ বিভাগের জন্য গল্প পাঠান কম-বেশি হাজার শব্দের। নাম ঠিকানা মোবাইল নম্বর-সহ লেখা টাইপ করে মেল করুন
robbarergolpo@gmail.com